চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 188 Thursday, 8 June, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১৮৮ সংখ্যা ✱ ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৮ জুন, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

মৃত ব্যক্তির কার্ডে রেশন তুলে কী করে তা বাজারে বিক্রি করা সম্ভব, প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। ...বিস্তারিত পাতা ৩

এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চাঞ্চল্য। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরের ঘটনা। মৃতার নাম শ্যামা লোহার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ইম্ফলের ইরোইসেম্বা এলাকায় সাত বছরের কিশোর, তার মা এবং তাদের প্রতিবেশী এক মহিলাকে অ্যাম্বুল্যান্স শুদ্ধ নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

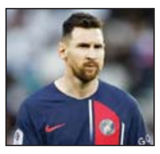

সংবাদমাধ্যম গোল ডটকম এর আগে জানিয়েছিল, লিওনেল মেসি সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালকে এক বছর অপেক্ষা করতে বলেছেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মেইন লাইনে সিগনাল, তবে পয়েন্ট কেন লুপ লাইনে?

করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় জোরাল অন্তর্ঘাত তত্ত্ব

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বালেশ্বরে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় আরও জোরাল হচ্ছে অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব। দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে তদন্তে নেমেছে সিবিআই। মঙ্গলবারই তাঁরা বাহানাগায় দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন। কথা বলেন একাধিক রেল আধিকারিকের সঙ্গে। প্রাথমিক তদন্তে রেলের ইন্টারলকিং সিস্টেম ও সিগন্যালিং ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সিবিআই কর্তারা। কীভাবে মেইন লাইনের সিগন্যাল দেওয়া থাকলেও, পয়েন্ট সিস্টেমে লাইনের অভিমুখ লুপ লাইনের দিকে করা ছিল, তা নিয়েই রহস্য ঘনাচ্ছে। এটি 'ম্যান-মেড' দুর্ঘটনা কিনা, তা নিয়ে এখনই নিশ্চিত হতে পারছে না সিবিআই। তবে এই তত্ত্বও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা। বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনায় তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই অন্তর্ঘাতের ইঙ্গিত মিলেছিল। রেলের তরফে

যেমন তদন্ত করা হচ্ছে, পাশাপাশি সিবিআই তদন্তও শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রকে রিপোর্ট জমা দিয়েছে রেল বোর্ড। অন্তর্ঘাত-তত্ত্ব জোরাল হয়েছে খুড়দা ডিভিশনের ডিআরএম-এর দাবিতেও। তিনিও প্রশ্ন তুলেছেন, মেইন লাইনে সিগন্যাল থাকা সত্ত্বেও কীভাবে লুপ লাইনে ঢুকে পড়ল করমণ্ডল এক্সপ্রেস। অতিরিক্ত গতি বা চালকের ভুল, তদন্ত শুরু হওয়ার পরই এই তত্ত্বগুলি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবারই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে সরেজমিনে তদন্ত করতে পৌঁছয় সিবিআই-এর ১০ সদস্যের টিম। প্রাথমিকভাবে সিবিআই-র নজর ছিল রুট রিলে কেবিনে। সেখানে কর্মীদের কাছে থেকে কীভাবে সিগনালিং ও পয়েন্ট সিস্টেম প্রযুক্তি কাজ করে, তা বুঝে নেন সিবিআই আধিকারিকরা। পাশাপাশি চলে তথ্য সংগ্রহ। দুর্ঘটনার দিন ডিউটিতে কারা ছিলেন? কার কী দায়িত্ব ছিল? যাবতীয় প্রশ্ন করেন সিবিআই আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, বাহানাগাতে কর্মরত রেলকর্মীদের কাছ থেকে সিবিআই আধিকারিকরা প্রশ্ন করেন, কোন কোন পদ্ধতিতে সিগনাল পরিবর্তন করা হয়? রুট রিলে কেবিনের দায়িত্বে কারা থাকেন? কিভাবে সেটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়? নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকেন কারা? ইত্যাদি। সূত্রের খবর, অন্তর্ঘাতের তত্ত্ব ক্রমশ জোরাল হচ্ছে সিগনালিং-র গড়মিলের কারণে। এই বিচ্যুতির পিছনে কী মানুষের হাত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আজ থেকে রেলকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে সিবিআই। গতকালই রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কর্মীদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে, আজ সেই তালিকা ধরেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ইতিমধ্যেই ফরেনসিকের কাছেও তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

'প্রমাণ সাফা করে দিয়েছে'

করমণ্ডল-তদন্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বড় অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ গত রবিবার সকাল তখন ১০টা বাজে। সংবাদসংস্থা এএনআই টুইট করে জানিয়েছিল, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো দাবি করেছেন, করমণ্ডল এক্সপ্রেস-সহ তিন ট্রেনের সংঘর্ষের মূল কারণ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তারপর বিকেলে সেই অশ্বিনীই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, রেলবোর্ড সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছে। মঙ্গলবার বাহানাগা বাজারের দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল সিবিআই টিম। বুধবার করমণ্ডল কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত নিয়ে বড় অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রেল দুর্ঘটনায় বাংলার যাঁরা মারা গিয়েছেন বা আহত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার কর্মসূচি ছিল নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। সেই অনুষ্ঠানে মমতা এদিন করমণ্ডল বিপর্যয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ নিয়ে কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা সত্যটা জানতে চাই। কিন্তু যা হয়েছে তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। মনে রাখবেন, ছাইকে কখনও আগুন করা যায় না আবার আগুনকে কখনও ছাই করা যায় না।'' মমতা এদিন সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, ''সিবিআই কী করবে? কোনও ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি? আসলে প্রমাণগুলো সব সাফা করে দেওয়া হয়েছে।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''পুলওয়ামায় কী হয়েছিল মনে নেই? সেখানকার তৎকালীন রাজ্যপাল পরে কী বলেছেন?'' ইতিমধ্যেই রেলের কর্তা থেকে বিজেপি নেতারা অন্তর্ঘাত তত্ত্ব আওড়ানো শুরু করে দিয়েছেন। যাকে তামাম বিরোধীরা 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা' বলে কটাক্ষ করেছে। মমতা এদিন বলেন, ''বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় রেল দুর্ঘটনা। আসলে কী হয়েছে সবাই তা জানতে চায়। আত্মার আত্মীয়রা কাঁদছে, এত মানুষ মারা গিয়েছেন, তাঁরা আর কেউ ফিরবেন না।'' কেন্দ্রকে নিশানা করে মমতা এও বলেন, ''কাছের মানুষকে তোমরা ফিরতে দাওনি।'' দুর্ঘটনার পরের দিনই বালেশ্বরের অকুস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। গিয়েছিলেন হাসপাতালে জখমদের দেখতেও। সেখানে রেলমন্ত্রীকে পাশে দাঁড় করিয়ে মমতা সরাসরি বলেছিলেন, ''রেলের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।'' এদিন কলকাতা-সহ লাগোয়া জেলায় যখন গোটা বিশেক পুরসভায় সিবিআই তল্লাশি চালাচ্ছে তখন নেতাজি ইনডোর থেকে কার্যত বিস্ফোরণ ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মমতা বলেন, করমণ্ডল দুর্ঘটনা ধামাচাপা দিতেই কলকাতা-সহ রাজ্যের এতগুলো জায়গায় সিবিআই হানা দিয়েছে। মমতা আরও বলেন, ''সিবিআই মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে ঢুকে যাচ্ছে। নগরোন্নয়নে ঢুকে যাচ্ছে। এবার কি বাথরুমেও ঢুকে যাবে?'' এদিন মমতা এও বলেন, ''কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে যদি পুরসভার জল, কল দেখতে যাওয়া হয় তাহলে আগামী দিন ভয়ঙ্কর হতে চলেছে।'' ইতিমধ্যেই রাজ্যের পুরমন্ত্রী ববি হাকিম বলেছেন, বাংলায় ত্রাস তৈরি করতেই পুরসভাগুলিতে সিবিআই টিম পাঠানো হচ্ছে। অনেকের মতে, জেলায় জেলায় পুরসভায় সিবিআই হানা মানে কার্যত পাড়ায় পাড়ায় সিবিআই অভিযানের সমান। করমণ্ডল দুর্ঘটনার পর এটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ধামাচাপা দেওয়ার কৌশল বলেই দেখাতে চাইল তৃণমূল। এদিন বাংলায় পুরসভাগুলিতে যেভাবে সিবিআই অভিযান চালাচ্ছে তা নিয়ে সকাল থেকে আন্দোলিত রাজনীতি তথা শাসকদল। বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীও বুঝিয়ে দিলেন, কেন্দ্রীর আগ্রাসন হিসাবেই এই অভিযানকে দেখছেন তিনি।

> করমণ্ডল ধামাচাপা দিতে কলকাতায় এত সিবিআই হানা, এবার কি বাথরুমেও ঢুকবে।
> –মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দফতরে সিবিআই হানা, তল্লাশি একধিক পুরসভায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ বুধবার সকাল থেকেই টানটান উত্তেজনা। নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতর থেকে মুহুর্মুহু বেরোচ্ছেন আধিকারিকরা। এক-একটি দলের গন্তব্য রাজ্যের একাধিক পুরসভায়। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সল্টলেকের নগরায়ন দফতরেও পৌঁছয় সিবিআই এর একটি বড় দল। সেখানে পৌঁছে কিছু নথি সংগ্রহ করে, নগরায়ন দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার এক আধিকারিককে নিয়ে সি বি আই দল পৌঁছায় সল্টলেকেরই পুর প্রশাসন ভবনে। সেখানেই একাধিক আধিকারিককে জিজ্ঞেসাবাদ করে সিবিআই আধিকারিকেরা। শুধু পুর ও গরোন্নয়ন দফতর নয়। একই সঙ্গে একাধিক পুরসভায় হানা দিয়েছেন

গোয়েন্দারা। তারমধ্যে রয়েছে টিটাগড়, শান্তিপুর, পানিহাটি, দক্ষিণ দমদম, হালি শহর পুরসভায় হানা দিয়েছে সিবিআই। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অয়ন শীলকে জিজ্ঞেসাবাদ করে সিবিআই আধিকারিকেরা জানতে পারেন শিক্ষা দফতরেই নয়, অয়ন শীল টাকার বিনিময়ে চাকরি করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের একধিক পুরসভায়। এরপরই আদালতের নির্দেশে পুর দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার ভার যায় সিবিআই-এর হাতে। দুর্নীতির গোড়ায় পৌঁছতে একটি বড় সিবিআই দল এদিন সকালে এসে পৌঁছায় সল্টলেক নগরায়ন ভবনে। আর এখানেই পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দফতর। এখন থেকেই বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করে সিবিআই তদন্তকরী আধিকারিকরা। সঙ্গে নগরায়ন দফতরের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে সিবিআই আধিকারিকরা পৌঁছন সল্টলেকের পৌর প্রশাসন ভবনে। এখানেই শেষ নয়, বেশ কয়েকজন আধিকারিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় জিজ্ঞেসাবাদ করেন। এখন থেকেই পুর নিয়োগের একেবারে গভীরে পৌঁছতে চান সি বি আই আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, আজ সকাল ১১টা নাগাদ টিটাগড় পুরসভায় যান সিবিআই-এর একদল আধিকারিক। সঙ্গে রয়েছেন সিআরপিএফ জওয়ানরা। কীভাবে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে, কার মাধ্যমে হয়েছে, কোথায় নিয়োগ হয়েছে, কারা এর সঙ্গে জড়িত তাই খতিয়ে দেখতেই এই তল্লাশি বলে সূত্রের খবর।

'আমরা তদন্ত করেছিলাম, কোনও অস্বচ্ছতা ছিল না', মন্তব্য ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নেমেছে সিবিআই। সল্টলেকে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে হানা দেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। 'পুরোটাই রাজনীতি', অভিযোগ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। জানা গিয়েছে, বুধবার একযোগে রাজ্যের মোট ১৪টি পুরসভায় পৌঁছন সিবিআই-এর একদল আধিকারিক। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে 'রাজনীতির' গন্ধ পান ফিরহাদ। তিনি জানেন না কী উদ্দেশ্যে এ দিনের হানা। তবে ত্রাস তৈরির চেষ্টা চলছে বলে কটাক্ষ করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। এ দিন ফিরহাদ সাংবাদিকদের বলেন, ''যে দোষ করেছে সে শাস্তি পাবে। চুঁচুড়া পুরসভায় নিয়োগে অনিয়ম দেখেছিলাম। সেটা বাতিল করেছি। কোন পুরসভায় কী হয়েছে সেটা তো মন্ত্রীর জানার কথা নয়।'' প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য হাতে পায় ইডি। প্রোমোটার অয়ন শীলের অফিস বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত নথি পান ইডি কর্তারা। অভিযোগ পুরসভার বিভিন্নপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হয়েছে। কাঁচরাপাড়া, নিউ ব্যারাকপুর, কামারহাটি, টিটাগড়, বরাহনগর, টাকি, হালিশহর, দমদম, উত্তর দমদম-সহ প্রায় কুড়িটির বেশি পুরসভার নিয়োগে সরাসরি দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায় বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। এছাড়া সব মিলিয়ে নজরে রাজ্যের ষাটটির বেশি পুরসভার নিয়োগ। এর আগে খোদ ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন যে যদি পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতি হয় তাহলে তিনি তা খুঁজে বের করবেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ''নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে আমরা একটা তদন্ত করছিলাম। ঠিক তদন্ত বলা ভুল, আমরা বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখছিলাম। এখনও পর্যন্ত আমার অস্বচ্ছতা লাগেনি।''

সার্চ কমিটি থেকে কেন বাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি? মামলা দায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সংঘাত নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। একদিকে, শিক্ষা দফতরকে না জানিয়ে রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগ করায় তৈরি হয়েছে বিতর্ক। অন্যদিকে, রাজ্যের তৈরি সার্চ কমিটি নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। সম্প্রতি উপাচার্য নিয়োগের জন্য রাজ্য কমিটিতে যে রদবদল এনেছে রাজ্য, তা নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। রাজ্যের পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে বুধবার। মামলা করেছেন আইনজীবী সুস্মিতা সাহা দত্ত। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। পাঁচজন সদস্যের মধ্যে কেন রাজ্যের তিনজন প্রতিনিধি কেন, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে। তাঁর পরিবর্তে জায়গা পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি। এই মর্মে অধ্যাদেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। আগে উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটিতে থাকতেন তিন সদস্য। নিয়ম বদলে পাঁচ সদস্য করা হয়েছে। পাঁচজনের কমিটির সদস্য হিসেবে থাকছেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি-র একজন প্রতিনিধি, রাজ্যপাল তথা আচার্যের প্রতিনিধি, উচ্চশিক্ষা সংসদের প্রতিনিধি, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ও মুখ্যমন্ত্রীর একজন প্রতিনিধি। রাজ্যের তিনজন প্রতিনিধি কেন? এই প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ব্যাখ্যা ছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ইউজিসি-র চেয়ারম্যানের একজন প্রতিনিধিকে যুক্ত করা হয়েছে সার্চ কমিটিতে। ফলে সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে বেড়ে ৪ হয়ে যাচ্ছিল। কোনও নির্বাচন কমিটিতেই জোড় সংখ্যক সদস্য সংখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলে দাবি করেছিলেন ব্রাত্য। সে কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর একজন প্রতিনিধিকে যুক্ত করা হয়েছে।

রাজীব সিনহাই নতুন নির্বাচন কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ অবশেষে নতুন কমিশনার পাচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাই হচ্ছেন নতুন নির্বাচন কমিশনার। টালবাহানার পর অবশেষে সেই নামেই রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। রাজভবন থেকে ফাইল পাঠানো হচ্ছে নবান্নে। প্রাক্তন কমিশনার সৌরভ দাসের মেয়াদ শেষ হয় সম্প্রতি। তারপর থেকে ওই আসন ফাঁকা ছিল। রাজভবনে নাম পাঠানো হলেও তাতে অনুমোদন মেলেনি। এই নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, নবান্নের তরফে কমিশনার পদের জন্য প্রথম পছন্দই ছিল রাজীব সিনহা। প্রথমেই তাঁর নাম পাঠানো হয়েছিল রাজভবনে। এরপর রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস দ্বিতীয় নাম চেয়ে পাঠান। রাজ্য এ আর বর্ধনের নাম পাঠিয়েছিল। এরপর তৃতীয় নাম চাওয়া হয়। সেই নাম পাঠানো হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। কেন কমিশনার পদের নাম নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা চলছে, তা প্রশ্ন তোলেন মমতা। তাঁর দাবি, এমন পরিস্থিতি আগে কখনও তৈরি হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর খুব বেশি দেরি নেই। তাই এই পদপূরণ হওয়া জরুরি ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন মমতা। অতীতে মুখ্যসচিব পদে দায়িত্ব সামলেছেন আইএএস রাজীব সিনহা। কোভিড-পর্বে তাঁর ভূমিকার প্রশংসাও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর মুখ্যসচিব হয়েছিলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরও তিনদিন তপ্ত থাকবে বাংলা, রবিবার স্বস্তির বৃষ্টির সম্ভাবনা একাধিক জেলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ ১০ জুন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে গোটা রাজ্যে। পশ্চিমের জেলাগুলির পাশাপাশি তাপপ্রবাহ চলছে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতেও। কোথাও কোথাও পারা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁইছুঁই। এই অসহ্য গরমের মধ্যে কিছুটা সুখবর। রবিবার থেকে হাওয়াবদলের আশা, শুরু হয়ে যাবে প্রাকবর্ষার বৃষ্টি। এমনই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ৯ জেলায় বৃষ্টির আশা রয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে কলকাতাও। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের সব জেলাতেই। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে। তবে কি দেরিতে হলেও বর্ষা আসছে উত্তরবঙ্গে? আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কেরলে বর্ষা চলে আসবে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে উত্তর-পূর্ব ভারতেও। শনিবারের পর উত্তরবঙ্গে বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে দক্ষিণবঙ্গে কী হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের ১৩ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও গরমের অস্বস্তি থাকবে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই আবার আরব সাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়' ঘূর্ণিঝড়ের কারণেও বাংলায় বেশ খানিকটা দেরিতে ঢুকবে বর্ষা এ কথা আগেই জানিয়েছিল আবহাওয়া দফতর। অন্যান্য বছর জুনের শুরুতেই কেরলে ঢুকে যায় বর্ষা। এবার তাতে খানিক দেরি হচ্ছে। এর পিছনেও অবশ্য অনেকেই 'বিপর্যয়'কে দায়ী করছেন। এদিকে বাংলায় রবিবার থেকে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও চলতি সপ্তাহে তপ্তই থাকবে বাংলা। বৃহস্পতিবার ৯ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার-শনিবার ১৩ জেলায় থাকছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। আগামী রবিবারও পশ্চিমাঞ্চলের ৪ জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। রবিবারের পর থেকে হাওয়া-বদলের আশা এই জেলাগুলিতে। শনিবারের পর উত্তরবঙ্গে বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার উত্তরবঙ্গের ৫ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৫ জেলার তালিকায় রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার। রবিবার বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায়। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতাতেও। তার আগেও বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।

আবার রেল দুর্ঘটনা! ১৫টি বগি ছিটকে পড়ল, উপড়ে গেল লাইন

বেঙ্গালুরু, ৭ জুনঃ করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ফের রেল দুর্ঘটনা! এবার লাইনচ্যুত মালগাড়ি। প্রায় ১৫টি বগি নেমে গেল লাইন থেকে। বেঙ্গালুরু থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা হয়েছিল সেই মালগাড়ি। সিংরা খালিহা স্টেশনের কাছে ১৫টি কোচ লাইনচ্যুত হয়। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনার ৬ দিনের মাথায় ফের মালগাড়ি লাইনচ্যুত হওয়ায় রেলের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠে গেল। এদিন সেই মালগাড়ির একের পর এক কোচ উল্টে যায়। উপড়ে যায় রেল লাইন। স্থানীয়রা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। অনেকেই সেই উল্টে যাওয়া মালগাড়ির সামনে ছবি, সেলফি তুলতে থাকেন। রেলের তরফে এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনা নিয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

বালেশ্বরে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নিতে জীবিত স্বামীকে মৃত বানালেন স্ত্রী

কটক, ৭ জুনঃ ওড়িশার বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই শতাধিক যাত্রী। দুর্ঘটনায় মৃত এবং আহত যাত্রীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছে রেল। সেই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য এক মহিলা নিজের জীবিত স্বামীকে মৃত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন। ওই মহিলা দাবি করেছিলেন, ২ জুন বালেশ্বরের বাহানগায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্বামীর। এমনকি হাসপাতালে গিয়ে এক মৃত ব্যক্তিকে নিজের স্বামী হিসাবে শনাক্তও করেছিলেন তিনি। নথিতে জালিয়াতিও করেছিলেন। কিন্তু জাল নথি ধরা পড়ে যায়। তা জানতে পেরে ওই মহিলার স্বামী তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন। এই ঘটনা সামনে আসার পর থেকেই পলাতক ওই মহিলা। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মহিলার বাড়ি ওড়িশার কটক জেলায়। ওড়িশার কটক জেলার মানিয়াবন্দার বাসিন্দা গীতাঞ্জলি দত্ত। তাঁর স্বামী বিজয় দত্ত। ২ জুন বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় বিজয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন গীতাঞ্জলি। এমনকি যে হাসপাতালে দুর্ঘটনায় মৃতদের দেহ ছিল, সেখানে গিয়ে একটি দেহকে নিজের স্বামীর দেহ বলে শনাক্ত করেছিলেন গীতাঞ্জলি। একটি ভুয়ো আধার কার্ডও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশি নথি যাচাইয়ের সময় তা ধরা পড়ে যায়। ইতিমধ্যেই বিজয়ও জানতে পারেন ঘটনার কথা। এর পর বিজয় নিজের স্ত্রী গীতাঞ্জলির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এবং পুলিশের কাছে কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। এই ঘটনা নিয়ে বিজয় নামের ওই

ব্যক্তি বলেছেন, ''আমি লজ্জিত। এই ধরনের মহিলার থেকে সাবধানে থাকার কথা আমি সবাইকে বলব। আমি মামলা দায়ের করেছি। এবং কঠোর শাস্তির দাবি করেছি।'' জানা গিয়েছে, গীতাঞ্জলি ও বিজয় গত ১৩ বছর ধরে আলাদা থাকেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের স্বামীকে মৃত দেখিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা ও বিমার টাকা হাতানোর পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে মৃতদেহ একটা, এদিকে দাবিদার দুই-তিনজন। সকলেরই দাবি, এই দেহ তাঁর আত্মীয়ের। দুর্ঘটনায় যেহেতু দেহগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং পচন ধরতেও শুরু করেছে, তাই খালি চোখে দেখে দেহ শনাক্ত করা কঠিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এক দেহের দাবিদার তিনজন কী করে হতে পারেন। অন্য কারোর হাতেই বা দেহ চলে যাচ্ছে কী করে? জানা গিয়েছে, ক্ষতিপূরণের লোভেই এই কাজ করছেন অনেকে। রেল মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রীর তহবিল, ওড়িশা সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় মৃতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। লক্ষাধিক টাকার ক্ষতিপূরণ হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই অনেকে মৃতদেহগুলি নিজের পরিবারের সদস্য বলে দাবি করছেন। ক্ষতিপূরণের লোভে একজনের দেহ অন্য কেউ নিয়ে চলে যাচ্ছে, সেই অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ভুবনেশ্বর এইমসের ডিরেক্টর আশুতোষ বিশ্বাস। তিনি জানিয়েছেন, এই ধরনের অভিযোগ এসেছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা শিক্ষায় অনেকটাই এগিয়ে গেছেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,৭ জুন ঃ ত্রিপুরা শিক্ষায় অনেকটাই এগিয়ে গেছে। রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আজ সচিবালয়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার বেশ কয়েকটি বনেদী স্কুল বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় চলে গিয়েছে। তাতে এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে নতুন স্কুলগুলি প্রাধান্য পেয়েছে।এদিন তিনি ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাদের ফলাফলে গোটা ত্রিপুরার মানুষ খুশি হয়েছেন। তাঁর পরামর্শ, ভালো ফলাফলের পাশাপাশি সমাজে ভালো নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কৃতি ছাত্রছাত্রীরা সারা দেশের কাছে ত্রিপুরার নাম উজ্বল করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।তাঁর দাবি, উচ্চ শিক্ষার জন্য ত্রিপুরার বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির পড়াশোনা গুনগত মান আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালু করে সরকার ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে।

মোদী সরকার নয় বছরে গরিবদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, অভিযোগ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ঃ মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, নয় বছরের শাসনকালে এই সরকার ধনীদের সাহায্য করেছে এবং শুধুমাত্র দরিদ্রদের প্রতারণা করেছে। তিনি একে মোদী সরকারের 'মিত্র কাল' শব্দের সাথে ছন্দিত করে বলেন, এখন মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে এই সময়কালে কেবল কোটিপতি বন্ধুদের উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের 'আছে দিন' স্লোগান ছিল ধনী-গরিবের মধ্যে পার্থক্য।গেল।খাড়গে বলেন, এটা মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি যে গত ৯ বছরে 'মিত্র কাল' ধনীরা অনেক উপহার পেয়েছেন এবং গরীবরা কেবল বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন।

বুধবারেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও বুধবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা রযেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৬ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭২ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।বুধবার ইন্ডিযান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নামখানা ব্লকে লাগানো হলো বেশ কয়েকশো চারা গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানাঃবিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হলো সুন্দরবন। যেখানে প্রায় ৫০ লক্ষের ও বেশী মানুষের বসবাস রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মাথায় নিয়ে জনজাতিরা বসবাস করে এই বৃহৎ সুন্দরবনে। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনে সুন্দরবনকে রক্ষার জন্যই হাতে হাত লাগিয়ে বেশ কয়েকশ চারা গাছ লাগাল টাটা এনওয়াইকে শিপিং। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষখাল এরিয়াতে এই চারা গাছ লাগানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাটা এনওয়াইকে শিপিং এর সিনিয়র ম্যানেজার বিজয় দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দেবী গুহ, মানব আইচ, পঙ্কজ ত্রিবেদী, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের দেবনগর মোক্ষদা দিন্দা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালযের শিক্ষক শান্তনু রয়, পলাশ কুমার, অতনু রায়, সুতনু রায়, মধুসূদন বাগ, প্রবীর পাঁজা সহ স্থানিয় বাসিন্দারা।এই প্রসঙ্গে দেবী গুহ বলেন, 'সকলের কাছে একটাই বার্তা পরিবেশকে দূষিত না করে গাছপালা না কেটে আমরা আরো বেশি বেশি করে গাছ লাগাব। এবং এই পরিবেশের ভারসাম্যটা যাতে করে মেনটেন করতে পারি সেই দিকে সবাইকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। গাছ আমাদের বন্ধু। তাই আমরা প্রত্যেকে যদি গাছ লাগাই তাহলে আমাদের এই বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে এই পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে।' প্রাকৃতিক ঝড়ঝঞ্ঝার পাশাপাশি জীবন বিপন্ন করে জীবীকা নির্বাহ করতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। একদিকে ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর ভয় আবার অন্যদিকে রয়েছে নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবনের আশাঙ্কাও। এতো কিছুর মধ্যেও প্রতিনিয়ত লড়াই করে বেঁচে রয়েছেন বৃহত্তম এই ব-দ্বীপের বাসিন্দারা।এরই মধ্যে গত ২০০৯ সালের ২৫ মে ভয়ঙ্কর আয়লার ঝাপটায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল সুন্দরবনের জনপদ। পাশাপাশি ২০১৯ এর ২ মে সামান্য দাপট দেখিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করেছিল ফণী। আবার ২০১৯ এর ৮ নভেম্বর বুলবুল কোনো বাধা না মেনে সজোরে দাপট দেখিয়ে হানা দিয়েছিল সুন্দরবনে। ফলে বাড়িঘর থেকে শুরু করে গাছপালা ভেঙে ধুলিস্যাত করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে দিয়েছিল। বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে সমগ্র সুন্দরবন। বলতে গেলে সেইসব ক্ষত এখনও অবধি শুকায়নি। এতো সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সু ন্দরবন বাসীদের একটাই বার্তা আরো বেশি বেশি করে আমাদের এই সুন্দরবনে গাছ লাগিয়ে সুন্দরবনটাকে মানচিত্রের মধ্যে ধরে রাখা।এই প্রসঙ্গে দেবনগর মোক্ষদা দিন্দা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শান্তনু রায় বলেন,প্রতিবছরের ন্যায় এই দিনটিকে স্পেশালি বেছে নিই গাছ লাগানোর জন্য। গত বছর আমরা আরো বেশি গাছ লাগিয়েছিলাম।এই বছর আমরা টাটা এনওয়াইকে শিপিং আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং আমার মনে হয় গাছ লাগানো একটা গুরুত্বপূর্ণ ইসু হওয়া উচিত। আমরা দেখছি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সু ন্দরবনের প্রতিনিয়ত ছোট বড় গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু তার ফল হাতে নাতে পাচ্ছি। 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' যার ফলে ক্রমশ টেম্পারেচার বেড়েই চলেছে। একে রোধ করার জন্য আমাদের সবুজায়নের পথে হাঁটা উচিত। আমরা এই নিয়ে ৫০ হাজারের মতো গাছ লাগিয়েছি। নতুন প্রজন্মের কাছে একটাই বার্তা যে আমরা প্রত্যেকে দুটো করে গাছ লাগাব। এবং তাকে পরিচর্যা করব। উল্লেখ্য এর সঙ্গে 'আলোয় ফেরা' ট্রাস্টও হাতে হাত লাগিয়ে সুন্দরবনের সবুজায়নের বার্তা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের এই সামাজিক কাজকর্ম করেই চলেছে। এদিন কাকদ্বীপে প্রায় দেড় হাজারের উপর নারকেলের চারা বিতরণ করেছে।

চক গোবিন্দ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বিরুদ্ধে টাকা তচরূপের অভিযোগ

রবিন মন্ডল, হুগলি, ৭ জুন ঃ আবারও অভিযোগ উঠল হুগলির সিঙ্গর খাসের চক, চক গোবিন্দ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির বিরুদ্ধে। এই সমিতির লক্ষ লক্ষ টাকা তচরূপ করার অভিযোগ উঠেছে এই সমিতির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমবাযে গ্রাহকদের অভিযোগ তাদের গচ্ছিত লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপ করেছে এই সমবায় সমিত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের সামনে গ্রাহকরা এক এক করে হাজির হন গ্রাহকরা অভিযোগ সমবায়ে টাকার রাখলেও দীর্ঘদিন তারা টাকা তুলতে পারছেন । না তাই তারা আজ আন্দোলন শুরু করে সেখানে হাজির হন কেন্দ্রর সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়তিনি বলেন টাকা যারা আত্মসাৎ করেছে, তাদের গলায পা দিয়ে টাকা আদায়করা হবে । লকেট চট্টোপাধ্যায়তাদেরকে বলেন টাকা ফেরত না পেলে বড় ধরনের আন্দোলনে শুরু হবে। টাকা উদ্ধার না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। যারা এই টাকা আত্মসাৎ করেছে তাদের গলায পা দিয়ে এই টাকা উদ্ধার করা হবে। গ্রাহকদের অভিযোগ। কেউ বলছে, আমার মেযে বিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম। কেউবা বলছে আমার মেয়ে পড়াশোনা করার জন্য টাকা রেখেছিল। কিন্তু এখন আমরা সেই টাকা ফেরত পাচ্ছিনা। কেশিযারের কাছে গেলে বলে, ম্যানেজারের কাছে যাও। ম্যানেজারের কাছে গেলে বলে ক্যাশিযারের কাছে যাও। এই ভাবেই চালিযে যাচ্ছে দীর্ঘদিন । টাকা না পাওয়ার ফলে আমরা আজ আন্দোলনে নেমেছি।

৩-হাজারের নীচে নামল সক্রিয় রোগী কোভিড সংক্রমণও নিম্নমুখী, মৃত্যু হয়নি একজনেরও

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২১৪ জন, এই সময়ে দেশে একজনেরও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,৮৩১-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৮৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৭,৩৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ জুন সারা দিনে ভারতে ৯১,৪৯৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সূর্যমুখী বীজের এমএসপি-র দাবিতে কৃষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত কুরুক্ষেত্রে, কেন্দ্রকে তোপ রণদীপের

কুরুক্ষেত্র, ৭ জুন ঃ সূর্যমুখী বীজের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-র দাবিতে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের শাহবাদে কৃষকদের বিক্ষোভ অব্যাহত। বুধবারও বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অবস্থান বিক্ষোভরত কৃষকরা। এদিন কৃষকদের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা বলেছেন এসডিএম কপিল কুমার। কৃষকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি। এসডিএম বলেন, তাঁরা বলছেন গুরনাম সিং চারুনিকে তাঁদের মধ্যে আনতে হবে এবং তাঁদের পণ্যগুলি এমএসপি-তে সংগ্রহ করতে হবে।এদিকে, এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা। সুরজেওয়ালা এদিন বলেছেন, মোদীজি বলেছিলেন এমএসপি আইন আনা হবে, সেটা কোথায়? এমএসপি আইন নেই অথবা কৃষকরা এমএসপি পাচ্ছেন না। কৃষকরা প্রতিবাদ করলেই কী লাঠিচার্জ করা হয়? সরকার ও পুলিশ কি শুধু কৃষকদের মারধর এবং তাঁদের অসম্মান করার জন্য কাজ করে?সূর্যমুখী বীজের এমএসপি-র দাবিতে বিক্ষোভরত কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দর হুডা বলেছেন, সংসদের আসন্ন অধিবেশনে আমরা বিষয়টি উত্থাপন করব। 'জয় জওয়ান,জয় কিষাণ' স্লোগান এখন 'মরে কিষাণ, পিটে কিষাণ, জয় ধনওয়ান'।

দারিদ্রতাকে নিত্যসঙ্গী করে উচ্চ মাধ্যমিকে বাজিমাত পাথারকান্দির ভাস্করের

পাথারকান্দি (অসম), ৭ জুন ঃ আর্থিক দুরাবস্থাকে নিত্যসঙ্গী করে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাজিমাত করল পাথারকান্দির মেধাবী ছাত্র ভাস্কর নাথ। তার বাড়ি স্থানীয় মধুরবন্দ গ্রামে। এবারের উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় সে পাথারকান্দি কমরুল হক জুনিয়র কলেজ থেকে স্টার মার্ক সহ চারটি বিষয়ে লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।তার প্রাপ্ত নম্বর চার'শ দশ। শতকরা হার আশি শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভাস্করের বাবা বিদ্যুৎ নাথ একজন দিনমজুর। মা শুভ্রারানী নাথ গৃহিনী।মেধাবী ভাস্কর পড়াশুনার খরচ বহন করতে সময়ে সময়ে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পাকার কাজ ছাড়াও বাজারে শাক সবজি লতা পাতা ইত্যাদি বিক্রি করত। বাবা দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে দুই ছেলে দুই মেয়ে স্ত্রী সহ ছয় জনের পরিবারকে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিপালন সহ ছেলেমেয়ের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন।উনার অন্য সন্তানরাও লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট করে আসছে।এমন সাফল্যে বেজায় খুশি মা-বাবা,ভাই-বোন,কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মহল ।উল্লেখ্য এবারের মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় একইভাবে ভাস্করের ছোটভাই সুব্রত নাথও নজরকাড়া ফলাফল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

পাকিস্তান ভাঙবেই, কেবল সময়ের অপেক্ষা, দাবি অভিজ্ঞ রাজনীতিকের

কলকাতা, ৭ জুন ঃপাকিস্তান ভাঙবেই। কেবল সময়ের অপেক্ষা। পাকিস্তানের এই দশায় সুবিধা হচ্ছে কাশ্মীরে শান্তি স্থাপনের কাজ। এই মন্তব্য করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি-র সর্বভারতীয় কর্মপরিষদের সদস্য কবীন্দর গুপ্ত। তাঁর দাবি, পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ভারতের নিয়ন্ত্রণে আসবে।অভিযোগ ওঠে, কাশ্মীরে শান্তি ফিরছে না! ভারত জোর করে নাকি স্থানীয় বাসিন্দাদের কন্ঠরোধ করে রেখেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে কবীন্দরবাবু ' হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, কিছুকাল আগে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গেলে তাঁকে স্থানীয় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা কালো পতাকা দেখিয়ে ' গো ব্যাক' ধ্বনি দিয়েছিল। একটা চরম অস্থিরতা চলছে ওদেশে। সিন্ধ, করাচি, বালুচিস্তান- সব ভেঙে যাচ্ছে। ওই দেশ শাসন করছে সরকার, সেনা, আইএসআই- তিন পক্ষ। পাকিস্তান ভেঙে যাবে। তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।কবীন্দরবাবু বলেন, কাশ্মীরে ২১ মে থেকে তিন দিনের ' টোয়েন্টি ' সম্মেলনে ৪০টি দেশের বেশ কয়েকশো প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাঁরা দেখে গিয়েছেন কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলা হয়, তার ভিত্তি নেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বহুকাল আগেই বলেছিলেন কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাধীনতার পর সর্দার প্যাটেল বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলোকে ভারতের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। কাশ্মীর নিয়ে পৃথক চুক্তি করে ঝামেলা বাঁধিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। যার মাশুল আমাদের নানাভাবে গুনতে হয়েছে।প্রসঙ্গত, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) রাজধানী মুজাফ্‌ফরাবাদ। ১০ জেলা রয়েছে পিওকে-তে। রয়েছে ৩৩ তেহশিল এবং ১৮২টি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাউন্সিল। ১৩,৩০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত পাক অধিকৃত কাশ্মীর। এর মোট জনসংখ্যা ৫২ লাখ। ভারতীয় কাশ্মীরের পূর্ব অংশ, পাকিস্তানের পঞ্জাব, আফগানিস্তানের ওয়াখান কোরিডর এবং চিনের শিনজিয়াং অঞ্চলের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে পাক অধিকৃত কাশ্মীর।পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিজস্ব প্রেসিডেন্ট রয়েছে। মন্ত্রিগোষ্ঠীর সমর্থিত চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম মাসুদ খান। সিইও তথা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন পিএমএল-এন দলের রাজা ফারুখ হায়দার। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিজস্ব বিধানসভা রয়েছে। স্বশাসিত বিধানসভা থাকলেও পাকিস্তান সরকারই তা নিয়ন্ত্রণ করে। পাকিস্তানের সেন্ট্রাল বোর্ড নয়, বরং আজাদ জম্মু-কাশ্মীর কাউন্সিলই প্রদেশের বাজেট ও রাজস্ব সম্পর্কিত বিষয় দেখভাল করে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন আজম খান।কবীন্দরবাবু বলেন, পুরো কাশ্মীর আমাদের- লোকসভায় এই প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে। ' হামারা হ্যায়, সারেকা সারা'। পিওকে-ও আমাদের হবে। কিন্তু শান্তি ফিরিয়ে আনতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা কতটা পাওয়া যাচ্ছে? পুরসভার তিন বারের প্রাক্তন মেয়র কবীন্দরবাবু জানান, কাশ্মীরে রাজাদের আমল থেকে রক্ষী হিসাবে এখানে গোর্খারা আছেন। সাফাইকর্মী হিসাবে আছেন বাল্মিকী সমাজ। ওঁরা এখন স্বীকৃতি পেয়েছেন। জমি কিনতে পারেন। ১৫ বছর থাকেই ' সুযোগ দিচ্ছি আমরা। মানুষ এখন শান্তি ধরে রাখতে চাইছে। বুঝতে পারছে, পর্যটন হোকবা পশুপালন, শীতবস্ত্র-শান্তি স্থায়ী না হলে শিল্প হবে না।

সুরিনামে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়রা সমস্ত ক্ষেত্রে পারদর্শীঃরাষ্ট্রপতি মুর্মু

পরমারিবো, ৭ জুন ঃ সুরিনামে বসবাসরত প্রবাসী ভারতীয়রা সমস্ত ক্ষেত্রেই পারদর্শী। সুরিনামের রাজধানী পরমারিবোতে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় এ কথা বলেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, আমি অত্যন্ত খুশি যে, সুরিনামের প্রবাসী ভারতীয়রা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই পারদর্শী।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সুরিনামে তাঁর সফর শেষ করে সার্বিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। সাবিয়ার রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার ভুসিচের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৯ জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সফরে সার্বিয়ায় থাকবেন।

পিএসিএস-কে প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ঃ প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিকে (পিএসিএস)সারা দেশে দুহাজার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদি বলেন, এটি আমাদের সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার যে এমনকি সবচেয়ে দামি ওষুধও সারা দেশে কম দামে পাওয়া উচিত।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের টুইটের জবাবে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার টুইটে লিখেছেন, এটি আমাদের সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি যে এমনকি সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওষুধও সারা দেশে সর্বনিম্ন মূল্যে পাওয়া উচিত। আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি যে সমবায় খাতের এই বড় উদ্যোগ গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলবে।প্রসঙ্গত, এর আগে, অমিত শাহ টুইট করেন, আজকে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সমবায় খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার কারণে এখন পিএসিএস, প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্রও খোলা হবে। এতে পিএসিএস-এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আয় বাড়বে এবং গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষ কম খরচে ওষুধ পেতে সক্ষম হবে। সমবায় খাতের ক্ষমতাযনের মাধ্যমে মোদী সরকার এর সাথে যুক্ত কোটি কোটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে।

জব্বলপুরে মালগাড়ির এলপিজি রেকের দুটি ওয়াগন লাইনচ্যুত, প্রভাবিত হয়নি রেল পরিষেবা

জব্বলপুর, ৭ জুন ঃফের দুর্ঘটনার কবলে ভারতীয় রেল! এবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি মালগাড়ি। গত মঙ্গলবার রাতে জব্বলপুরের শাহপুরা ভিটোনিতে বেলাইন হয়ে যায় মালগাড়ির এলপিজি রেকের দুটি ওয়াগন। পশ্চিম মধ্য রেলের সিপিআরও জানিয়েছেন, আনলোডিংয়ের সময় মালগাড়িটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়।এই দুর্ঘটনার জেরে ট্রেন পরিষেবার কোনও প্রভাব পড়েনি। মেইল লাইনে স্বাভাবিকই ছিল ট্রেন পরিষেবা। রেল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ শুরু হয়। পরে ফিটনেস সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। কেন এমনটা হল, তা খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ।

হারিয়ে যাচ্ছে "হাওড়" হেরে যাচ্ছে হাওড়া

অভিজিৎ হাজরা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া ঃ নীম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় হাওড়া জেলার অবস্থান। নদীর নিম্ন ভূমি রূপে নানা Rich Water body সৃষ্টি হয়েছে, সেই ভূমি রূপের আঞ্চলিক ভাষায় নাম হাওড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে আমার গর্বের জেলা হাওড়া। সভ্যতার বিকাশ কোন নদী ,হ্রদ, জল কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের জেলার বিকাশ এই 'হাওড়' কে কেন্দ্র করে। 'হাওড়' - র আশে পাশে গড়ে উঠেছে জীব বৈচিত্র্যের বিকাশ । আর তা আহরণ করতে মানুষের বসতি ,জন বিন্যাস, জীবনী -জীবিকা, উন্নত সংস্কৃতি, সুখী জীবন, সুখী পরিবার। একটা সুন্দর উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ। কিন্তু কালের নিয়মে হারিয়ে যাচ্ছে হাওড়। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে জন বিন্যাস, রোজ চলে যাচ্ছে 'হাওড়' কে ঘিরে জীবিকার সুযোগ। সুখী পরিবার হয়ে যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক। আরো কতো কী? সুস্থ জীবনে রোজ থাবা বসাচ্ছে মারন ব্যাধি। এই সব কিছু থেকে আলোর উৎস সন্ধানে হয়ে গেলো জেলার খুব প্রয়োজনীয় আলোচনা। হারিয়ে যাচ্ছে 'হাওড়' হেরে যাচ্ছে হাওড়া। গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমায় উলুবেড়িয়া ইনস্টিটিউট এন্ড লাইব্রেরি উদ্যোগে হারিয়ে যাচ্ছে ' হাওড় 'হেরে যাচ্ছে হাওড়া শীর্ষক আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানের ভাবনা ও পরিকল্পনা যাঁর তিনি হলেন পরিবেশকর্মী শুভ্রদীপ ঘোষ।উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করলেন সংগীতশিল্পী সঙ্গীতা গিরি।আজকে সভায় পৌরহিত করলেন ডাঃ অনুরাধা ঘোষ।অনুষ্ঠানের তিন বক্তাতপন সাহা (অবসরপ্রাপ্ত, বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী)ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী (বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী, লেখিকা)তিয়াসা আঢ্য (বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্যার গবেষক)তিন বক্তাই স্লাইড শো এর মাধ্যমে উপস্থিত দর্থকদের প্রাণবন্তভাবে বোঝালেন ও সচেতন করলেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বেও যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন। একথা বলাই যায় উপস্থিত প্রত্যেক দর্শক একটা আলাদা উন্মাদনায় এসেছিলেন তাঁরা পরিপূর্ণতা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করলেন উলুবেড়িয়া ইনস্টিটিউট এন্ড লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ দাস মহাশয় ও পরিবেশ কর্মী শুভ্রদীপ ঘোষ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের প্রতি এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শোক জ্ঞাপন করা হয়।অনুষ্ঠান চলাকালীন ছবি আঁকতে থাকলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রণজি রাউত । অবশেষে তিনি ফুটিয়ে তুললেন জীব বৈচিত্রের জলাভূমির গুরুত্বপূর্ণ একটি ছবি। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে দুজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হলরাজদূত সামন্ত (প্রাথমিক শিক্ষক) ও প্রিয়জি খান (পরিবেশ সচেতনতার বার্তাবাহক) মহোদয়দের। এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত স্বনামধন্য মানুষ। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি ডাক্তার অনুরাধা ঘোষ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮জুন বৃহঃবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতে ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮০শতকরা এবং ৩৮-শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার । জোয়ার- সকাল ১১ টা ২০ মিনিট এবং রাত১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যেতে পারে ঃ ৬ টা ১১মিঃ

রাশিফল

মেষরাশিঃহৃদরোগীদের জন্য কফি ছাড়ার পক্ষে এটি সঠিক সময়। পরবর্তী যে কোন ব্যবহার আপনার হার্টে অহেতুক (অপ্রয়োজনীয়) চাপ সৃষ্টি করবে। শুভ দিন হবে

বৃষভ রাশিঃস্বাস্থ্যের সমস্যার জন্য আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর।

মিথুন রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। সংসারে শান্তি হবে

কর্কট রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। শুভদিন

সিংহ রাশিঃঘরে কাজ করার সময় বিশেষ যত্ন নিন। ঘরের কাজের জিনিসগুলির যে কোন অসাবধান ব্যবহার আপনাকে কিছু সমস্যায় ফেলতে পারে। বিবাহের যোগ।

কন্যা রাশিঃআপনার ব্যাধি অসুখীর কারণ হতে পারে। পরিবারে সুখ ফিরিয়ে আনতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। শুভ দিন।

তুলা রাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাহদান করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

বৃশ্চিক রাশিঃআপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। আর্থিক সঞ্চয় হবে আজ।

ধনু রাশিঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে।

মকর রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।শুভদিন।

কুম্ভ রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন।

মীন রাশিঃসাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। অতীতে যে সমস্ত লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তারা আজ সেই বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারে আজকের দিনে

অয়ন শীলের চুঁচুড়ার ফ্ল্যাটে সিবিআই হানা

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ৭ জুন ঃ পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে গোটা রাজ্যজুড়ে তল্লাশিতে সিবিআই। সল্টলেকের নগরোন্নয়ন ভবনের পাশাপাশি রাজ্যের ১৪টি পুরসভার তালিকা তৈরি করে তল্লাশি অভিযানে নেমেছে ১৬ সিবিআই দল। হুগলিতেও চলেছে সিবিআই তল্লাশি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রোমোটার অয়ন শীলের এবিএস ইনফোজোনের অফিসে হানা দেন সিবিআই আধিকারিকরা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'নবজোয়ার যাত্রা' নিয়ে হুগলিতে রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন গোটা জেলাজুড়ে সিবিআইয়ের তৎপরতা বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। চুঁচুড়া জগুদাসপাড়ায় অয়ন শীলের আবাসনে চলছে সিবিআই তল্লাশি, এখানেই ছিল তাঁর অফিস। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে দুটি গাড়িতে করে চার পাঁচ জনের সিবিআই আধিকারীকদের একটি দল সকাল দশটা নাগাদ অয়নের ফ্ল্যাটে ঢোকেন। সদর দরজার তালা খুলে তারা ভেতরে প্রবেশ করেন অফিসাররা। কী কারণে ফের অয়নের ফ্ল্যাটে সিবিআই হানা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, আগেই শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও পুরসভার দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে অয়নের। সেই দুর্নীতির তথ্য নিতেই এই অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। গত ১৮ই মার্চ অয়নের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। দরজার তালা বন্ধ থাকার কারণে এক চাবিওয়ালাকেও ডাকা হয়। অয়নকে ১১ ঘণ্টা জেরার পর তাঁর সল্টলেকের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করে ইডি। ১৯ মার্চ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়নকে গ্রেফতার করে ইডি। অয়ন শীলের সল্টলেকের অফিসেই পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির নথি হাতে আসে ইডির। বুধবার ফের অয়নের ফ্ল্যাটে সিবিআই তল্লাশি চালায় কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আদালতের নির্দেশে এফআইআর দায়ের করে পুরসভায় নিয়োগ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। তবে তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, অয়নের এই চুঁচুড়ার অফিসই হল নিয়োগ দুর্নীতির আঁতুড়ঘর। সেখান থেকে আরও তথ্য উদ্ধারের জন্যই অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। এখন অয়নের ফ্ল্যাট থেকে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায় কি না, সেটাই এখন দেখার। অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল হুগলির বলাগড়। বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচরণ ছিল এই বলাগড়েই। সেখানে শান্তনুর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ পেয়েছিল ইডি। সেই বলাগড়েই সভা অভিষেকের। তারমধ্যে হুগলিতে সিবিআইয়ের এই তৎপরতায় মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছেন অনেকে।

ভয়াবহ স্মৃতিকে সঙ্গী করেই শালিমার থেকে ছুটলো করমণ্ডল এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ অভিশপ্ত দিনের কথা কেউ ভুলতে পারবেনা। ভয়াবহ স্মৃতিকে সঙ্গী করেই বুধবার থেকে শালিমার থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে ছুটবে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বুধবার বিকেল সওয়া ৩টে নাগাদ আবারও শালিমার থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় করমণ্ডল এক্সপ্রেস। দেশবাসীর মনে এখন টাটকা শুক্রবারের দুর্ঘটনা। দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, আগের পথেই চলবে করমণ্ডল এক্সপ্রেস। বাহানগা বাজার স্টেশনের উপর দিয়েও যাবে। গত শুক্রবার এই বাহানগা স্টেশনের কাছেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আপ করমণ্ডল এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনার পর লাইন ও বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। রেলের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সারানো হয়েছে লাইনের যাবতীয় কাজ। তারপর সেই লাইন দিয়ে মালগাড়ি চালিয়েছে রেল। রবিবার রাত ১০টা ৪০ মিনিটে ডাউন লাইনে সেই মালগাড়ি চলে। সোমবার সকালে ওই লাইন দিয়ে ছুটেছে বন্দে ভারত।

চালতাবেড়িয়া থেকে অস্ত্র সহ ধৃত এক পাঠানো হল বারুইপুর আদালতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৭ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় অস্ত্র সহ ধৃত এক ব্যক্তিকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম রহমাতুল্লাহ জমাদার অরফে ঝোড়ো(৪৭)গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়ার তেঁতুলবেড়িয়া এলাকা থেকে অস্ত্রসহ রহমাতুল্লাহ জমাদারকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত রহমাতুল্লাহ জমাদারের বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়ার জমাদার পাড়ায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ওয়ান শাটার ও এক রাউন্ড কার্তুজ। ধৃত রহমাতুল্লাহ জমাদারকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। আর ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ। সে ঠিক কি কারনে বেআইনি অস্ত্র রেখেছিল। আর কি কি কাজে এই বেআইনি অস্ত্র ব্যবহার করেছে তা জানতে চায় পুলিশ। আর এই অস্ত্র উদ্ধার পঞ্চায়েত ভোটের আগে জয়নগর থানার পুলিশের কাছে এটা বড়সড় সাফল্য বলে মনে করছেন অনেকে।

বিধি ভেঙে রেল দুর্ঘটনায় হতাহত পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা, সরব শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেনের ভয়াবহ দুর্ঘটনার রেশের মধ্যেই বুধবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুর্ঘটনায় হতাহত পরিবারগুলিকে ডেকেছে রাজ্য সরকার। সরকারি ওই অনুষ্ঠান থেকেই মমতা ব্যানার্জি দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে আর্থিক সহায়তা দেবেন। কিন্তু রেল দুর্ঘটনায় হতাহত পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার এই কর্মসূচির জন্য টাকা খরচ করা হবে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে। নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের টাকায় ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতের পরিবারকে রাজ্য সরকারের এই আর্থিক সহায়তা নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার তিনি সংশ্লিষ্ট একাধিক ছবি যুক্ত করে টুইটারে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের তহবিল থেকে করোমন্ডেল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। সহজ কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিল্ডিং এবং অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য অর্থ ছিনিয়ে নিচ্ছে, মঞ্চে ফটো তুলে জনহিতৈষী সাজবেন। তিনি বগটুইতেও একই কাজ করেছিলেন। সেখানে তিনি বীরভূম গণহত্যার শিকারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য মিড ডে মিলের তহবিল ব্যবহার করেছিলেন, যেখানে মহিলা ও শিশুদের তার দলের লোকেরা জীবন্ত পুড়িয়েছিল। বিরোধীদের দাবি, রেলের গাফিলতিতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর এরাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির হাল কতটা নিম্নগামী সেই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই নড়েচড়ে বসে রাজ্য সরকার। রাজ্যে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু ও আহত হওয়ার মিছিল দেখে তড়িঘড়ি আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ঘটনার পর এক দফা ঘুরে আসার পর মঙ্গলবার আবার ভুবনেশ্বর ও কটকের হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আবার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাঁর দুর্ঘটনার হতাহতদের পরিবারকে নিয়ে কর্মসূচি রেখেছেন। সেই ঘোষণার তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের সহায়তা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় ছিল, দুর্ঘটনায় আহত না হলেও আতঙ্কগ্রস্ত যাত্রীদের ১০ হাজার টাকা এককালীন অর্থ সাহায্যের পাশপাশি আগামী তিন মাস ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এখন সরকার ঠিক করছে, যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা কাজের সন্ধানে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রান্ট লেবার ওয়েলফেয়ার বোর্ড আলাদাভাবে এই খরচ বহন করবে বলে ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু বিপুল এই আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত চাপতে চলেছে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের ওপরই।

মৃত ব্যক্তির কার্ডে রেশন তোলা নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ মৃত ব্যক্তির কার্ডে রেশন তুলে কী করে তা বাজারে বিক্রি করা সম্ভব, প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। বুধবার রেশন দুর্নীতি মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি বলেন, এটা সামাজিক অপরাধ। বুধবার এই ঘটনায় জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে ৩ দিনের মধ্যে তার তথ্য আদালতে পেশ করতে হবে জেলাশাসককে। নদিয়ার শান্তিপুরের গয়েশপুর এলাকায় রেশন দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে এক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে। হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন ওই এলাকার এক বাসিন্দা। তাঁর অভিযোগ, অনেক মৃত ব্যক্তির নামে রেশন তুলে খোলা বাজারে বিক্রি করেন ডিলার। আদালতে প্রমাণ হয়, বেআইনি ভাবে ৭৩ জন মৃতের নামে দিনের পর দিন রেশন

তুলতেন ওই ডিলার। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসককে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট। নদিয়ার শান্তিপুরে রেশন দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে আগেই তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়। তারই শুনানিতে বিচারপতি বলেন, আদালতে হাজিরা দেওয়ার পরও জেলাশাসক গয়ংগচ্ছ মনোভাব দেখাচ্ছেন। ডিলারের দোষ পাওয়া গেল, আর তাঁকে সাসপেন্ড করা হল। সেটা কোনও শাস্তিই নয়। আদালতের প্রশ্ন, কেন জেলা প্রশাসন আর কোনও পদক্ষেপ করেনি। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলার গয়েশপুরের আমিরুল ইসলাম মণ্ডল মৃত ৭৩ জনের কার্ডে মাল তুলে তা খোলা বাজারে বিক্রি করতেন। অভিযোগ জানানোর পরেও পদক্ষেপ না করায়. জেলাশাসককে আদালতে হাজিরা দিতে হয়.২০২০ সালে। তার পরেও মাত্র ৪২ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়. ওই ডিলারকে। অথচ হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, প্রয়োজনে ওই ডিলারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু সে সব কিছুই হয়নি। বুধবার এই মামলার শুনানিতে আদালতের নির্দেশ, আগামী শুক্রবার জেলাশাসককে ওই ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত যাবতীয়. নথি আদালতে পেশ করতে হবে।

প্রার্থী বাছাইয়ের ভোটে ব্যালট পেপার জেরক্স করে ভোট দেওয়ার অভিযোগ

বনস্পতি দে, আরামবাগ, ৭ জুন ঃ প্রকাশ্যে এসেছে শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কোন্দল রুখতে কড়া বার্তাও দিয়েছেন। কিন্তু দলের নিচুতলার কর্মীরা যে সে কথা কানে তুলছেন না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য জেলায়-জেলায় চলছে ভোটাভুটি। কিন্তু দলীয় নির্বাচনেও ছাপ্পা, ব্যালট বক্স ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রকাশ্যে এসেছে শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কোন্দল রুখলে কড়া বার্তাও দিয়েছেন। কিন্তু দলের নিচুতলার কর্মীরা যে সে কথা কানে তুলছেন না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল আরামবাগে। সেখানে ব্যালট পেপার জেরক্স করে ভোট দিতে এসে দলেই প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে ধরা পড়লেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। এই ফের

ক্ষোভ প্রকাশ্যে। আরামবাগের কালিপুর স্টেডিয়াম। সেখানে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নব জোয়ার' কর্মসূচি। আর কর্মসূচির পর চলছিল পঞ্চায়েত ভোটের পছন্দের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ। অভিযোগ, ওই এলাকার স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা এক অঞ্চল সভাপতি তাঁর মনোনিত ভোটারদের নিয়ে ভোট দিতে আসেন। তখনই বাধে গণ্ডগোল। অভিযোগ, কয়েকজন ব্যালট পেপার জেরক্স করে আনেন এবং ভোট দেওয়ার চেষ্টা করলে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। এই নিয়ে বাধে উত্তেজনা। তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতিকে ক্ষোভের কথা জানাতে থাকেন দলীয় কর্মীরা। যদিও, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাধিপতি জানান, আমাদের একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে তা মিটে গিয়েছে।

হাওড়ায় হানা দিল আয়কর বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুন ঃ উত্তর হাওড়ায় ব্যবসায়ী দুই ভাইয়ের বাড়িতে হানা দিল আয়কর বিভাগ। উত্তর হাওড়ার ঘুসুড়িতে কালীতলা মোড়ে বুধবার সকালে ব্যবসায়ীর বাড়িতে আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা হানা দেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ী. দুই ভাইয়ের বাড়িতে হানা দেন তাঁরা। ৬-৭ জনের একটি দল বুধবার সকালে এসে উপস্থিত হন ওই বাড়িতে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তলাশি। ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয় বলে সূত্রের খবর।

শম্ভুনগরে দুই গোষ্ঠীর সংঘষ

দুরন্ত বার্তা, গোসাবা, ৭ জুন ঃ এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার শম্ভুনগরে। ঘটনায় আহত হয়েছেন উভয়পক্ষের দুজন। মঙ্গলবার রাতে গোসাবা থানার অন্তর্গত শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাউখালীতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আহত হন উপপ্রধান দুলাল দাস ও তৃনমূল কর্মী হরিশ চন্দ্র দাস। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। আহতদেরকে প্রথমে গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দুলাল দাস পঞ্চায়েত প্রধান বরুণ প্রামানিকের অনুগামী, অপরদিকে হরিশ চন্দ্র দাস শম্ভুনগর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি পরিতোষ হালদারের অনুগামী। মঙ্গলবার রাতে ঝাউখালীতে দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার পথে হরিশ চন্দ্রকে রাস্তায় পথ আটকে বেধড়ক মারধোর করে উপপ্রধান ও তাঁর অনুগামীরা, এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় সে। তাঁর মাথায় ও চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। পাল্টা উপ প্রধানের অভিযোগ একটি পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে এলাকায় গন্ডগোল হলে তিনি ঠেকাতে গেলে তাঁকে মারধোর করে অঞ্চল সভাপতির লোকজন।

অস্বস্তিকর গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে পারদ চড়ছে তিলোত্তমায়, পূর্বাভাস নেই বৃষ্টির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা, আর সেই সময় থেকেই সূর্যের প্রখর তেজ। সূর্য অস্ত গেলেও শান্তি নেই। রাতেও গরম বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরে এমনই প্যাচপেচে গরমে হিমশিম খাচ্ছে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ। দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গে এই অবস্থা! আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি সপ্তাহে দাবদাহে পুড়বে গোটা পশ্চিমবঙ্গ। আগামী শনিবার পর্যন্ত হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের দু'একটি জায়গায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরের জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। শনিবার পর্যন্ত দুই

দিনাজপুর, মালদহের দু'একটি জায়গায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতায় তাপপ্রবাহের কোনও সতর্কতা নেই। তবে শহরে গরম বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে বজায় থাকবে অস্বস্তি ভাবও। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েকদিন এভাবেই তাপমাত্রা বাড়তে পারে তিলোত্তমায়।

প্রবীণ জনসংখ্যার ভবিষ্যত ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতায় জোর 'জাগৃতি ধাম'-এর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ 'ইনফিনিটি গ্রুপ'-এর অন্যতম প্রয়াস 'জাগৃতি ধাম'-এর পক্ষ থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ আলোচনা বৈঠক, যেখানে তুলে ধরা হয় ভারতে বর্ধিত বার্ধক্য জনসংখ্যার ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যার বিষয়ে. যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজনীয় দিকগুলি। এই আলোচনা সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ইনফিনিটি গ্রুপের মার্কেটিং বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট অনিন্দ্য দাস। বৈঠকে বার্ধক্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট অফ জেরোণ্টোলজির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ডাঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী । এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কনসাল্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট চিত্রাঙ্কনা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি কেবলমাত্র প্রবীণদের শারীরিক সুস্থতাই নয়, বরং মনস্তাত্বিক সুস্থতার বিষয়টির ওপরও জোর দেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অ্যালজাইমার্স অ্যান্ড রিলেটেড ডিসঅর্ডার্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার, কলকাতা চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি জেনারেল নীলাঞ্জনা মৌলিক। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিচর্যাকারীদের মুখোমুখি

হওয়া প্রতিদিনের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়টি। আলোচনা সভার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী উপস্থাপন করেন সিনিয়র সিটিজেনস অ্যাক্ট ২০০৭-এর নানা দিক। সেখানে উঠে আসে প্রবীণদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং বর্ধিত বার্ধক্য জনসংখ্যার ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতনতা, তাঁদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যার বিষয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি। উল্লেখ্য, ইনফিনিটি গ্রুপ-এর হাত ধরে ইতিমধ্যেই পথ চলা শুরু করেছে জাগৃতি ধাম। অন্যান্য 'গ্রিন বিল্ডিং'-এর মতো এই বাসকেন্দ্র এরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়কর। শুধু তাই নয়, জাগৃতি ধাম এ রয়েছে সমস্ত আধুনিক সুযোগসুবিধা এবং ডিমেনশিয়া ও পার্কিনসন্স রোগীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও। এমনকি প্রবীণ আবাসিকদের সুরক্ষার জন্যও এখানে রয়েছে উন্নত প্রযুক্তি ও সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল এর তরফে শংসাপত্র পেয়েছে জাগৃতি ধাম কর্তৃপক্ষ এবং বর্ষীয়ান নাগরিক আবাসকেন্দ্র হিসেবে লাভ করেছে 'সিলভার রেটিং'-ও। সেই নিরিখে পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথম ও সমগ্র ভারতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাগৃতি ধাম। বিশেষজ্ঞদের আলোচনার থেকে স্পষ্ট বর্ধিত বার্ধক্য জনসংখ্যার ভবিষ্যত এবং বয়স্কদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যার বিষয়ে যত্নশীলতার বিষয়টি আগামীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এর জন্য যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলি হল প্রবীণদের যথাযথ পরিচর্যা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বয়সের সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তোলা ছোট ছোট দল, সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থা, আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা এবং অন্যান্য নানা দিক।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দপ্তর গুলির কাছে রিপোর্ট তলব রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীর অভাব অভিযোগ কেন্দ্র গৃভানস সেলে জমা পড়া অভিযোগের নিষ্পত্তি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দপ্তর গুলির কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। মুখ্য সচিব হরি কৃষ্ণ দ্বীবেদির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তৈরি এই কেন্দ্রে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সময় তাদের সমস্যার সমাধান করার আবেদন জানিয়ে কত অভিযোগ জমা দিয়েছেন এবং তার মধ্যে কতগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে আগামী ১৫ জুনের মধ্যে তা বিস্তারিতভাবে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের যে সব মামলা আদালতে চলছে সেগুলি এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে, ক্ষতিপূরণ বাবদ চাকরি, দপ্তর গুলির অডিট রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়েও বিস্তারিতভাবে দপ্তর গুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের স্বাক্ষরিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যাক্তিদের মানবিক প্রকল্পে সাহায্য রাজ্যের

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,৭ জুন ঃ দুয়ারে সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে উননব্বই জনকে রাজ্য সরকারের মানবিক প্রকল্পে সাহায্যের জন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যাক্তিদের শংসাপত্র প্রদান ও এগারো জনকে শিক্ষার্থীকে টুরিষ্ট গাইড শংসাপত্র প্রদান করা হলো শ্যামপুর ১নং বিডিও অফিসে। হাওড়া জেলার অন্যতম দুটি পর্যটন কেন্দ্র আঠান্ন গেট ও গাদিয়াড়া,বহু পর্যটক বিভিন্ন জেলা থেকে আসেন তাদের গাইড করার জন্য পর্যটন দফতরের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়,১১জন প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ১নং বিডিও তন্ময় কার্যী,শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ নাসরিন, কর্মাধ্যক্ষ মন্দিরা মন্ডল, কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত সহ অন্যান্য।

পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি তৈরির অনুমতি দেওয়া নিয়ে ভাবছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ রাজ্য সরকার বাজি তৈরির জন্য বিখ্যাত তামিলনাড়ুর শিবকাশী মডেলে এই রাজ্যেও শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি তৈরির অনুমতি দেওয়ার বিষয় ভাবনা চিন্তা করছে। সম্প্রতি একের পর এক বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ও তার জেরে হতাহতের ঘটনার পরে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা এস স্বরূপের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সম্প্রতি শিবকাশি ঘুরে এসে রাজ্য সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছে তার ভিত্তিতেই এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির নেতৃত্বে আয়োজিত এই সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স এর বৈঠকে বাজি তৈরির ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও সরলিকরণ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে সবাই সহমত হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ন্যাশনাল এনভারমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা নিরি-র শংসাপত্র, অগ্নি নির্বাপন দপ্তর ও জেলা শাসকের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লসিভ সেফটি অর্গানাইজেশন এর ছাড়পত্র থাকতে হবে।

রাজ্যের পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন ও শিক্ষার জন্য ঋণমেলা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,৭ জুন ঃ রাজ্যের পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন ও শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিতরণ নিগমের উদ্যোগে পাঁচ দিন ব্যাপী ঋণমেলা ও স্কলারশিপ প্রদান শুরু হলো উলুবেড়িয়া পৌরসভার মাঠে। বুধবার উলুবেড়িয়া পৌরসভার মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বেলে শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়। পাঁচ দিন ব্যাপী মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৪০৪৩জন সদস্যকে মোট সাত কোটি ছাব্বিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা,৪৩৬জনকে টার্ম লোন হিসেবে তিন কোটি উন্নষত্তর লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে বলে জানা যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পুলক রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলাশাসক শ্রীমতি মুক্তা আর্য, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক শমীক কুমার ঘোষ, উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক ডা, নির্মল মাজী, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি সহ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের প্রতিনিধি মোদাসসার মোল্লা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জেনারেল ম্যানেজার তানিয়া পারভিন প্রমুখ।

সিবিআই অভিযানে ফিরহাদের তোপের প্রতিবাদে শমীক

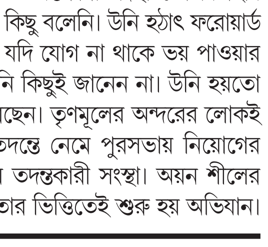

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ একযোগে বিভিন্ন পুর দফতরে সিবিআই অভিযান নিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের আক্রমণের প্রতিবাদ করলেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। প্রাথমিকভাবে ১৪টি জায়গাকে তালিকায় রেখে বুধবার এই সিবিআই তল্লাশি শুরু হয়। নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি এবং তথ্য প্রমাণের খোঁজে একসঙ্গে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ১০০ জন সিবিআই আধিকারিক ১৬টি দলে ভাগ হয়ে ১৪টি জায়গায় তল্লাশি চালান। এই অভিযানে ফিরহাদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে শমীক ভট্টাচার্য কটাক্ষ করে সাংবাদিকদের বলেন, প্রচণ্ড গরম পড়েছে, তার সঙ্গে আর্দ্রতা। ফিরহাদ হাকিমের ঘরে চাপ, বাইরেও চাপ। দলে কোণঠাসা অবস্থা, বাইরে নিয়োগ নিয়ে তদন্ত। এখনও পর্যন্ত কোনও তদন্তকারী সংস্থা তো ফিরহাদ হাকিমকে দায়ী করেনি। কেউ ওঁর নাম করে কিছু বলেনি। উনি হঠাৎ ফরোয়ার্ড খেলছেন কেন? শমীকবাবু বলেন, ওঁদের যদি যোগ না থাকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। এত নিয়োগ হয়ে গিয়েছে, উনি কিছুই জানেন না। উনি হয়তো নিজে করেননি। কোনও চাপে হয়তো করেছেন। তৃণমূলের অন্দরের লোকই তো বলছে।'' শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির একটি হদিশ পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অয়ন শীলের অফিস থেকে যে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতেই শুরু হয় অভিযান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৮৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

মোদির আমেরিকা সফর

সম্পাদকীয়

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটি স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে যে সেখানে আমেরিকার মতো একটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ভারতকে সম্পর্ক তৈরি করতে হচ্ছে। বহুবার আমেরিকার শিল্পপতিরা ভারতের বাজার দখল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভারত সরকার তা করতে দেয়নি। সময় নিয়েছে। বলেছে ভারতে আমেরিকার শিল্প সামগ্রী বিক্রি হলে স্বদেশি শিল্প সংস্থাগুলি মার খেতে থাকবে। কিন্তু আমেরিকা এতকাল করে চুপ করে বসেছিল। কোনও কথা বলেনি। এখন আমেরিকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাদের দেশে ব্যবসা করার কোনও ইচ্ছা কেউ যদি পোষন করে থাকে তাহলে তাদের বাজারে আমেরিকাকে প্রবেশ করতে দিতে হবে। নাহলে কিন্তু আমেরিকায় ব্যবসা করা চলবে না। এর ফলে ভারতকে এখন আমেরিকার পণ্যের জন্য বাজার ছাড়তে হবে। তবে কতখানি বাজার ছাড়া হবে তা কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আমেরিকার কোকাকোলা জনতা আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে আমেরিকার শিল্পপতি মহল ক্ষুব্ধ হয়েছিল। পরে আবার কোকাকোলা থেকে শুরু করে পেপসি ভারতে বাজারে প্রবেশ করে। এর ফলে ভারতীয় পণ্য কেনা বেচা করতে আমেরিকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। আমেরিকার পরিস্কার করে বলেই দিয়েছে তাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে গেলে তাদের দেশিয় বাজারে আমেরিকার পণ্য বিক্রির করার পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। না হলে আমেরিকা সেই দেশের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক তৈরি করবে না। চিনের সঙ্গে ভারতের পণ্য কেনা বেচা না মতো শক্তিশালী চুক্তি না থাকলেও বেশ কিছু পণ্য ভারত থেকে চিনে যায়। আবার চিন দেশ থেকে পণ্য ভারতে এসে উপস্থিত হয়। যদি সেটা কর মারফত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। চিন পণ্যের বাজার খুব একটা তেজি না হলেও জনপ্রিয়। মানুষ এখন উইজ অ্যাণ্ড থ্রো জিনিস বেশি করে ক্রয় করতে চায়। তারা কোনও পণ্য দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করতে চায় না। প্রতিদিন নিত্য নতুন পণ্য বাজারে আসতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ক্রেতারা নিত্য নতুন পণ্য ক্রয় করার দিকে বেশি করে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। চিন দেশের বহু রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে আসে যা দিয়ে ওষুধ তৈরি করা হয়ে থাকে। আমেরিকার বহু রাসায়নিক আসে ভারতের ওষুধ কারখানার জন্য। ওষুধ নির্মাণের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য কেনা বেচা বন্ধ করা যাবে না বলে একটি আন্তর্জাতিক আইন চালু রয়েছে। বিশেষ করে জীবনদানকারী ওষুধ চিন দেশ থেকে ভারতের যে কোনও নাগরিক ক্রয় করতে পারবে। তার জন্য বিদেশ দফতর অনুমতি দিয়ে থাকে। আমেরিকার থেকেও বহু জীবনদানকারী ওষুধ ভারতে আসে বিমানে করে। তার জন্য শুল্ক কম করা হয়। কর নেওয়া হয় না বলতে গেলে চলে। কিন্তু এবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমেরিকাতে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন সরকারি সফর নিয়ে। তার ফলে সেখানে মোদি যা সব কথা বলবেন তা সরকারি কথা এবং যা চুক্তি করবেন তা সরকারি চুক্তি বলে গৃহীত হবে। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির আমেরিকার সফরের আগে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি আমেরিকাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে বহু বক্তব্য রেখেছেন।

ভারতে নাগরিক স্বাধীনতা

ভারত দুর্বল হওয়ার সব দোষটা এখন কংগ্রেসের ওপরে এসে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে ঠিক কথা। কিন্তু ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর কী করবে, কোন পথ ধরে চলবে তার রাস্তা কিন্তু তৈরি করে দিয়েছে কংগ্রেস নেতারা। তারাই উদ্যোগী হয়ে ভারতের সংবিধান রচনা করতে আগ্রহ দেখিয়েছে। কংগ্রেস শুধু মাত্র স্বাধীনতা আন্দোলন অংশ গ্রহণ করে তাই নয় নতুন ভারত গড়তে সদর্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তার ফলে স্বাধীন ভারতে বহু বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠে। তিন দেশ আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ফরাসি দেশের সংবিধানকে মিশ্রিত করে ভারত একটি বিশাল সংবিধান রচনা করেছে সেখানে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের স্বাধীনতা পাওয়ার কথা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সংবিধানের শুরুতেই প্রিয়াম্বলে লেখা হয়েছে ভাতৃত্ব, ঐক্যবদ্ধতা এবং স্বাধীনতা। সেখানে জনগণকে গণতান্ত্রিক শক্তির আধার বলে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক সংবিধান লিখিত আকারে প্রকাশ পেল ভারতবর্ষে। ভারতের জনগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রক্ষাকর্তা। বিশ্বের সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলি বিপন্ন বোধ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। যে রকমভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ওপরে অক্রমণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সত্যিকারের বিপদের মুখে পড়েছে গণতান্ত্রিক দেশগুলি। কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলি এই সব গণতান্ত্রিক দেশগুলির ওপরে অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বিপন্ন হতে শুরু করেছে গণতান্ত্রিক দেশগুলি। শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমার উজ্জ্বল উদাহরণ। অফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেখানে তালিবান জঙ্গি সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। সব দেশ শুধু চেয়ে থাকলো। তারা এই তালিবান সরকারকে বাধা দিকে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলো না। তার ফলে আফগানিস্তানে গণতন্ত্র কবরে চলে গেল। একটি গণতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা যারা এক সময়ে আফগানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল তারাই তালিবাদের হাতে আফগানকে তুলে দিল। আফগানে গণতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করেছিল আমেরিকা। হামিদ কারজাই সেখানকার রাষ্ট্র নেতা হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে দেখতে পাওয়া গেলযে আফগানিস্তনের তালিবানরা শক্ত বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। মহিলাদের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে। ইরানেও মহিলাদের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে। ভারতে মহিলাদের অধিকারকে খর্ব করে দেওয়ার একটি প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র উঁকি মারতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভারতের মহিলারা অত্যাধিক সচেতন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হতে হবে। না হলে একেবারে পরাস্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। ভারতবর্ষ সভ্যতায় প্রাচীন। গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল মহান ভারত গড়ে তোলার। তার জন্য তিনি সর্বত্র শারিরীক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার কথা বলেছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁতিগত হওয়ার থেকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতেন। শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে না। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের জাতীয় ফল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে ‘আম’

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের জাতীয় ফল হচ্ছে আম। বনের পশুদের রাজা যেমন সিংহ। ঠিক তেমনি ‘আম’ বলা হয়ে থাকে ফলের রাজা। এই আমের প্রশংসা করেছেন কবি জয়দেব। তিনি তো গ্রাম বাংলার মানুষ ছিলেন। ফলে তাঁর কাছে আম অতি প্রিয় ফল ছিল। গ্রীক বীর আকেকজান্ডার ভারত জয় করতে এসে আমের স্বাদ গ্রহণ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বেশ কিছু আমের আটি নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রীস দেশে মাটিতে পোঁতার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্যবিলনের পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে সেই আমের বীজ গ্রীস দেশে গিয়ে পৌঁছে ছিল কিনা সেই সময়ে তার কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে গ্রীস দেশে পরে আম বীজ গিয়েছিল। আমের স্বাদ পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে। বাংলায় যে আমের স্বাদ পাওয়া যায় তা কিন্তু অন্য দেশে বীজ বোপন করলেও সেই গাছ থেকে একই রকম স্বাদ পাওয়া সম্ভব হবে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পরিবেশ এবং আবহাওয়া। বাংলার পরিবেশের সঙ্গে অন্য দেশের পরিবেশের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তার ফলে আমের স্বাদের পরিবর্তন হয়ে থাকে। চিন দেশও বহু আম বীজ ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার আমের স্বাদ কিন্তু বাংলার মতো সুস্বাদু হয় না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আবহাওয়া এবং পরিবেশের ওপরে আমের স্বাদ নির্ভর করে। মোঘল সম্রাট আকবর আম প্রিয় ছিলেন। তিনি বিহারের দ্বারভাঙায় এক লক্ষ আমের চাড়া লাগিয়েছিলেন বলে জানতে পারা যায়। ভারত আম উৎপাদন শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে। ভারতে আম উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশ ভালো থাকলে ভারতে মোটামুটি ৭০০.০০০ টন আম উৎপাদন হয়ে থাকে। আর পরিবেশ যদি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তাহলে ৫০০.০০০ টন আম উৎপাদন হয়। এর বায়োলজিক্যাল নাম হচ্ছে ‘ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা’। বাংলার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়েছিল পলাশির আম বাগনে ১৭৫৭ সালে। ইরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়েছিলেন নবাব সিরাজউদ্দোল্লা। তখন পলাশিতে বিশাল আম জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে গোপনে কামান রেখে ইংরেজরা নবাব সিরাজকে পরাস্ত করে। নবাব পরাজিত হয়ে বাংলা ত্যাগ করেন এবং আততায়ীর দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। তারপরে বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসন চালু হল। বাংলায় ব্যবসা বৃদ্ধি করতে সেই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ইংরেজ রাজারা সেনা দিয়ে সাহায্য করতেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ আম ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে আম পাঠাতেন উপঢৌকন হিসাবে। ওয়ারেন হেস্টিংসও আম খেয়ে প্রশংসা করে গিয়েছেন। বাংলায় ইংরেজ শাসকেরা আম ভক্ত ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রানি ভিক্টোরিয়ার জন্য আম পাঠাতেন বিলাতে। রানি ভিক্টোরিয়া প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। সম্মান দিতেন। লর্ড ডালহৌসি, লর্ড বেন্টিঙ্ক আম খেতে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের খাদ্য তালিকা আম থাকতো। বাংলায় যেসব বিদেশিরা এসেছে তারা সবাই আমের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। আবার আমের বীজও সংগ্রহ করে স্বদেশে নিয়ে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবিতা ‘দুই বিঘা জমি’তে আমের উল্লেখ রয়েছে। ‘দুই বিঘা জমির মালিক’ উপেন বাংলা ত্যাগ করেছে জমিদার মিথ্যা মামলা করে তার জমি কেড়ে নিয়েছে। তখন উপেন জন্মভূমি ছাড়া। তিনি সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। “ মনে ভাবিলাম, মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে, /তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে”। কিন্তু সারা দেশ ঘরে উপেন কোথাও জন্মভূমির মতো ভালোবাসা লাভ করতে পারলো না। সেই কারণে আবার জন্মভূমির দিকে তার মন আকর্ষিত হতে থাকলো। জমিদারের হতে পড়ে উপেনের দুই বিঘা জমি সাজসজ্জায় সজ্জিত যা দেখে উপেন একেবারে ক্ষিপ্ত। “কল্যাণময় ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি। / যত হাসো আজ, যত করো সাজ, ছিলে দেবী-হলে দাসী।” কি অপূর্ব বাংলার প্রাকৃতি সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন কবি। বাঙালি মানব মনের সঙ্গে বাংলার প্রকৃতির সুসম্পর্ক কবি বর্ণা করছেন। “পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ- /স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল নিশীথশীতলস্নেহ।” বাংলার প্রকৃতিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং মনের মধ্যে বাংলার সৌন্দর্যের যে অপরূপ অনুভূতি তৈরি হয়েছে তা তিনি সযত্নে আলপনায় অঙ্কিত করে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। আম গাছের তলায় এসে উপেন বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকলেন। “সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাইকো ঘুম, / অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।” শৈশবের স্মৃতি উপেনের মনে আসতে থাকলো। উপেনকে সবাই ভুলে গেলেও তার কথা কিন্তু সেখানকার পরিবেশ ভুলে যায়নি বলে কবির মনে হল। “সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে, দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে। / ভাবিলা মনে, বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা। স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।” কিন্তু পরিবেশ তাকে চিনলেও বাগানের মালি তাকে চিনল না। তার ফলে তাকে পাকড়াও করলো। উপেন বলছে-“ কহিলাম তবে, “আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব- / দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব।” ধরে নিয়ে গেল মালি তাকে জমিদারের কাছে। জমিদার রেগে তাকে খুন করার হুমকি দিল। জমিদারের সেই কথা শুনে উপেন এবারে ভিগ মাঙছে-“ আমি কহিলাম, ‘শুধু দুটি আম ভিগ মাগি মহাশয়!’ বাবু কহে হেসে, ‘বেটা সাধবেশে পাকা চোর নিশ্চয়!’ আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে- তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।।” বঙ্গভূমিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি কবিতা রচনা করেছেন সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতাটি হচ্ছে ‘দুই বিঘা জমি’ (রচনাকাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি এই কবিতায় বাংলাকে চিনতে আম ফলের ব্যবহার করেছেন। আর তো বহু ফল ছিল। কিন্তু সেই সব ফলের নাম তো তিনি স্মরণ করেননি। বাংলাকে চিনতে পারা যায় আমের মধ্যে দিয়ে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলার সেরা ফল হল আম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলার সেরা ফল হল আম সেটা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলার আম অতি প্রিয় ছিল নজরুল ইসলাম। তিনি বাংলার বাংলা থেকে উঠে আসা কবি। ফলে তাঁর কাছে স্বাভাবিক ভাবেই আম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিপ্লবী অরবিন্দ ছোটবেলা থেকেই বিলাতে মানুষ। তিনি বাংলার আম সম্পর্কে কোনও সাম্যক ধারনা ছিল না। বাংলায় এসে তিনি আম ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ‘যুগান্তর’ এবং ‘অনুশীলন দল’-এর বিপ্লবীরা আমকে বাংলার সেরা ফল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ আম রসিক ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা আমের স্বাদ গ্রহণ করে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে এই রকম সুস্বাদু ফল বাংলায় উৎপন্ন হতে পারে। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর আম ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িতে যেমন আম গাছ লাগিয়েছিলেন, পাশাপাশি তিনি যখন কার্মাটাড়ে গিয়ে যেখানে বাড়ি করলেন তখন সেখানে বেশ কয়েকটি আম গাছ লাগিয়েছিলেন। সেখানে আজও একটি বড় আম গাছ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এটা বিদ্যাসাগরের নিজের হাতে পেঁতা আম গাছ। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও আম ভক্ত ছিলেন। ‘পথের পাঁচালি’ রচনাকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আম প্রিয় মানুষ ছিলেন। ‘আম আঁটির ভেঁপু’ তাঁর একটি বিখ্যাত ছোটদের জন্য রচনা। ‘পথের পাঁচালি’ থেকে নেওয়া হয়েছে অপু এবং দুর্গার ছেলেবেলার কাহিনীকে অবলম্বন করেই। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ির অন্দর মহলে আবার আমের খুব কদর ছিল। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সেখানকার পুরুষ এবং মহিলা সদস্যরা ভাতের সঙ্গে আম খেতেন। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন, “আমসত্ত দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি, সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে। হাপুস হুপুস শব্দ চারদিক নিঃশব্দ, পিঁপড়ে কান্দিয়া যায় পাতে।” খুব ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখেছিলেন। তাহলে বুঝতে পার যাচ্ছে যে ঠাকুর বাড়িতে আম নিয়ে চর্চা হতো। বাংলায় যারাই বসবাস করেছেন তারা প্রত্যেকেই আমের ভক্ত ছিলেন। তাঁরা আবার গুণগানও করে গিয়েছেন। শোনা যায় চিন দেশের দুই পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাং। তাঁরাও আম গ্রহণ করেছেন। তখন বাংলা বিহার ওড়িশা এই তিনটি রাজ্য

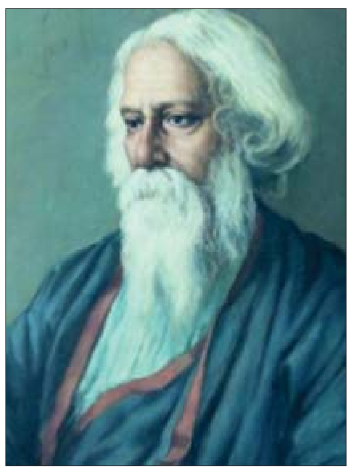

নিয়ে বৃহৎ বঙ্গ রচিত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আম ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পার্ষদদের মাঝে মধ্যে আম খাওয়াতেন। তবে বাংলায় সবেচেয়ে বেশি আম সুস্বাদু হয় মুর্শিদাবাদ এবং মালদার। এখনকার আম বিখ্যাত। বিশ্বের বহু রাষ্ট্র নায়েকেরা ভারত সরকার থেকে আম উপহার হিসাবে পেয়ে থোকেন। সেই সব বিখ্যাত আম ভারতীয় দূতাবাস থেকে রাষ্ট্র নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেওযা হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর সময়ে চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারত সফর এলে আম খেয়ে প্রশংসা করেছিলেন। তারপরে চিন দেশ আমের বীজ নিয়ে গিয়েছিল তাদের দেশে চাষ করে আমের ফলন বৃদ্ধি করতে। তবে পরিবেশ বলে একটি কথা রয়েছে।

ভারতে যে আম সুস্বাদু হবে তা কিন্তু চিন দেশে উৎপন্ন হলে সেই রকম স্বাদ পাওয়া খুবই কঠিন হবে। তবে এখন কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বাবহার করে আমের ফলন বৃদ্ধি করছে বটে কিন্তু বাংলার আমের মতো স্বাদ পাচ্ছে না। জাপান বহুবার চেষ্টা করেছিল আমকে সারা বছরের ফলে পরিণত করতে। কিন্তু তারা তা করতে পারেনি। ফুলকপি, বেগুন থেকে শুরু করে টোমাটো প্রায় সব সবজিকে সারা বছর ধরে চাষিরা যাতে উৎপন্ন করতে পারে এবং অধিক ফলন যাতে হয় তার জন্য হাইব্রিড বীজ বের করে ফেলেছে । সেই সব হাইব্রিড বীজ দিয়ে বাংলার চাষিরা চাষ করে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সবজি ফলাতে শুরু করেছে। একন আর শীতকালীন সবজি বলতে খুবই কম রয়েছে। সেগুলোকে শীতকাল ছাড়া করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এখন ফুলকপি, বাধাকপি সারা বছর ধরে বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু আম সারা বছর ধরে উৎপন্ন করা চলবে না। একমাত্র গরম কালেই আম উৎপন্ন হতে পারে। আম গাছ ফলন দিতে যে তাপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রকৃতির ওপরে এর জন্য নির্ভর করে থাকতে হয়। আমের বিভিন্ন জাত রয়েছে। ল্যাংলা, ফজলি, আলফানসো, চৌসা, কারাবাও ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের আম রয়েছে। আম দিয়ে আচার, কাঁচা আমের চাটনি, আমের সরবত বিখ্যাত। আবার কোনও কোনও বাড়িতে আমের ডালনা থেকে শুরু করে আম মাছের পদ রচনা করে থাকে। আমের উৎপাদনকারী দেশের নামে হচ্ছে চিন, ইন্দোনেশিয়া, পকিস্তান, বার্মা, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, নাইজেরিয়া, মেক্সিকো। তবে আরও বেশ কয়েকটি দেশ আম নিয়ে গবেষনা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা সেখানে বীজ তোলা তৈরি করে আম চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সব দেশের মধ্যে রয়েছে ভিয়েতনাম, ইজরায়েল।

পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানের মেল বন্ধন

ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে কল্প বিজ্ঞান লুকিয়ে রয়েছে। তবে তাকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করা যায় না। কবিরা কল্পনা করে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে তাকে গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। বিজ্ঞান সব সময়ে সত্যকে স্বীকার কর নেয়। সেখানে কোনও কল্পনাকে গ্রহণ করা হয় না। কল্প বিজ্ঞান নিয়ে গল্প রচনা করা যেতে পারে। সাহিত্য চর্চা করা যেতে পারে। কিন্তু গবেষণাগারে তা নিয়ে চর্চা করা যায় না। কিন্তু এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যেসব কল্প বিজ্ঞান রয়েছে তার সঙ্গে বর্তমানে বাস্তব বিজ্ঞানের মিল খোঁজার চেষ্টা চলছে। এক ফলে বিজ্ঞান তার সঠিক পথ হারাতে শুরু করবে। ভারতে সঠিক বিজ্ঞান চর্চা হয়েছে ইংরেজ শাসনের পর থেকে। তার আগে বিজ্ঞান চর্চা খুবই সীমিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। ভারতের গণিত চর্চা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতীয়রা অতিরিক্ত আবেগ প্রবণ। অতিরিক্ত আবেগ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে। কাব্য সৃষ্টি করতে পারে। কিন্ত বিজ্ঞান চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। বিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে বাস্তববোধের খুবই প্রয়োজন। কল্পনা দিয়ে বিজ্ঞান চর্চা করা যায় না। গণেশের মাথায় হাতির মাথা বসিয়ে দেওয়াকে যদি প্রাচীন ভারতের অপারেশন বলা হয় তাহলে তার ভুল ব্যাখ্যা হবে। এটা একটি কল্পনা। এর কোনও বিজ্ঞান ভিত্তি তত্ত্ব নেই। হনুমান ঔষধি গাছকে চিনতে না পেরে

বিশাল পাহাড়কে মাথা নিয়ে সূর্যকে বগলে চেপে ধরে রেখে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন এটা কল্প ঘটনার মধ্যে বিজ্ঞানের সত্য লুকিয়ে রাখা রয়েছে বলে একদল মানুষ জোর গলায় প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। বিশল্যকরণী গাছ চিনতে না পেরে হনুমান পাহাড়টাকে কাঁধে করে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সব কল্প কাহিনী পড়তে ভালো লাগে বটে। কিন্তু বিজ্ঞান এই সব কল্প কাহিনীর মধ্যে সত্যের কোনও স্থান রয়েছে বলে স্বীকার করে না। বিজ্ঞান সব সময়ে পরীক্ষার দ্বারা ফলাফলকে সত্য বলে গ্রহণ করে থাকে। সেখানে কোনও কল্পনার বা কল্প কথার স্থান নেই। ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর সঙ্গে এখন বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এই প্রবণতা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি। বহুকাল ধরে ভারতের সমাজবিদ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদেরা এর প্রচেষ্টা করে আসছেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলো কল্পনা ভিত্তিক। এই সব গল্পের সঙ্গে কোনও বিজ্ঞানের যোগ ছিল না। কল্পনার ওপরে ভিত্তি করে পৌরাণিক কাহিনীগুলো লেখা হয়েছে। বিজ্ঞান কল্পনার ওপরে নির্ভর করে চলে না। কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে বাস্তবতার ওপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে বা অগ্রসর হয়। কল্পনা করে বিজ্ঞান চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। কল্পনা করে গল্প লেখা যেতে পারে, কবিতা লেখা যেতে পারে। উপন্যাস লেখা যেতে পারে। কিন্তু কল্পনা করে বিজ্ঞান রচনা করা যায় না। বিজ্ঞান রচনা করতে গেলে সত্যের তথা থাকা প্রয়োজন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন। পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের ওপরে নির্ভর করে বিজ্ঞান ক্রমশ সমানে দিকে এগিয়ে চলে। ফলে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানের যে মেলবন্ধন ঘটানোর প্রবণতা এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটা একেবারে বলতে গেলে অজ্ঞানতার পরিচয়।

ভারতে রামায়ণের যুগেও বিমান ছিল

আমরা রামায়ণের বহু ঘটনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। রামায়ণে রচিত পুষ্প রথকে আমরা বর্তমানে বিমানের সঙ্গে সমন্বয় সাধনা করে থাকে। আমরা বলি ভারতে রামায়ণ যুগে বিমান ছিল। সেই সময়ে যে পুষ্প রথের কথা বলা হয়েছে সেটা আজকের আকাশে উড়া বিমান। অর্থাৎ ভারতের পৌরাণিক কবি বাল্মিকী বহুকাল আগেই বিমান সম্পর্কে কল্পনা করে রামায়ণে লিখে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে আজকে যে আকাশে বিমানগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে সেটা কল্পনা তৈরি হয়েছিল রামায়ণ যুগে। নিশ্চয় রামায়ণ যুগে আকাশে পুষ্প রথের মতো কোনও উড়ন্ত বিমান ছিল। না হলে সেই রথে করে কী করে লঙ্কা থেকে রাবণ উড়ে এল তপোবনে যেখানে সীতা বনবাসে ছিলেন। সীতাকে চুরি করতে লঙ্কার রাজা রাবণ পুষ্প রথে করে এসে তপোবনে নেমে সীতাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেলেন। জটায়ু পক্ষী ডানা মেলে রাবণের সীতা হরণকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। শুরু হয়েছিল আকাশ যুদ্ধ। সেই সময়ে নিশ্চয় আকাশ যুদ্ধ হতো। না কবি কীভাবে সেটা কল্পনার মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত করে গেলেন। গোটা রামায়ণের মধ্যে দিয়ে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান করে থাকি এবং বর্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনা করে থাকি। বীর মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। তিনি কীভাবে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন সেটা সেই যুগে কোনও রকমভাবে সম্ভব না হলে কী কেন এই রকমভাবে অতিরিক্ত কল্পনা করে রামায়ণে চিত্রিত করবেন। নিশ্চয় সেই যুগে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার সম্ভাবনা ছিল। মেঘের আড়াল থেকে বর্তমান যুগে বোমারু বিমান যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধ করে চলে যায়। মেঘনাদকে সেই যুগের বোমারু বিমানের মতো যুদ্ধবাজ বীর বলে ঘোষণা দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা বলি রামায়ণের বহু ঘটনাকে আজকের বিজ্ঞানরী তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিস্কার করে ফেলেছেন। রামায়ণ কবি যা কল্পনার মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত করেছেন তা বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা তাকে বাস্তবে পরিণত করছেন। বর্তমান কালে বিজ্ঞানীরা ভারতের পৌরাণিক কাহিনী গুলোর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে বিজ্ঞান আবিস্কারের কাজে লাগাছে। আসলে বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারনা নেই।

হেরিটেজ

দ্য ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট

দ্য ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট ১৫ আগস্ট ১৮৯১ সালে প্রথম সভা করেছিল সংস্কৃত কলেজে। সেই সভায় উপস্থিত

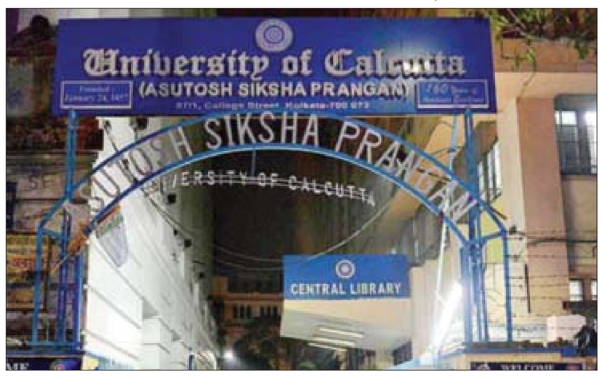

ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্নবিদ, স্যার আশুতোষ মুখাপাধ্যায়, অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড, অধ্যক্ষ স্টিফেন্স, রেভারেন্ট প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান এইচ লি এবং ছাত্ররা। ছাত্রদের শক্তি যাতে সঞ্চয় করতে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি খোলা হয়েছিল। ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে শারীরিক এবং মানসিক শক্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সভাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে ৩১ আগস্ট ১৮৯১ সালে ‘সোসাইটি ফর হায়ার এডুকেশন ট্রেনিং অব ইয়ংম্যান’ নাম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এটার নাম পরিবর্তন করে ‘দ্য ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইন্সটিটিউট’ রাখা হয়। এখানে এসেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ‘দ্য ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট’এর উদ্দেশ্যে একটি বাণী রচনা করে গিয়েছিলেন। সেটা এখনও পর্যন্ত শ্বেত পাথরে সংস্থার সম্মুখে খোদাই করা রয়েছে। খোদাই করা রয়েছে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্থার সম্পর্কে কি বক্তব্য রেখেছিলেন। বাংলার দিকপাল ব্যক্তিত্বরা এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্যার প্রধান বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন, অমিতাভ লালা, সহ আরও অনেকে। বর্তমানে এখানে ছাত্রদের জন্য একটি টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ খোলা হয়েছে। বাংলার ছাত্ররা এই টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করে থাকে নিয়মিত। এছাড়া প্রতি বছর আন্তঃ কলেজ সংঙ্গীত, নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এবছর বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই বিতর্ক সভায় অংশ গ্রহণ করছেন বিশিষ্ট জনেরা। প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন ইনস্টিইটউটের সদস্যরা নাটক পরিবেশন করে থাকে। বর্তমানে এর সহ সম্পাদক রয়েছেন অমিতাভ দাস এবং সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়।

নূন্যতম মজুরির দাবীতে বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলে কারখানার গেটে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ জুন ঃ নূন্যতম মজুরির দাবীতে বুধবার বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি সমর্থিত শ্রমিকরা। এদিন সকালে কালিমাতা ভেপার লিমিটেড নামে একটি ক্ষুদ্র ইস্পাত কারখানায় শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির বড়জোড়া মন্ডল-১ সভাপতি গোবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে তাদের অনুগামী ২৭ জন শ্রমিক কারখানার গেটের সামনে শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখান। শ্রম আইন অনুযায়ী নূন্যতম মজুরি, অন্যান্য সুবিধা এমনকি সেফটি জুতো পর্যন্ত দেওয়া হয় নি বলে তাদের অভিযোগ। তারা কারখানার শ্রমিক হলেও পরিচয়পত্র দেওয়া হয়নি। বি শিফট ডিউটি করে রাতে বাড়ি ফেরার সময় মাঝে মাঝেই পুলিশ তাদের কাছে কৈফিয়ৎ চায়। পরিচয়পত্র না থাকায় বিভিন্ন ঝামেলায় পড়তে হয় তাদের। এদিন বিজেপি নেতা গোবিন্দ ঘোষ বলেন, শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় মাত্র ২৫০ টাকা শ্রমিকরা ন্যাহ্য দাবি দাওয়া নিয়ে মালিকপক্ষের লোকজনের কাছে বললেই কাজ ছাড়িয়ে দেবার হুমকি দেওয়া হয়। তিনি হুমকির সুরে বলেন আমরা ৭ দিন অপেক্ষা করব। কর্তৃপক্ষ যদি ন্যাহ্য মজুরি, পিএফ, ইএসআই, সেফটি সরঞ্জাম সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান না করেন তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। এদিন তার সঙ্গে এই কর্মসূচিতে ছিলেন বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ কর। পুলিশের মধ্যস্থতায় এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি তুলে নেয় বিজেপি। বিজেপির এই বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রসঙ্গে বড়জোড়ার তৃণমূল বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, বিজেপি শ্রমিকদের নাম করে দলের কয়েক জন ব্যক্তি তোলা আদায় করতে চাইছে। তিনি প্রশ্ন করেন, শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে নিয়ে শ্রম কমিশনারের সাথে আলোচনা করে বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩২৪ টাকা করা হয়েছে। মালিকরা তা মেনে নিয়েছেন। তার প্রশ্ন ওই কারখানায় তো কয়েকশো শ্রমিক কাজ করেন। শুধুমাত্র ওই ২৭ জনই কি বঞ্চিত? মালিকরা শ্রমিকদের নানাভাবে শোষন করছে বিজেপির তোলা এই অভিযোগ মেনে নিলেও সিপিএম দলের বড়জোড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুজয় চৌধুরী বলেন, কারা আন্দোলন করছেন? যে বিজেপি সরকার শ্রম আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নয়া শ্রম কোড তৈরি করে শ্রমিক শোষণের হাতিয়ার মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। ৯০ এর দশকে বামফ্রন্ট সরকার বড়জোড়ায় শিল্পতালুক গড়ে তুলেছে বলেই বহু গরিব মানুষ কাজ পেয়েছেন। কিন্তু তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তারা মাসোহারা নিয়ে ব্যস্ত। তাই এখানে শ্রমিকদের জন্য একমাত্র সিআইটিইউ লড়াই করছে।

নন্দীগ্রামে প্রহৃত হলেন তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৭ জুন ঃ কয়েকদিন আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি নিয়ে এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে জনজোয়ার তৈরি হয়েছিল। নন্দীগ্রামের বহু তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মী সেখানে হাজির হয়েছিলেন। আর তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সেখান থেকে চলে যেতেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে হয়েছে বলে অভিযোগ। এই আবহে এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। তাই আবার খবরে নন্দীগ্রাম। স্থানীয় সূত্রে খবর, নন্দীগ্রামের জামবাড়ি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। নন্দীগ্রামের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জামবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা কিশোর দাস। তিনি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসাবেই পরিচিত। তিনি নন্দীগ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রায় পা মিলিয়ে ছিলেন। আর তারই খেসারত দিতে হয় তাঁকে। বুধবার সকালে কিশোরবাবুর মা এবং স্ত্রীকে কয়েকজন বিজেপি কর্মী এসে প্রচণ্ড মারধর করেছেন। এই ঘটনায় নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার সময় চিৎকার করতে থাকেন তাঁরা। তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন কিশোর দাস। আর কিশোর দাসের অভিযোগ, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার বাড়ি থেকে বেরোনোর রাস্তায় বেড়া দেওয়া রয়েছে। সেই বেড়া সরাতে গেলে কয়েকজন বিজেপি কর্মী এসে আমার উপর অতর্কিতে হামলা করে। তার আগে মা এবং স্ত্রীকে মারধর করা হয়েছে। আর আমার মাথা মেরে ফাটিয়ে দেয় বিজেপির লোকজন। এমনকী আমার শরীরের নানা জায়গায় আঘাত লাগে। পুলিশে গোটা ঘটনা জানিয়েছেন কিশোরবাবু। এই মারধরের সাক্ষী রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। চিৎকার শুনে তাঁরা ছুটে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় কিশোর দাসকে মহেশপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা করার পরে নন্দীগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। তবে এই ঘটনা অস্বীকার করেছে বিজেপি। বরং বিজেপির স্থানীয় স্তর থেকে বলা হয়েছে, পারিবারিক ঝামেলা থেকে এসব হয়েছে। এখন তা নিয়ে তৃণমূল রাজনীতি করছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপি জড়িত নয়।

আত্মঘাতী গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জুন ঃ বিয়ের এক বছরের মাথায় শ্বশুর বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। ওই গৃহবধূর নাম পারুল রায় (১৮)। মঙ্গলবার দুপুরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার জেরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। এদিকে ঘটনার পর মঙ্গলবার রাতে গৃহবধূর বাপের বাড়ি থেকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ঘটনায় পুলিশ মৃত পারুল রায়ের স্বামী রতন রায়কে গ্রেফতার করেছে। বুধবার ধৃত স্বামীকে আদালতে পাঠানো হয়। জানা যায়, গত এক বছর আগে হেলাপাকড়ি সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া এলাকার রতন রায়ের সাথে পালিয়ে বিয়ে করে ভোটপট্টির পারুল রায়। স্বামী পেশায় দিনমজুর। অভিযোগ গত চার-পাঁচ মাস যাবত শাশুড়ি, ননদ, স্বামী মিলে পারুলের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতো। মঙ্গলবার গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে গ্রামবাসীরা পারুলের উপর হওয়া নির্যাতিতের কথা তাদের জানান। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠিয়েছে। সন্ধ্যায় মৃতার বাবা উপেন রায় ময়নাগুড়ি থানার দ্বারস্থ হন এবং মেয়ের স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের নামে হত্যার অভিযোগ দায়ের করেন। এই বিষয়ে মৃতার দাদা জগন্নাথ রায় বলেন, ওর শ্বশুর বাড়ির লোক ওর উপর অত্যাচার করতো। এর আগেও বাড়িতে বলেছিল। ওদের প্রতিবেশীরাও অত্যাচারের বিষয়টি জানিয়েছে। আমরা থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জমা করেছি। মৃতের বাবা উপেন রায় বলেন, আমার মেয়ের উপর জামাই, ওর মা এবং বোন মিলে অত্যাচার চালাতো। আমার মেয়ে সহ্য করতে না পেরে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা চাই দোষীর কঠোর শাস্তি হোক।

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ জুন ঃ এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চাঞ্চল্য। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরের ঘটনা। মৃতার নাম শ্যামা লোহার। বয়স আনুমানিক ২৫। আত্মহত্যা না খুন, তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বেন্দা লোহার পাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতার বাড়ি থেকে এদিন সকালে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, সিলিং ফ্যানে ঝুলছিল দেহ। স্থানীয়দের দাবি, মানসিক ভাবে সুস্থ ছিলেন না তরুণী। অভিযোগ, মেয়ের ওপরে নির্যাতন চালাতেন মা। আরও অভিযোগ, মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ফ্যানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই মা। যদিও মৃতার মা অস্বীকার করেছেন সমস্ত অভিযোগ। তাঁর দাবি, মেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মৃতার মা আগমনী লোহারের দাবি, অন্যান্য দিনের মতোই কাজে বেরিয়েছিলেন তিনি। ঘরে ঢুকে দেখতে পান মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। তাঁর দাবি, তাঁর চিৎকারেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। রহস্যমৃত্যুর তদন্তে নেমেছে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ। থানা সূত্রে খবর, দেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে।

CANCELLATION OF ADVERTISEMEN FOR APPOINMENT OF TEACHERS AND CLERKS IN BENGAL TIGER ARMY PRE PRIMARY SCHOOL, KANKINARA

It is for information of the General Public that the advertisement for appointment of Teachers and Clerks at Bengal Tiger Army Pre Primary School, Kankinara which was published in the news papers, The Statesman(English) and Duranta Barta(Bengali) on 18 Mar 2023 is hereby cancelled and the interview held thereafter (based on this advertisement) also stand cancelled.

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

G20

ই-টেন্ডার নোটিস নং-জেএইচএস/ বিআর/ এল/ ২০২৩-২৪/ ০৫ তারিখ ০৬.০৬.২০২৩

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস (দুটি প্যাকেট ব্যবস্থায়)

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপু. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ ব্রিজ/ লাইন/ ঝাঁসি, উত্তর মধ্য রেলওয়ে/ ঝাঁসি আহ্বান করছেন ওপেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ঃ-

টেন্ডার নং.	কাজের নাম	কাজের মূল্য (টাকায়)	দর নিরাপত্তা (বায়না মূল্য)
বিআর-জেএইচএস-২০২৩-০৬	৮টি আরইউবিএস নির্মান পরিবর্তে এলসি নং. এস-২, এস-১০, এস-১২, এস-১৭, এস-২৩, এস-২৫, এস-৭১এ ও এস-৭৮ কেআইডি-বিজেডএম সেকশানে ঝাঁসি ডিভিশনে।	টাকা. ৪৭,৯৮,৫১,৪৮৪.৫৬ /-	টাকা. ২৫,৪৯,৩০০ /-

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ-৩০.০৭.২০২৩, **সম্পাদনের মেয়াদ** ঃ-১৮ মাস, **একই ধরণের কাজে যোগ্যতার বিষয়** ঃ- ''আরসিসি বা পিএসসি ব্রিজ / আরওবি / আরইউবিএস নির্মান, অতিরিক্ত হিসাবে, ঠিকাদার / জেভি বা বা অংশীদার সংস্থার কোন অংশীদার যারা কোন ব্রিজ নির্মান কাজ সম্পাদন করেছেন (আকার কমপক্ষে ৩.৬এম--৩.৬এম) বক্স পুশিং টেকনিকের মাধ্যমে একই বা অন্যান্য কাজ যে কোন মূল্যের। বক্স পুশিং কাজের অংশ অভিজ্ঞ অংশীদার দ্বারা হতে হবে শুধুমাত্র যারা বক্স পুশিংয়ের কাজ সম্পন্ন করেছেন।'' **দ্রষ্টব্য** ঃ **১.** সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-টেন্ডারের পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in টেন্ডার বন্ধের শেষ তারিখ ০৩.০৭.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। **(২)** ই-দরপত্র ছাড়া অন্য কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদের অনুরোধ নিজেদের রেজিস্টার করাতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্র সহকারে যা জারি করবে সিসিএ অধীন আইটি আইন ২০০০। **(৩)** দর আর্থিক পাতায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা স্বাক্ষরিত থাকতে হবে তাহাই কেবল বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ধরণের আর্থিক সংযুক্তি অন্য যে কোন ফর্ম / চিঠিতে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে তা সরাসরি বাতিল হবে এবং বিবেচিত হবে না। **(৪)** সংযুক্ত করা নথিপত্রের ওপর স্বাক্ষর থাকতে হবে। **(৫)** দর নিরাপত্তার প্রদান (বায়না মূল্য জমা-ইএমডি) ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গ্রহণ করা হবে নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র। **(৬)** যদি কোনরূপ সমস্যা থাকে তাহলে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে হেল্পডেস্কের সাহায্য নিতে পারবেন। **(৭)** টেন্ডার অনলাইনে জমা করা যাবে **০৩.০৭.২০২৩ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত।

398/23 (D)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

এস কে পি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

SKP

CIN : L74140WB1990PLC049032

রেজি অফিস ঃ ১৭০২-০৩ বায়ো ওয়াণ্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭

ফোন ঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০,

ওয়েবসাইট ঃ www.skpseceruties.com, **ই-মেল** ঃ cs@skpseceruties.com

৩৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানি সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে শনিবার, ১ জুলাই, ২০২৩ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) আলোচিত বানিজ্যসূচী স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে, অনুসারী হিসাবে প্রযোজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩, ধারা যা সজ্জিত রয়েছে এবং সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পড়তে হবে এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার, কোন একক স্থানে সদস্যরা উপস্থিত না থেকে।

অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত সার্কুলারের ভিত্তিতে, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৩৩তম এজিএম সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির আর্থিক বছরের ২০২২-২০২৩, পাঠানো হয়েছে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি/ ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্ট / কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) কাছে। কোম্পানি সম্পন্ন করেছে ইলেকট্রনিক মোডে প্রেরণ প্রক্রিয়া ৭ জুন, ২০২৩ তারিখে।

সদস্যরা আরও লক্ষ্য করবেন পরিচালন বোর্ডের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৯এপ্রিল, ২০২৩ অনুমোদিত হয়েছে চূড়ান্ত লভ্যাংশ ১টাকা প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩। চূড়ান্ত লভ্যাংশের চূড়ান্ত দিন ধার্য্য হয়েছে ২৪জুন, ২০২৩। কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে সোমবার, ২৬ জুন, ২০২৩ থেকে শনিবার ১ জুলাই, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত।

কোম্পানি প্রদান করতে পেরে আনন্দিত ই-ভোটিং সুবিধা নিজেদের সদস্যদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আলোচনার ওপর যা প্রস্তাবে রয়েছে যা পাশ করানো হবে এজিএমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে, রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা ব্যবহার করে এজিএমের দিন ই-ভোটিংয়ে। কোম্পানি পরিষেবার সুবিধা নিচ্ছে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারিস সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর প্রদান করতে ই-ভোটিং সুবিধা নিজেদের সদস্যদের। পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী ভোট দানের রিমোট ই-ভোটিংয়ে যা হবে ই-ভোটিং ব্যবস্থায় সভা চলাকালীন যা প্রদান করা রয়েছে নোটিসে। সমস্ত বানিজ্যিক সূচি যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে যা আলোচিত হবে ই-ভোটিং সুবিধায় প্রদান করবে সিডিএসএল।

রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে বুধবার, ২৮ জুন, ২০২৩ সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় এবং শেষ হবে শুক্রবার, ৩০ জুন, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়। রিমোট ই-ভোটিং মডিউল ভোটদানের পর বন্ধ হয়ে যাবে। যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন হয় ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজ ফর্মে কাট-অফ তারিখে শনিবার, ২৪ জুন, ২০২৩, তারাই ভোট দিতে পারবেন বৈদ্যুতিনভাবে রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থায়। এজিএম সভাস্থলে, ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে এবং যে সদস্যরা ভোট দেননি রিমোট ই-ভোটিংয়ে, তারাই বিবেচিত হবেন নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগে ই-ভোটিং ব্যবস্থায়। যে সদস্যরা ভোট দিয়েছেন রিমোট ই-ভোটিংয়ে ই-ভোটিং মেয়াদ চলাকালীন তারাও সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু বিবেচিত হবেন না পুণরায় নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগে।

যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন এজিএম নোটিস পাঠানোর পর এবং তা ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে, তারা আবেদন জানাতে পারেন সিডিএসএল-কে অনুরোধ পাঠিয়ে-**helpdesk.evoting@cdslindia.com** ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করার জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে।

৩৩তম এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর ২০২২-২০২৩ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-**http://www.skpseceruties.com/index.php/investor/annual_report** এবং বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে **www.bseindia.com** এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে-**www.evotingindia.com**। যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকে, সদস্যরা দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউ) বা ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে-**www.evotingindia.com** বা ই-মেল পাঠাতে পারেন -**helpdesk.evoting@cdslindia** অথবা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের আরটিএ, মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা.লি. টেলি নং. ০৩৩-২২৪৩৫০২৯ / ৫৮০৯ বা ই-মেল-**mdpldc@yahoo.com**।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৭ জুন ২০২৩

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা /- অলকা খেতাওয়াত
কোম্পানি সচিব
সদস্যপদ নং. ঃ এ৪৭৩২২

Office Of The Councillors
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist-Murshidabad
Notice Inviting E-Tender
Ref: 1. DHLYN/HFA/6/2023-2024

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid Submission: **16.06.2023 up to 18.00 PM.** For further details please visit **WB Tender.gov.in** & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org.**

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA :: BAGNAN :: HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-3/2023-24, dt.-06/06/2023

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 11 nos schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For Other Details, contact office of the undersigned within office hour.

Sd/- E.O.,
Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল-০৩-২৩, তারিখঃ ০৬.০৬.২০২৩, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ [illegible]

www.ireps.gov.in [illegible]

ASN-47/2023-24

[illegible] www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in [illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অতিরিক্ত জলপথের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৩৫ অফ ২০২৩ [illegible]

www.ireps.gov.in [illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Office of The
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M),
Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 05/ 2023-24 dated-07/06/2023

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. I) Date of Sale of tender document: **07/06/2023 to 14/06/2023.** Ii) Last date of submission tender documents: on or before **16/06/2023 up to 6.00 pm.** iii) Date of opening of technical bid: on **16/06/2023 (at 11.30 AM onwards).** For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

Executive Officer, Udaynarayanpur Panchayat Samity invites E-Tender as follows: **1) Tender ID-2023_ZPHD_539795_1 to 2023_ZPHD_539795_21** for 21 nos School repair within the jurisdiction of Udayanarayanpur P Samity. Last date of tender submission is **12.06.2023 up to 02.00 p.m. 2) Tender ID 2023_ZPHD_539978_1** one no School repair within the jurisdiction of Udayanarayanpur P Samity. Last date of tender submission is **19.06.2023 up to 02.00 p.m.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া [illegible] ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: ডিইএন/৬/হাওড়া।

[illegible]

www.ireps.gov.in [illegible]

HWH-87/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in [illegible]

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর/ ইএনজিজি./৩১ অফ ২০২৩, তারিখ ঃ ৩১-০৫-২০২৩। [illegible]

www.ireps.gov.in [illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

মালিগাঁওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১২ অফ ২০২৩, তারিখ ০১-০৬-২০২৩। [illegible]

www.ireps.gov.in-ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/কো-অর্ড, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 279/EO, dt.- 05.06.23** for 1nos nos. Civil works within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is **13.06.2023.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:-2023_ZPHD_539567_1).**

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 283/EO, dt.- 06.06.23** for 1nos nos. Civil works within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is **23.06.2023.** Detail will be available at the **website: www.wbtenders.gov.in (Tender ID:-2023_ZPHD_540369_1).**

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা,
কোড নং ঃ ১৫৭৪৫, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর),
১/ ১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
অনুবিধি-৪(ধারা ৮(১)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ (নং. ৩ সাল ২০০২) এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন বিভাগ ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যা উল্লেখিত, গ্রাহকদের আহ্বান করা হচ্ছে, পরিশোধ করতে যে রাশি উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে।

যদি গ্রাহকরা বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করবেন সম্পত্তি যা বর্নিত রয়েছে এখানে ক্ষমতার প্রয়োগ বলে যা সুনিশ্চিত রয়েছে তাঁর ওপর অধীন **বিভাগ ১৩(৪)** উল্লেখিত আইনে সঙ্গে ধারা ৮ এই তারিখে ধারায়।

গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে এই সম্পত্তিতে তার ওপর দাবী করবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বকেয়া রাশি এবং পরবর্তী সুদ খরচ ও দাবী যা রয়েছে।

ক্র. নং.	১) গ্রাহক ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা ২) অ্যাকাউন্ট নং. ৩) শাখা	বন্ধকী স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) অধিগ্রহণ তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ গ) বকেয়া রাশি
১.	**১) গ্রাহক ঃ মে. কেভিন ট্রেডার্স,** **মালিকঃ শ্রীমতি শশী বৈদ্য** **ঠিকানা** ঃ ২১ / ১এ, জে.এন. তিওয়ারি রোড, ওয়ার্ড নং. ১৬, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-৭০০০২৮ **জামিনদার ঃ শ্রী মুরারীলাল বৈদ্য,** **ঠিকানা** ঃ ৪২, জে.এন. তিওয়ারি রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-৭০০০২৮ **২) অ্যাকাউন্ট নং.ঃ** **৩৬৫৫৯৫৭৪০৯৭ (সিসি)** **৩৯৩৭১১০৪৮০৫(জিইসিএল)** **৪০২৩২২১৪২৪০ (এফআইটিএল)** **৪০২৩২৩০২২৫০ (ডব্লুসিটিএল)** **৩) শাখা ঃ দমদম ক্যান্ট.**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ ৫০০ ব.ফু. (কার্পেট এলাকা) / ৬০০ ব.ফু. (বিক্রয়যোগ্য এলাকা), চতুর্থ ফ্লোরে, ফ্ল্যাট নং. ১৯, অধীন মৌজা দমদম ক্যান্টনমেন্ট, জেএল নং. ১৩, আরএস নং. ১৭৭, তৌজি নং. ৩১০৪, খতিয়ান নং. ০১, সিএস প্লট নং. ৭৫, হোল্ডিং নং. ৪২, ৪৩, জে.এন. তিওয়ারি রোড, থানা-দমদম, অধীন দমদম পৌরসভা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০২৮, দলিল নং. ১-৩৪৪৬। **সম্পত্তি রয়েছে মুরারী লাল বৈদ্য নামে।** **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-জি প্লাস ৩ তল বিল্ডিং, সিঁড়ি, দক্ষিণ-জি প্লাস ৩ তল বিল্ডিং, পূর্ব- জি প্লাস ৩ তল বিল্ডিং, পশ্চিম-জে.এন. তিওয়ারি রোড।	**ক)** ০৭.০৬.২০২৩ **খ) ১৯.০১.২০২৩** **গ) টাকা. ১৮,২২,২৩২.০০ (আঠারো লক্ষ বাইশ হাজার দুইশত বত্রিশ টাকা মাত্র)** ১৯.০১.২০২২ তারিখে সঙ্গে সুদ, খরচ, ইত্যাদি সহকারে।
২.	**১) গ্রাহক ঃ মে. শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ,** **মালিকঃ কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত,** প্রযত্নে-ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, **ঠিকানা** ঃ কল্যাননগর, মজুমদার ভিলা, পোস্ট-কল্যাননগর, ভায়া-পানশিলা, থানা-খড়দহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১২ **এবং বসবাসের ঠিকানা** ঃ ৪এ, শ্রীমা অ্যাপার্টমেন্ট, পোস্ট-কল্যাননগর, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক পানশিলা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১১২ **২) অ্যাকাউন্ট নং.ঃ** **৪০৬১২৬৩৩৫০০ (সিসি)** **৩) শাখা ঃ খড়দহ**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বানিজ্যিক দোকান পরিমাপ ২৪০ ব.ফু., দোকান নং. ৭ এবং ৮ গ্রাউন্ড ফ্লোরে, উত্তর দিকে, ব্লক -১, মজুমদার ভিলা, হোল্ডিং নং. ৮ / ৫১৩, আর.এন. এভিনিউ, কল্যাননগর, রহড়া (ওল্ড ক্যালকাটা রোড), থানা-খড়দহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণাস কলকাতা-৭০০১১২, মৌজা-কেরুলিয়া, জেএল নং. ৫, আর.এস. নং. ১১, তৌজি নং. ১৭২, খতিয়ান নং. ৬১ এবং ৭৬, আরএস দাগ নং. ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, এলআর দাগ নং. ২৭৫ / ৩৪৩, ২৭৫ / ৩৪৪, ২৭৫ / ৩৪৫, ২৭৬, ২৭৭, ওয়ার্ড নং. ১৭, অধীন খড়দহ পৌরসভা, দলিল নং. ২২১৮, তারিখ ০৮.০৩. ২০০৬। **সম্পত্তি রয়েছে কৃষ্ণপ্রসাদ দত্ত নামে,** **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-অরুণ ভাদুড়ি এবং অন্যদের বাড়ি, দক্ষিণ-প্লট নং. বি, পূর্ব-৫ফুট চওড়া নিকাশী, পশ্চিম-ওল্ড ক্যালকাটা রোড।	**ক)** ০৭.০৬.২০২৩২৩ **খ)**০৩.০৩.২০২৩ **গ) টাকা. ২৭,৪২,৭৬৪.০০ (সাতাশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত চৌষট্টি টাকা মাত্র)** ০৩.০৩.২০২৩ তারিখে সঙ্গে সুদ, খরচ, ইত্যাদি সহকারে।
৩.	**১) গ্রাহক ঃ মে. দিদিভাই স্টোর্স,** **মালিকঃ শ্রীমতি সরস্বতী দাশগুপ্ত,** **ঠিকানা** ঃ ৭, পূর্ণচন্দ্র দাস রোড, ওয়ার্ড নং. ৩৩, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১১৩। **২) অ্যাকাউন্ট নং.ঃ** **৩৬৮৭৭৯০৩৫৮৭ (সিসি)** **৩) শাখা ঃ পানিহাটি**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপের এলাকা ০১ কাঠা ০৭ছটাক ১০ ব.ফু. কম বা বেশি সঙ্গে রয়েছে একটি দ্বিতল পাকা বাড়ি, যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-নাটাগড়, জেএল নং. ১৫, রে.সু. নং. ১০১, তৌজি নং. ১৫৫, যার সাবেক ও হাল দাগ নং. ১৯৯৮, খতিয়ান নং. ১০৫১, যার হোল্ডিং / প্রিমিসেস নং. ৭, পূর্ণচন্দ্র দাস রোড, ওয়ার্ড নং. ৩৩, থানা-খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভা অন্তর্গত, এডিএসআরও-ব্যারাকপুর, বর্তমানে সোদপুর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, দলিল নং. ১-১৪২৩ তারিখ ১২.০৪.১৯৯৪। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রীমতি সরস্বতী দাশগুপ্ত নামে।** **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-৬ ফুট কমন প্যাসেজ রাস্তা, দক্ষিণ-কৃষ্ণ পালের বাড়ি, পূর্ব-১৮ ফুট রোড, পশ্চিম-সমরেশ সরকারের বাড়ি।	**ক)** ০৭.০৬.২০২৩২৩ **খ)১৯.০১.২০২৩** **গ) টাকা. ৩,০৮,৮৬৩.০০ (তিন লক্ষ আট হাজার আটশত তেষট্টি টাকা মাত্র)** ১৯.০১.২০২৩ তারিখে সঙ্গে সুদ, খরচ, ইত্যাদি সহকারে।
৪.	**১) গ্রাহক ঃ মে. প্রদীপ সাইকেল,** **মালিকঃ প্রদীপ ঘোষ** **ঠিকানা** ঃ ৭৭।৩,ওল্ড ক্যালকাটা রোড, সুমঙ্গল পুরী রোড, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১২৩। **এবং জামিনদার ঃ শ্রীমতি সুমি ঘোষ** **২) অ্যাকাউন্ট নং.ঃ** **৩১৭০৩০৮৫৩৮৫ (সিসি)** **৩) শাখা ঃ ব্যারাকপুর**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী দোকান আয়তনের পরিমাপ ১৩৫.১০ ব.ফু. গ্রাউন্ড ফ্লোরে, মৌজা-চানক, জেএল নং. ০৪, তৌজি নং. ২৯৯৮, দাগ নং. ৯৮৯০, খতিয়ান নং. ৩৮২২, হোল্ডিং নং. ৭৭(৪৮), ওল্ড ক্যালকাটা রোড, থানা-টিটাগড়, ওয়ার্ড নং. ১০, অধীন ব্যারাকপুর পৌরসভা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১২৩। দলিল নং. ১-০৩৭৩৫ তারিখ ১১.১১.২০০৯। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী প্রদীপ ঘোষ** পিতা- প্রয়াত হরি নারায়ণ ঘোষ **নামে।** **সম্পত্তির পরিসীমা** ঃ উত্তরে-অনিল বরণ ঘোষ, দক্ষিণ-কমন প্যাসেজ, পূর্ব-বিক্রেতার জমি, পশ্চিম-দোকান নং.২।	**ক)** ০৭.০৬.২০২৩২৩ **খ)** ০৮.০২.২০২৩ **গ) টাকা. ৫,১৭,৪৮২.০০ (পাঁচ লক্ষ সতেরো হাজার চারশত বিরাশি টাকা মাত্র)** ০৮.০২.২০২৩ তারিখে সঙ্গে সুদ, খরচ, ইত্যাদি সহকারে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহককে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে। যদি, গ্রাহক তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি বিবেচিত হবে পরিষেবার পরিবর্ত মাধ্যম হিসাবে।

তারিখ ঃ ০৭.০৬.২০২৩
স্থান ঃ বিধাননগর

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি, বিধাননগর

দুরন্ত ভ্রমণ

করমণ্ডল বিপর্যয়ের পর বাতিল একাধিক ট্রেন, বাসেই পুরীমুখী পর্যটকরা

লাইন মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে। তবুও স্বাভাবিক হয়নি দক্ষিণপূর্ব রেলের দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল। আতঙ্ক তো রয়েছেই। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ওই লাইনের ২১টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে। বাতিল ট্রেনের মধ্যে রয়েছে- আপ ও ডাউন শালিমার- পুরী ধৌলি এক্সপ্রেস, আপ ও ডাউন হাওড়া- সেকেন্দ্রাবাদ ফলকনামা এক্সপ্রেস, শালিমার- চেন্নাই সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস, হাওড়া- পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস, ভদ্রক- হাওড়া এক্সপ্রেস, ভুবনেশ্বর- হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, আপ ও ডাউন খড়্গপুর- খুরদা রোড এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ- পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। চারদিন বাদেও অসংখ্য ট্রেন বাতিল হওয়ায় দিনভর চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন যাত্রীরা। এদিকে ঘুরপথে বহু ট্রেন দক্ষিণ ভারতের দিকে যাওয়ায় তার রেকও যথাসময়ে আসবে না জেনে বুধবারও বহু ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ- পূর্ব রেল। বুধবার ১২টি ট্রেন বাতিল থাকছে। কবে ট্রেন ঠিকঠাক চলবে, তা জানতেই হাওড়া অনুসন্ধান অফিসে ভিড় ছিল দিনভর। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ায় আসে ডাউন পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেসটি। যাত্রা শেষেও আতঙ্কের ছাপ ছিল যাত্রীদের চোখেমুখে। সকাল পৌনে ৮টা নাগাদ নির্বিঘ্নে হাওড়ায় পৌঁছে যাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। তারা জানিয়েছেন, বাহানাগার কাছে ট্রেন চলছিল ধীর গতিতে। আজও পুরীর ট্রেন বাতিল। এদিকে পুরীর টিকিট কেটেও ট্রেন না থাকায় বহু পর্যটক বাসেই পুরী যাচ্ছেন। কলকাতা থেকে দশ ঘণ্টায় এসি বাসে পুরী। মঙ্গলবার অ্যাপের মাধ্যমে বাসে বুকিং করে সপরিবার পুরী পৌঁছে যান দীপক রায়। তিনি জানান, বহু আগে ট্রেনের টিকিট বুকিং ছিল। কিন্তু ট্রেন বাতিলে বাধ্য হয়ে বাসে পুরী আসা। এসি ভাড়া সাড়ে তেরোশো টাকা। রেল দুর্ঘটনায় স্বজন হারিয়ে চরম ক্ষতির মুখে বহু পরিবার পড়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার জেরে ট্রেন বাতিলেও হয়রানি

বহু মানুষের। স্বভাবিক কবে হবে সঠিক জানা যায় নি। কর্মব্যস্ত জীবনে লং ট্যুর আর প্রায় হয়ই না? অতঃপর রোজকার অফিস- কাছারি, সংসার, সন্তানের দায়িত্ব সামলে অনেকেই একঘেয়ে জীবনে বিরক্ত। কিন্তু ঘুরতে আমরা কে না ভালবাসি বলুন? বছরে অন্তত টুর মাস্ট! আর সেটা লম্বা হলে মন্দ কী? তবে লম্বা ছুটিতে বাড়ির বাইরে পা রাখার আগে এই কটা কাজ করা কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কয়েকটা কাজ আছে, ঘুরতে যাওয়ার আগে এই কাজগুলি ভুল গেলে একদম চলবে না। নীচের তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন, তাতে ভালোই হবে। ১. আপনার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিকে জানিয়ে রাখুন। বাইরে ঘুরতে গেলে আচমকাই আপনার অনেক টাকার প্রয়োজন হতে পারে। কারণ বিপদ-আপদ তো কাউকে বলে আসে না। আর ক্রেডিট কার্ড যদি অ্যাক্টিভ না করে থাকেন, তাহলে ঘোরার আগে যত দ্রুত সম্ভব সেটা করে ফেলুন। ব্যাংকের এটিএমে যথাযথ টাকা আছে কিনা সেটাও নিশ্চিত করুন। ২. বিদেশে ঘুরতে গেলে ফোনের সিমকার্ড, রিচার্জ এসব সম্বন্ধে আগেই খোঁজখবর নিন। ৩. চোরের উপদ্রব নতুন কিছু নয়। ফাঁকা বাড়ি পেলেই হল। তাই লম্বা ছুটিতে যেতে হলে কোনও বিশ্বস্ত সিকিউরিটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নিরাপত্তারক্ষী রেখে তবেই বাড়ি থেকে বেরোন। আপনার বাড়িতে যথাযথ নিরাপত্তা থাকলে শান্তিতে ঘুরতে পারবেন। ৪. বিমান হোক কিংবা বাস- ট্রেন, টিকিট কনফার্ম কিনা, সেটা নিশ্চিত করে তবেই বাড়ি থেকে বেরোন। অনেককেই কিন্তু ঘুরতে গিয়ে টিকিটের ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। ৫. টুরে যাওয়ার আগে বাড়ির সমস্ত বিল মিটিয়ে দিন। নইলে এসে চাপে পড়বেন। ৬. যেখানে ঘুরতে যাচ্ছেন, সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে প্যাকিং করুন। অযথা কাপড় বাড়াবেন না। ৭. ঘরে রাখা অতিরিক্ত খাবার হয় নিজেরা খেয়ে শেষ করুন। নইলে কাউকে দিয়ে দিন। নষ্ট করবেন না। ফল-সবজির ক্ষেত্রেও তাই। মোট কথা বাড়িতে রেখে যাবেন না। পচন ধরে বদ্ধ ঘরে গন্ধ হবে। ৮. যেখানে ঘুরতে যাচ্ছেন, সেখানকার সমস্ত যোগাযোগ নম্বর এক কপি করে বিশ্বস্ত কোনও বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনকে জানিয়ে রাখুন। ৯. ওয়ালেট কিংবা হাতব্যাগ থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে দিয়ে হালকা করুন। প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যাগের একেবারে ভিতরে ঢোকাবেন না। প্রতিপদে লাগতে পারে এরকম জিনিস হাতব্যাগে রাখুন। ওষুধ, ফার্স্টএ্যাড বক্স নিতে ভুলবেন না। ১০. বাড়ির বাইরে জুতোর র‌্যাক বা কোনও আসবাব থাকলে সেটা ভিতরে ঢুকিয়ে রেখে যান। বিছানাপত্র, ডাইনিং টেবিল ঢেকে গেলে ভালো হবে। এসে পরিস্কার করার ঝামেলা থাকবে না। বেড়াতে যাওয়াটা ভালোই হবে। পরিবার নিয়ে ঘুরতে গেলে এই সমস্ত বিষয়গুলো মেনে চললে সুবিধা লাভ করা যায়।

নৌকাবিহার চাইলে চলে আসুন সাতকোশিয়ার জঙ্গলে

জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা হয়ে গিয়েছে। রথের প্রস্তুতি প্রায় শুরু। ওড়িশা মানেই যে কেবল পুরী আর জগন্নাথ দেব দর্শন তা নয়, ওড়িশায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর সব পর্যটন কেন্দ্র তার মধ্য অন্যতম সাতকোশিয়া। ভুবনেশ্বরের কাছেই সেই সাতকোশিয়া। সাতকোশিয়া ওড়িশার সাতকোশিয়া। মহানদীর উপকূলে বিস্তৃত জঙ্গল। সাত ক্রোশ ব্যাপী নদীর গিরিখাত। তাই নাম সাতকোশিয়া। মহানদীর এই গিরিখাতে নৌকা বিহারের সুযোগও রয়েছে। কমলডিহির ঘাট থেকে শুরু হয় নৌকা বিহার। বর্ষায় এই নদী খাত আরও ভরে ওঠে। সেসময় জঙ্গলও আরও সবুজ হয়ে ওঠে। বর্ষার শুরুর দিকে সাতকোশিয়া বেড়ানো সব থেকে ভাল সময়। তবে বেশি বৃষ্টি হলে নৌকা বিহার বন্ধ থাকে। **নীলমাধব মন্দির**- সাতকোশিয়ার আরেকটি দর্শনীয় স্থান নীলমাধব মন্দির। মন্দির জঙ্গলের মধ্যে। তার জন্য প্রায় ৫০ টি সিঁড়ি ভাঙতে হয়। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে মহানদী। বেলেপাথরের তৈরি মন্দিরটি। এখানে বারোমাসে তেরো পার্বন লেগেই রয়েছে। স্নান যাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসপূর্ণিমা সব হয়। মাঘ মাসে হয় প্রধান উৎসব। সেসময় মেলা বসে এখানে। নীলমাধব মন্দিরের কাহিনী এই নীলমাধব মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। স্কন্দ পুরাণে বলা হয় থাকে শবর রাজা বিশ্বসু নাকি একটি নীলকান্ত মনিকে বিষ্ণু রূপে পুজো করতেন। পরে সেটিই নীলমাধব নামে পূজিত হন। চন্দ্রবংশীয় মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথম এই নীলকান্ত মনির সন্ধান পান এবং তিনি এই মন্দিরটি স্থাপন করেন। তখন থেকে এই মন্দিরটি নীলমাধব মন্দির নামেই পরিচিত। সাতকোশিয়ার জঙ্গল মহানদীর গিরিখাত জুড়ে রয়েছে জঙ্গল। যাকে সাতকোশিয়া রিজার্ভ ফরেস্ট বলা হয়। নীলমাধব মন্দিরের সাত কিলোমিটার পর থেকেই শুরু হয় এই জঙ্গল। এখানে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। ওড়িশা সরকার ইকো টেন্ট তৈরি করেছেন পর্যটকদের জন্য। মহানদীতে নৌকা বিহারের সময় কচ্ছপ থেকে শুরু করে রকমারি মাছের দেখা মেলে। যদি যান বেশ রোমাঞ্চময় হয়ে উঠবে সফর।

শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৭ জুন ঃ নৈহাটি- হালিশহর তৃতীয় লাইনের কাজের জন্য, ১০-১১.০৬.২০২৩, ১১-১২.০৬.২০২৩ এবং ১২-১৩.০৬.২০২৩ তারিখে শিয়ালদহ বিভাগের নৈহাটি এবং ব্যান্ডেল স্টেশনগুলির মধ্যে ইউপি এবং ডাউন লাইনে ২৪০ মিনিটের পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে ১০.০৬.২০২৩, ১১.০৬.২০২৩ এবং ১২.০৬.২০২৩ তারিখে ট্রেন বাতিল- নৈহাটি থেকে ৩৭৫৫৭ ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৫৫৮ ডাইভারশন ১৩১০৬ বালিয়া- শিয়ালদহ এক্সপ্রেস নৈহাটির পরিবর্তে ডানকুনি হয়ে ডাইভার্ট করা হবে এবং ১১.০৬.২০২৩, ১২.০৬.২০২৩ এবং ১৩.০৬.২০২৩ তারিখে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে থামবে। ১৩১৬০ জোগবানি -কলকাতা এক্সপ্রেস নৈহাটির পরিবর্তে ডানকুনি হয়ে ডাইভার্ট করা হবে এবং ১১.০৬.২০২৩ তারিখে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে থামবে। ১৩১৬৬ জয়নগর- কলকাতা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস নৈহাটির পরিবর্তে ডানকুনি হয়ে ডাইভার্ট করা হবে এবং ১২.০৬.২০২৩ তারিখে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে থামবে। ১৩১৫৬ সীতামাড়ি - কলকাতা মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস নৈহাটির পরিবর্তে ডানকুনি হয়ে ডাইভার্ট করা হবে এবং ১৩.০৬.২০২৩ তারিখে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে থামবে। তাছাড়া, ১৩১৪২ নিউ আলিপুরদুয়ার- শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস এবং ১৫০৫২ গোরখপুর- কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ১১.০৬.২০২৩, ১২.০৬.২০২৩ এবং ১৩.০৬.২০২৩ তারিখে ব্লকের দিনগুলি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত হাওড়া বিভাগে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

উত্তর পূর্ব রেল, ব্লক দেওয়ায় ট্রেন বাতিল

গোরখপুর, ৭ জুন ঃ উত্তরপূর্ব রেলের বারাণসী বিভাগের ভাটনি-ছাপরা রেল সেকশনে সীমিত উচ্চতার পাতাল রেল নির্মাণ এবং প্রকৌশল কাজের জন্য ০৮ জুন, ২০২৩ তারিখে ব্লক দেওয়ায় ট্রেন বাতিল, সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি। পুনঃনির্ধারণ , নিয়ন্ত্রণ এবং রুট পরিবর্তন নিম্নরূপ করা হবে। বাতিলকরণ-০৫১৫৬ গোরখপুর-ছাপরা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন যা ৮ জুন, ২০২৩ তারিখে গোরখপুর থেকে চলছে তা বাতিল থাকবে। ০৫১৫৫ ছাপড়া - গোরখপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ০৮ জুন তারিখে ছাপরা থেকে চলমান বাতিল থাকবে। ০৫৪২৯ সালেমপুর- বারহাজ বাজার অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ০৮ জুন তারিখে সালেমপুর থেকে চলা বাতিল থাকবে। ০৫১৫০ বারহাজ বাজার -সালেমপুর অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ৮ জুন তারিখে বারহাজ বাজার থেকে চলমান বাতিল থাকবে। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ০১৭৪৮ বেনারস-ভাটনি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ০৮ জুন, ২০২৩ তারিখে বেনারস ছেড়ে ভাটনির পরিবর্তে মৌ- এ শেষ হবে। সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি-০১৭৪৭ ভাটনি-বারাণসী সিটি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন যা ০৮ জুন, ২০২৩ তারিখে ভাটনি থেকে ছেড়ে যাবে ভাটনির পরিবর্তে মৌ থেকে ডাইভার্ট করা হবে। পুনঃনির্ধারণ ১২৫৬৫ দারভাঙ্গা- নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস ০৮ জুন, ২০২৩ তারিখে দারভাঙ্গা ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত দরভাঙ্গা থেকে ১২০ মিনিটের জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। ১২৫৫৩ সহরসা- নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস ০৮ জুন, ২০২৩ তারিখে সহরসা থেকে ছেড়ে যাওয়ার সময়সূচি সহরসা থেকে ৯০ মিনিটের জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। ১৫০২৭ হাতিয়া- গোরখপুর এক্সপ্রেস ৭ জুন, ২০২৩ তারিখে হাতিযা ছেড়ে যাওয়ার সময়সূচি হাতিয়া থেকে ১৮০ মিনিটের জন্য পুনরায় নির্ধারিত হয়েছে। ১৩০২০ কাঠগোদাম- হাওড়া এক্সপ্রেস ০৭ জুন তারিখে কাঠগোদাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য কাঠগোদাম থেকে ১২০ মিনিটের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

স্কুল চত্বরে এলোপাথাড়ি গুলি, মৃত ২

ভার্জিনিয়া, ৭ জুন ঃ মার্কিন মুলুকে আবার বন্দুকবাজের হামলা। এবার রক্তাক্ত ভার্জিনিয়া। মঙ্গলবার রাতে হাই স্কুলের থিয়েটার হলে চলছিল সমাবর্তন অনুষ্ঠান। হল থেকে পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা বেরোতেই হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। আহত কমপক্ষে ৫ জন। গ্রেফতার করা হয়েছে হামলায় অভিযুক্ত যুবককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড এলাকায় কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে রয়েছে একটি উচ্চ বিদ্যালয়। ওই স্কুলেরই সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলছিল ক্যাম্পাসের একটি থিয়েটার হল। অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা হলের বাইরে বেরোতেই হামলা চালায় ১৯ বছর বয়সি বন্দুকবাজ। তাতেই গুলিবিদ্ধ হন ১৮ এবং ৩৬ বছর বয়সি দু'জন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পর পালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ে যুবক বন্দুকবাজ।

শ্রীনগর থেকে হজযাত্রীদের প্রথম দল রওনা, আধ্যাত্মিক যাত্রার সূচনা

শ্রীনগর, ৭ জুন ঃ কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর বুধবার শুভ এবং আবেগঘন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল, এদিন হজ তীর্থযাত্রীদের প্রথম দল মক্কা এবং মদিনার পবিত্র শহরগুলির উদ্দেশ্যে পবিত্র যাত্রা শুরু করেছে। শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রস্থানের সময় এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। উচ্ছ্বাস এবং প্রার্থনায় ভরা একটি প্রাণবন্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে, তীর্থযাত্রীরা তাঁদের প্রিয়জনকে বিদায় জানানোর সময় প্রত্যাশা এবং উত্তেজনার অনুভূতিতে বাতাস ছিল আবেগঘন। পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা শ্রীনগরের বেমিনা এলাকার হজ হাউসে তাঁদের আশীর্বাদ প্রসারিত করতে এবং তীর্থযাত্রীদের বিদায় জানাতে জড়ো হয়েছিলেন, যারা আজীবন এই সুযোগের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত ছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর হজ কমিটির চেয়ারপার্সন সাফিনা বাইগ বলেছেন, আমরা হজযাত্রীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যাতে কোনওরকম টেনশন অথবা চাপ ছাড়াই হজযাত্রীরা প্রস্থান করতে পারেন। বিমান সরাসরি জেদ্দায় যাচ্ছে।

সাউদার্ন ট্রাভেলস ভিড় এড়াতে দুর্গাপূজার ছুটির প্যাকেজ চালু করছে

কলকাতা, ৭ জুন ঃ সাউদার্ন ট্রাভেলস, ভারতের অন্যতম প্রধান ট্রাভেল এজেন্সি, বাঙালি সম্প্রদায়ের বহুলপ্রতীক্ষিত উৎসব দুর্গাপূজার জন্য তাদের বিশেষ ছুটির প্যাকেজ চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। এখন, বিশ্বজুড়ে তার নতুন ছুটির প্যাকেজগুলির সাথে, কোম্পানির দৃষ্টি এই অঞ্চলে তার উপস্থিতি আরও জোরদার করে এবং গ্লোবট্রটারদের সবচেয়ে সতেজ কিন্তু সাশ্রয়ী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। দুর্গাপূজার ছুটির প্যাকেজগুলিতে ভ্রমণকারীদের জন্য বাসস্থান, পরিবহন এবং দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ সহ বেছে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে। প্যাকেজগুলির বাজেট-অনুযায়ী থেকে বিলাসবহুল পর্যন্ত বিকল্পগুলির সাথে সমস্ত বাজেটের ভ্রমণকারীদের স্বপ্নপূরণ করে। সাউদার্ন ট্রাভেলসের নতুন হলিডে প্যাকেজগুলি মূলত পরিবার, দম্পতি এবং বন্ধুদের আকর্ষণ করার জন্য ডিজাইন করাহয়েছে, যারা একটি আরামদায়ক অবকাশ এবং বিদেশীস্থানে একটি আরামদায়ক ট্রিপচায়। গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং ব্যতিক্রমী পরিষেবার প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ অঙ্গীকার আমাদের কলকাতা শাখায় আমাদের অফারগুলিতে প্রতিফলিত হবে। এটির মাধ্যমে, আমরা বাংলা থেকে আরও ভ্রমণ উৎসাহীদের সেবা করার জন্য উন্মুখ। বৃহত্তম ভ্রমণ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি, বলেছেন সাউদার্ন ট্রাভেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ আলাপতি কৃষ্ণমোহন। দুর্গাপূজার প্যাকেজগুলিতে রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপ যেমন ওয়াইল্ডসাফারি, গেমড্রাইভ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কেনিয়াতে ক্যাম্পিং, সেইসাথে অস্ট্রেলিয়াতে জলখেলার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এইপ্যাকেজগুলিতে গন্তব্যগুলিতে বেশিরভাগ ভারতীয় ঘরানার খাবারঅন্তর্ভুক্ত।

দুটি এক্সপ্রেস ট্রেনে একটি এসি ১ম শ্রেণীর কোচের বাড়ানোর সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৭ জুন ঃ যাত্রীদের আরও সুবিধার জন্য, রেলওয়ে ১৩১০৫/১৩১০৬ শিয়ালদহ- বালিয়া-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস ১২.০৬.২০২৩ তারিখে এবং বালিয়া থেকে ১৩.০৬.২০২৩ তারিখে এবং ১৩১৮৫- এর মধ্যে ছেড়ে যাওয়ার জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে একটি এসি ১ম শ্রেণীর কোচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৩১৮৬ শিয়ালদহ- জয়নগর-শিয়ালদহ গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস শিয়ালদহ থেকে ১০.০৬.২০২৩ তারিখে ছেড়ে যায় এবং ১১.০৬.২০২৩ থেকে জয়নগর ছেড়ে যায়।

অসুস্থ যাত্রীকে সাহায্য মেট্রো আরপিএফর

কলকাতা, ৭ জুন ঃ ০৪.০৬.২০২৩ তারিখে প্রায় ১০.৩০ টায়, একজন অনডিউটি আরপিএফ কর্মী এবং একজন স্টেশন কর্মী মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একজন মহিলা যাত্রীকে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে তারা তাকে সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন। তাকে হুইল চেয়ারে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। ভদ্রমহিলা সুস্থ বোধ করেন। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, তাকে তার বন্ধুর সাথে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

যাত্রীবাহী বাস উল্টে গুরুতর আহত ২২

ঝাড়খণ্ড, ৭ জুন ঃ ঝাড়খণ্ডের গাড়োয়া জেলার ঘোরদাগ মোড়ের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে যায়। সোমবার ভোরে এই দুর্ঘটনায় ২২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রথমে আশেপাশের গ্রামের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে বাসে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এই বাসে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিল। এরপরে খবর পেয়ে গাড়োয়া থানার পুলিশ পৌঁছে দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের কাছের হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মণিপুরে অ্যাম্বুলেন্সেও আগুন, শিশু ও দুই মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল উন্মত্ত জনতা

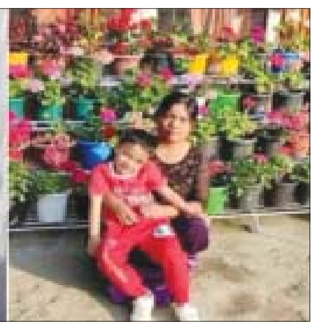

ইম্ফল, ৭ জুন ঃ ভয়াবহ আকার নিয়েছে মণিপুরের সাম্প্রদায়িক হিংসা। এই নজিরবিহীন হিংসার আগুন থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশুরাও। রবিবার (৪ জুন) সন্ধ্যায়, ইম্ফলের ইরোইসেম্বা এলাকায় এক সাত বছরের কিশোর, তার মা এবং তাদের প্রতিবেশী এক মহিলাকে অ্যাম্বুল্যান্স শুদ্ধ নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। অসম রাইফেলস বাহিনীর এক ক্যাম্পে একটি বুলেটের স্প্লিন্টার লেগেছিল শিশুটির মাথায়। তাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে পুলিশি নিরাপত্তাও ছিল। কিন্তু, মাঝ পথে গাড়ি থামিয়ে ওই নৃশংস হত্যা করা হয়। শিশুটিকে দেখেও দুষ্কৃতীদের এতটুকু হাত কাঁপেনি। নিহত শিশুটির নাম টংসিং হ্যাংসিং। মণিপুরের কাংপোকপি জেলার কাংচুপ গ্রামে থাকত সে। ৩ মে থেকে গোটা মণিপুর জুড়ে সংখ্যালঘু মেইতেই এবং আদিবাসী কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। যার বলি হয়েছেন ৭০-এর বেশি মানুষ। কাংচুপ গ্রামে মূলত কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। তবে, এটি কুকি অধ্যুষিত পাহাড় এবং মেইতেই অধ্যুষিত উপত্যকার মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থিত। কাজেই গ্রামটির সংঘর্ষের কবলে পড়া একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। তাই, সংঘর্ষ শুরুর পরের দিনই অর্থাৎ, ৪ মে, ৭ বছরের টংসিং-কে নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়েছিল তার পরিবার। গ্রামের ঠিক বাইরে অবস্থিত অসম রাইফেলস-এর এক শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই থেকে শিবিরের ভিতরে একটা জল শোধনাগার হয়ে উঠেছিল তাদের ঠিকানা। সশস্ত্র বাহিনীর শিবিরে আছে, তাই বাইরের হিংসা তাদের ছুঁতে পারবে না, এমনই ভেবেছিল টংসিং-এর পরিবার। কিন্তু, সবকিছু তাদের পরিকল্পনামাফিক ঘটেনি। শিবিরের আশপাশে বেশ কয়েকটি কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের বাঙ্কার রয়েছে। ৪ জুন বিকেলে, দুই পক্ষ একে অপরকে লক্ষ্য করে অবিরাম গুলিবর্ষণ করা শুরু করেছিল। তারই একটি গুলির ভাঙা অংশ শিবিরের ভিতরে টংসিংয়ের মাথায় আঘাত করেছিল। গুলি প্রথমে একটি জানালার লোহার রডে লাগে, তারপর ভেঙে গিয়ে একটি অংশ টংসিংয়ের মাথায় লাগে। টংসিংয়ের মা মীনা হ্যাংসিংয়ের হাতেও ওই গুলির আরেকটি টুকরো লেগেছিল। টংসিংকে সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন দেওয়া হয়। কিন্তু, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। অসম রাইফেলস-এর কর্তারা বুঝেছিলেন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাদের কাছে দুটি বিকল্প ছিল - কাংপোকপি জেলার লেইমাখং শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া অথবা ২০ কিলোমিটার দূরে রাজধানী ইম্ফলের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। দুই ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ছিল। লেইমাখং কুকি অধ্যুষিত এলাকা। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটি মেইতেই গ্রাম রয়েছে। অন্যদিকে ইম্ফল পুরোপুরি মেইতেই অধ্যুষিত। তবে তার দূরত্ব অনেক কম। দুই বিকল্পই বিবেচনা করে অসম রাইফেলস-এর কর্তারা ঠিক করেন, ইম্ফলেই নিয়ে যাওয়া হবে টংসিংকে। ইম্ফল পশ্চিমের এসপি এস ইবোমচা-কে ফোন করে একটি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলা হয়। দ্রুতই এসেছিল সেই অ্যাম্বুলেন্স। সঙ্গে খোদ ইম্ফল পশ্চিমের এসপি। টংসং- এর সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠেন তার মা মীনা এবং প্রতিবেশী লিডিয়া লোরেম্বাম। মীনা এবং লিডিয়া দুজনেই ছিলেন মেইতেই সম্প্রদায়ের। আদতে ইম্ফলের বাসিন্দা, মীনা, বিয়ে করেছিলেন কুকি সম্প্রদায়ের জোশুয়া হ্যাংসিংকে। অন্যদিকে লিডিয়া এবং তাঁর স্বামী নওটন লোরেম্বাম মেইতেই হয়েও, কুকি-অধ্যুষিত গ্রামেই থাকতেন শান্তিতে। বিকেল ৫ টা নাগাদ, ইম্ফলের রিমস হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল অ্যাম্বুলেন্সটি। সঙ্গে তিনটি গাড়িতে এসপি-সহ ছিলেন ১০ পুলিশকর্মী। অসম রাইফেলসের একটি দলও পুলিশের গাড়িটির সঙ্গে প্রায় দুই কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর, তাদের আটকে দিয়েছিল মণিপুরের অত্যন্ত শক্তিশালী মেইতেই মহিলাদের সংগঠন, 'মেরা পাইবিস'রা। এরপর, অসম রাইফেলসকে যেখানে আটকে দেওয়ার হয়েছিল, তার মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরেই ইম্ফলের ইরোইসেম্বা এলাকায় মেইতেইদের একটি বিশাল দল তাদের কনভয়কে আটকেছিল। অসম রাইফেলসের এক কর্তার মতে, তার আগেই ওই অঞ্চলে গুজব রটেছিল যে, ওই অ্যাম্বুলেন্সে গোপনে কুকি জঙ্গিদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উন্মত্ত জনতা আর কিছু ভাবেইনি। অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর এক গুরুতর আহত শিশু রয়েছে, তার সঙ্গে থাকা দুই মহিলা মেইতেই সম্প্রদায়েরই - এসব কিছুই প্রভাব ফেলেনি। পুলিশের কনভয়ে হামলা চালায় তারা এবং টংসিং, মীনা এবং লিডিয়া- সহ অ্যাম্বুলেন্সটি পুড়িয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই দগ্ধে মারা যান আহত শিশুটি-সহ ওই দুই মহিলা। পুলিশের তিনটি গাড়িও ধ্বংস করে জনতা। দুই পুলিশ কমান্ডো আহত হন। অন্য একটি গাড়িতে কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালান এসপি। মণিপুর পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন ওই ঘটনার পর, সেখান থেকে দেহ বলে কিছু পাওয়াই যায়নি। ঘটনাস্থলে পড়েছিল শুধু দুটি হাড়! কবে, এই হিংসার অবসান ঘটবে, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে বসে আছেন মণিপুরের শান্তিকামী মানুষ। নাহলে টংসিং-এর মতো অনেক সম্ভাবনা হারিয়ে যাবে।

হোস্টেলে ছাত্রীর দেহ, রেললাইনে নিরাপত্তারক্ষীর দেহ

মুম্বই, ৭ জুন ঃ মঙ্গলবার বিকেলে মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভ এলাকায় মহিলা হোস্টেল থেকে কলেজ ছাত্রীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুম্বই পুলিশ ধর্ষণ ও হত্যার মামলা নথিভুক্ত করেছে। ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ ছিল ওমপ্রকাশ কানৌজিয়া নামে এক নিরাপত্তাকর্মী। ফলে পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ পড়েছিল তারই উপরে। কিন্তু, পরে ওই সন্দেহভাজনকে চার্নি রোড রেলস্টেশনের কাছে এক রেললাইনে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ওই সরকারি মহিলা হোস্টেলে গত ১৫ বছর ধরে কর্মরত ছিলেন তিনি। এই অবস্থায় এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নিহত কলেজ ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এই বিষয় স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ কর্তা। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ছাত্রী বান্দ্রার একটি সরকারি পলিটেকনিক কলেজে পড়তেন। যিনি আদতে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। হোস্টেলের চতুর্থ তলায় তাঁর ঘরটিও বাইরে থেকে তালা বন্ধ ছিল। বিকেলে মেরিন ড্রাইভ থানায় খবর দিয়েছিল হোস্টেল কর্তৃপক্ষ। পুলিশের একটি দল এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। সেখানে, মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ওই কলেজ ছাত্রীকে। তাঁর গলায় একটি দোপাট্টা পেঁচানো ছিল। তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। মুম্বইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অভিনব দেশমুখ বলেছেন, সাবিত্রী বাই হোস্টেলে একটি মেয়ে নিখোঁজ এবং তার ঘর বাইরে থেকে তালাবদ্ধ বলে খবর পেয়েছিলাম আমরা। ঘরের ভিতরে গলায় দোপাট্টা জড়ানো এবং মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আমাদের সন্দেহ, তাঁকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এরপর, তদন্তে নেমে পুলিশ দেখেছিল, ওমপ্রকাশ কানৌজিযা নামে ৩০ বছর বয়সী এক হোস্টেলকর্মীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁকে ধরার জন্য খোঁজ খবর করা শুরু করে পুলিশ। তাকে ধরতে অতিরিক্ত কমিশনার অভিনব দেশমুখ এবং মেরিন ড্রাইভের পদস্থ পুলিশ ইন্সপেক্টর নীলেশ বাগুলের অধীনে একটি দল গঠন করা হয়। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ হোস্টেলের পিছনে চার্নি রোড স্টেশনে এলাকায় এক মৃত ব্যক্তির খবর পাওয়া যায়। পুলিশ গিয়ে দেখে সেই ব্যক্তিই ওমপ্রকাশ কানৌজিয়া। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, ওমপ্রকাশ ১ নম্বরের প্ল্যাটফর্মের কাছে রেললাইনের উপর শুয়ে পড়েছিলেন। এরপর, চার্চগেট স্টেশন থেকে আসা একটি ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওমপ্রকাশ আত্মঘাতী হয়েছেন বলেই মনে করছে পুলিশ। তবে এই জোড়া মৃত্যুর পিছনে আর কোনও কাহিনি লুকিয়ে আছে কিনা, সেই দিকটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দু'টি ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ১৬ শ্রমিক

জম্মু, ৭ জুন ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়েতে দু'টি ট্রাকের সংঘর্ষে কমবেশি আহত হয়েছেন ১৬ জন। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঠুয়া জেলার লোগেট মোড়ে। আহতরা সবাই পেশায় শ্রমিক। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকালে কাঠুয়ার লোগেট মোড়ে একটি পিকআপ ট্রাককে ধাক্কা মারে অপর একটি ট্রাক। এই দুর্ঘটনায় ১৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলা ও একটি শিশু রয়েছে। শিশুটি গুরুতর আহত হয়েছে। শ্রমিকরা নির্মাণকাজে যাচ্ছিলেন, তখন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নির্মাণ সামগ্রী পিক্সার মেশিন নিয়ে মাহিন্দ্রা পিকআপ ট্রাকটি শ্রমিকদের নিয়ে নির্মাণ কাজের জায়গায় যাচ্ছিল। আহতরা কাঠুয়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

Name Change

I, ARJUNA BEGUM AND ARJUNA MONDAL (old name) D/O SK AINUDDIN MONDOL W/O MIR FAKURUDDIN resident of Vill-Khalatpur, PO-Dihibhursut, PS-Udaynarayanpur, Dist-Howrah, Pin-712408 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ARJUNA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. ARJUNA BEGUM, ARJUNA MONDAL and ARJUNA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, NIVEDITA SENGUPTA (old name) W/O TATHAGATA SENGUPTA Resident 56, Swinhoe Lane, PO-Kasba, PS-Kasba, Kolkata- 700042 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NIVEDITA CHAKRABARTY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. NIVEDITA SENGUPTA and NIVEDITA CHAKRABARTY both are same and one identical person.

Name Change

I, SWAPAN KUMAR PARESH CHANDRA KHANRA (old name) S/O PARESH CHANDRA KHANRA Resident of Pratima Apartment, Flat No-101A, 373 Mohiary Road, Jagacha, Howrah, Pin-711112 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SWAPAN KUMAR KHANRA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. SWAPAN KUMAR PARESH CHANDRA KHANRA and SWAPAN KUMAR KHANRA both are same and one identical person.

Name Change

I, SK BASARUL ISLAM (old name) S/O SEKH AFJAL HOSSAIN Resident of Anandapur, Joynagar, Ghatal, Paschim Medinipur, Pin-721212 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH BASARUL ISLAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. SK BASARUL ISLAM and SEKH BASARUL ISLAM both are same and one identical person.

Name Change

I, SANJAY KUMAR JENA (old name) S/O SUNIL RANJAN PAUL Resident Vill+PO-Rambhadrapur, PS-Sabang, Dist-West Medinipur, Pin-721144 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANJAY KUMAR PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. SANJAY KUMAR JENA and SANJAY KUMAR PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I SAMIR BISWAS S/O RABIN BISWAS R/O BEGOPARA SHALBAGAN, RANAGHAT, NADIA-741256 WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VINCENT SAMIR BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2023.

Name Change

I ARIJITA DEDHARA W/O ABHIMANYU DEDHARA R/O 41 SK DEB ROAD,1ST BY LANE, PS-LAKE TOWN, BIDHANNAGAR, NORTH24PARGANAS-700048,WEST BENGAL.SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS ARIJITA BASU DEDHARA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2023

Name Change

I, MAMTA KUMARI (Old Name) D/o Rajendra Gond and W/o Chandrama Shah, resident of BL-New, 3rd-FR Fl-3B, B3- 38/4/78/1-2 Santoshpur Govt Mollargate, Diamond Harbour, Pin-700412, WEST BENGAL, India, have changed my name to (henceforth known as) Mamta Shah (New Name) vide affidavit dated 03.06.23 sworn before Notary Public at Kolkata. MAMTA KUMARI and Mamta Shah is the same and one identical person.

Name Change

I, GITANJALI JENA (old name) S/O PADMACHARAN PATTANAYEK Resident Vill+PO- Rambhadrapur, PS-Sabang, Dist- West Medinipur, Pin-721144 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GITANJALI PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. GITANJALI JENA and GITANJALI PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, SUBODH KUMAR SHARMA(old name) S/O KAILASH SHARMA Resident 20/17, Golam Abbas Lane, PS-Golabari, Howrah-711106 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUBODH SHARMA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. SUBODH KUMAR SHARMA and SUBODH SHARMA both are same and one identical person.

Name Change

I, SANTOSH KUMAR JENA (old name) S/O SAROJ BHUSAN PAUL Resident Vill+PO- Rambhadrapur, PS-Sabang, Dist- West Medinipur, Pin-721144 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUNIL RANJAN PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. SANTOSH KUMAR JENA and SUNIL RANJAN PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, RASHIDA PARVIN (old name) W/O MOKSED ALI TARAFDAR Resident Kachhari Para Bunia Abad, PS-Sandeshkhali, Basirhat-743442 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RASHIDA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/06/2023. RASHIDA PARVIN and RASHIDA BIBI both are same and one identical person.

নদীয়ায় অভিষেকের সফরের আগেই দুই পৌরসভায় সিবিআই তল্লাশি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৭ জুন ঃ সম্প্রতি রাজ্যে শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি অসংখ্য পৌরসভাতেও নিয়োগের দুর্নীতির অভিযোগ আসার পর বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় একটি রায়ে জানান পৌরসভার নিয়োগের দুর্নীতির তদন্তের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সিবিআই এফআইআর দায়ের করে তদন্তের কাজ শুরু করতে পারবে। পাশাপাশি নির্দষ্ঠ সময়ের মধ্যে রিপোর্ট আদালতে জমাও দিতে হবে। এর ফলে রাজ্যের যে ৯০ টি পৌরসভায় কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির প্রাথমিক অভিযোগ উঠেছে, আদালতের রায়ে সেগুলির তদন্ত করার দায়িত্ব সিবিআই হাতে পেয়েই তৎপর হয়ে ওঠে। আর বুধবার সকাল হতেই রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভায় হানা দেয় সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। এরি পাশাপাশি এদিন নদীয়ার - শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর পৌরসভায় সকাল আনুমানিক ১১ টায় হাজির হয় সিবিআইয়ের বিশেষ দল। কৃষ্ণনগর পৌরসভায় এসেই বড় বাবুর দপ্তরে উপস্থিত হয়। এবং সেখানে প্রায় বিকেল চারটে পর্যন্ত তারা তদন্ত করে বেরিয়ে যায়। সুত্র মারফত জানা যায় এতটা সময় টানা চলে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ, চলে বিভিন্ন নথি যাচাই, সহ বিভিন্ন বিষয়ে বড়বাবুর বয়ান নেওয়াও হয়। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান রিতা দাস বলেন, সিবিআই তাদের তদন্তের জন্য এসেছিলেন, তদন্ত সেরে কিছু নথি নিয়েগেছেন, আমাকে সিজার লিস্টও দিয়েছে, পরবর্তী সময়ে আবারও আসতে পারেন বলেছে,আমিও তাদের আসতে বলেছি, তবে তাকে কলকাতায় ডাকার আশংকা আছে নাকি প্রশ্নে তিনি বলেন সেই বিষয়ে কিছু বলে নি। পাশাপাশি এদিন সকাল থেকে একি ভাবে তল্লাশি চলে শান্তি পুর পৌরসভাতেও। সেখনেও এক টানা চলে নাকা তল্লাশি, চলে নথি যাচাই, সূত্রের খবর শান্তি পুর পৌরসভার থেকেও সিবিআই সংগ্রহ করেছে বেশ কিছু নথি। শান্তি পুর পৌরসভায় সিবিআই তল্লাশি প্রসঙ্গে পৌরপতি জানায় তারা তদন্তের স্বার্থে এসেছিল আমরাও তাদের সবরকম ভাবে সহায়তা করেছি, বেশ কিছু নথি তারা সংগ্রহ করেছে, তার লিস্টে লিস্টও দিয়েছে, আরও কিছু নথি লাগবে জিজ্ঞেস করলে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা না বলেছেন, আগামী দিনে আবার আসলে আমরা এভাবেই সহোযোগিতা করবো। কৃষ্ণনগর পৌরসভা থেকে সিবিআইয়ের আধিকারিক বেরোনোর সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানায় আদালতের নির্দেশে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তারা এসেছেন, তবে কি কি নথি সংগ্রহ হলো, বা কাউকে কলকাতায় ডাকা হবে নাকি প্রশ্ন করলে তার কোনরূপ উত্তর তারা দেয় নি। আর জেলার দুই পৌরসভায় এ হেন সিবিআই তল্লাশি প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে বিরোধীরা।

গভীর নলকূপের উদ্বোধন হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুন ঃ গভীর নলকূপের উদ্বোধন হল হাওড়ায়। উদ্দেশ্য জল সঙ্কটের সমাধান। বুধবার সকালে হাওড়া পুরসভার ২৮ ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের জল সংকটের সমাধানে নবনির্মিত গভীর নলকূপের শুভ উদ্বোধন হয়। বেলা

১১টায় রামকৃষ্ণপুরের চারুচন্দ্র সিংহ লেনের চিলড্রেন্স পার্ক ঘেঁসের মাঠে এক অনুষ্ঠানে এর শুভ সূচনা করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, গতকাল থেকে প্রচন্ড দাবদহ চলছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে সকাল ১০টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাতে না কেউ বের হন। সুতরাং সকলকেই এই সময়টা সুস্থ থাকতে হবে। যতটা সম্ভব রোদ এড়িয়ে চলতে হবে। হাওড়া শহরে কিছু কিছু এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে। সমস্যা হলেই আমাকে জানান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। পুরসভায় সুজয় চক্রবর্তী, ধবল জৈন রয়েছেন। আমরাও রয়েছি। সুতরাং কোথাও জলের সংকট হলে জলের কোন সমস্যা হলে দ্রুত জানান। আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেব। অরূপ রায় এদিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাজ্য সরকাররের পক্ষ থেকে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার এই দু'দিন সকাল ১০ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত বাইরে না বেরনোর নির্দেশ জারি করা হয়েছে। গ্রীস্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে এই সময় যত বেশিক্ষণ সম্ভব বাড়িতে থাকুন। হাওড়া জুড়ে জলের সমস্যা চলছিল। ২০১১ সালের পর হাওড়া জেলায় বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের কাজ শুরু করা হয়েছিল। সেই বুস্টার পাম্প খুব তাড়াতাড়ি শুরু করা হবে। এটা শুরু হলে মধ্যে হাওড়ার বেশ কিছু এলাকা যেখানে জলের সমস্যা আছে তা মিটবে। এর পাশাপাশি এখানে দ্রুত একটা গভীর নলকূপ করা হয়েছে। জলের সমস্যা আছে থাকবে। সমস্যা হলেই আমাদের জানাবেন। সমস্যা জানালে তা যত দ্রুত সম্ভব তা সমাধান হবে।

মহাকাশ নিয়ে গবেষণা চালাতে স্যাটেলাইট বানাচ্ছে বড়শুলের ক্ষুদে সাইন্টিস্ট আবীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ জুন ঃ দুস্কৃতিদের হাত থেকে মহিলাদের সুরক্ষার বিশেষ যন্ত্র আবিস্কার করে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস এর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের গ্রান্ড মাস্টার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের ব।শুলের 'ক্ষুদে সাইন্টিস্ট' হিসাবে জনপ্রীয় আবীর ঘোষ। এবার মহাকাশ গবেষনার দিক থেকে ভারত কে শক্তিশালী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে স্যাটিলাইট ও রকেট নিয়ে কাজ করছে পূর্ব বর্ধমানের বড়শুলের বাসিন্দা তথা দুর্গাপুর বেঙ্গল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর দ্বিতীয় বর্ষের এই ছাত্র। মহাকাশ নিয়ে গবেষনা করতে ইতিমধ্যেই নিজেদের খরচের উদ্বৃত্ত টাকা জমিয়ে 'তালিশা স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন' নামে একটি মহাকাশ গবেষনা সংস্থাও খুলে ফেলেছে আবীর এবং তার সহযোগী শ্রেয়া সরকার। আবীর জানিয়েছে,'' এখন স্যাটেলাইট এবং রকেট নিয়ে কাজ করছি । আমরা একটি মডেল রকেট বানাচ্ছি জেটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০০ মিটার ওপরে উঠবে এবং তার সাথে সাথে অটোমেটিক প্যারাসুট ওপেন হবে এবং সেভ ল্যান্ডিং করবে ।'' আবীর আরও জানিয়েছে যে, ''আমরা একটি স্যাটেলাইট বানাচ্ছি যেই স্যাটেলাইটটি নাম হলো 'কিউট স্যাড' যেই স্যাটেলাইটের উদ্দেশ্য হলো সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক প্রতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব যেভাবে আমাদের পৃথিবীতে পড়ছে তার জন্য আমাদের ওজোন স্তর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তার সাথে বিভিন্ন ধরনের রোগ আমাদের শরীরে দেখা দিচ্ছে। আমাদের স্যাটেলাইটটির উদ্দেশ্য হল সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব কি দিনে দিনে বাড়তে চলেছে না ক্রমাগত সূর্যের থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব কমছে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা এটিকে যাচাই করব এবং দেশকে একটি নতুন দিশা দেখাবো। গত এক বছর ধরে আমরা এটির উপর কাজ করছি সামনের জুলাই মাসে আমরা এই মডেল রকেটটির একটি টেস্টিং করব।'' আবীরের লক্ষ্য আগামী দিনে রকেট এবং স্পেস সাইন্স নিয়ে আরও বেশী কাজ করা। তাদের মিশন হ'ল মহাকাশে যে সমস্ত স্যাটেলাইট গুলি ঘুরে বেড়ায়, সেই সমস্ত স্যাটেলাইট গুলিকে যাতে আবার রিসাইকেল করে ভূপৃষ্ঠে নিয়ে আসা।

দেহ না পেয়ে বালাসোর থেকে খালি হাতে ফিরল নিত্যম রায়ের পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জুন ঃ বামনগোলা থানার, ভোমরইল গ্রামের বাসিন্দা নিত্যম রায়। করমন্ডল এক্সপ্রেসে ওঠে। তার স্ত্রীর সাথে ট্রেনে ওঠার সময় কথা হয়। ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর তার স্ত্রী ফোন করে। কিন্তু ফোন তুলেছে অপরিচিত এক ব্যক্তি। সকাল থেকেই ফোনের সুইচ অফ ছিলো। সেই খবর পেয়ে বালাসোরে ঘটনাস্থলে উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সেখানে গিয়ে। মৃতদেহ না পেয়ে বালাসোর থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন নিত্যম রায়ের পরিজনরা। শোকস্তব্ধ হয়ে পরে পরিবারের লোকেরা। পরিবারকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই গ্রামবাসীদের। এই পরিস্থিতিতে তাদের বাড়িতে যান, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মালদা জেলা নেত্রী ছবি দেব।

সেতু ছাড়াই প্রায় কুড়ি বছর ধরে নদীর উপর দিয়ে পারাপার এলাকার বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জুন ঃ প্রত্যেক বছর পঞ্চায়েত ভোটের আগে একাধিক আশ্বাস মিললেও আজও দাবি পূরণ হয়নি এলাকাবাসীদের। বাধ্য হয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন তারা। এমনকি গ্রামের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে ভোট বয়কটের ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের তরফে। পাশাপাশি এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রথমে বিক্ষোভ ও পরে ব্যানার ঝুলিয়ে দিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দেয় এলাকাবাসীর। এমনটাই ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজীপাড়া (মুন্ডা পাড়া) এলাকায়। প্রায় দুই হাজারের অধিক মানুষ দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে শিঙিমারী নদীর উপর দিয়ে কোন সেতু ছাড়াই যাতায়াত করছেন। কিছুটা সময় বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করলেও বর্তমানে সাঁকো জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। শিঙিমারী নদীর ওপর স্থায়ী ব্রিজের দাবিতেই এবার এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। তবে শাসক দলের পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য বাসিন্দাদের অসুবিধার কথা স্বীকার করে। কিন্তু সমাধান করতে হিমশিম প্রশাসন। তবে নাকি দ্রুত সিঙ্গিমারী নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দিয়ে আপাতত যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে এমনটাই আশ্বাস দেন। এদিকে বাঁশের সাঁকোয় খুশি নন এলাকাবাসী। তাই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তেই তারা অনড়।

সুশীল মোদীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে কোচবিহার রাজবাড়ির সামনে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ জুন ঃ কোচবিহারের মহারাজা এবং কোচবিহারের রাজকন্যাকে নিয়ে বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে আজ কোচবিহার রাজবাড়ীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। উল্লেখ্য গতকাল কোচবিহার রাজবাড়ি পরিদর্শন করার পর সুশীল মোদী বলেন, কোচবিহারে এই রাজমহল খুব ভালো। সেই সময়ের রাজা- মহারাজারা গরীব জনগণের টাকায় নিজের বিলাসিতার জন্য এই ধরনের মহল তৈরি করেছে। সেই সময়কালের বেশিরভাগ মহারাজাদের জনগণের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। জনগণের কাছ থেকে জোরজবরদস্তি ট্যাক্স আদায় করতো এবং বিলাসিতা করত। তারা একাধিক বিয়ে করতো, শিকার করত , বাঘ কমে গিয়েছে এর অন্যতম কারণ এই সমস্ত রাজা - মহারাজারা। এছাড়াও তিনি বলেন, গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানী ছিলেন। ১৯৬২ সালে নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে একজন সুইপার পতিতদ্বন্দ্বিতা করেছিল। সুশীল মোদীর এই ধরনের মন্তব্যের পর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে ট্রেন বাতিল, আংশিক বাতিল এবং ডাইভার্ট

মালিগাঁও, ৭ জুন ঃ কামাখ্যা- গোয়ালপাড়া টাউন সেকশনের সিংড়া স্টেশনে পণ্য বোঝাই ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এনএফ রেলের রাঙ্গিয়া বিভাগ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে, আংশিকভাবে বাতিল করা হয়েছে এবং উল্লিখিত হিসাবে ডাইভার্ট করা হয়েছে। ট্রেন বাতিল ঃ ট্রেন নং ১৫৬০২ (গুয়াহাটি - ধুবরি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নম্বর ০৫০২০ (গুয়াহাটি - মেন্দিপাথার) বিশেষ এবং ট্রেন নং ০৭৫২৪ (গুয়াহাটি - নিউ বোঙ্গাইগাঁও) ০৭ জুন, ২০২৩ তারিখে ডেমু বিশেষ যাত্রা শুরু হয়েছে। বাতিল ট্রেন নং ১৫৬০১ (ধুবরি - গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ০৫০১৯ (মেন্দিপাথার - গুয়াহাটি) বিশেষ এবং ট্রেন নং ০৭৫২৩ (নতুন বোঙ্গাইগাঁও - গুয়াহাটি) ৮ জুন, ২০২৩ তারিখে ডেমু বিশেষ যাত্রা শুরু হবে। বাতিল ট্রেন ঃ ট্রেন নং ১৫৪১৮ (শিলঘাট টাউন - আলিপুরদুয়ার জং।) রাজ্য রানী এক্সপ্রেস ৭ জুন, ২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু করেছে। গুয়াহাটিতে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করা হয়েছে এবং গুয়াহাটি এবং আলিপুরদুয়ার জং এর মধ্যে বাতিল করা হয়েছে। কামাখ্যা- রাঙ্গিয়া-নতুন বোঙ্গাইগাঁও হয়ে ট্রেনের ডাইভারশন ঃ ট্রেন নম্বর ০২৫০২ (আগরতলা - কলকাতা) ৭ জুন, ২০২৩ তারিখে বিশেষ যাত্রা শুরু। নিউ বোঙ্গাইগাঁও- রাঙ্গিয়া- কামাখ্যা হয়ে ট্রেনের ডাইভারশন ট্রেন নং ১৯৬১৫ (উদয়পুর শহর - কামাখ্যা) এক্সপ্রেস, ট্রেন নং ০৭০৩০ (সেকেন্দ্রাবাদ - আগরতলা) বিশেষ এবং ট্রেন নং ০৭০৪৬ (সেকেন্দ্রাবাদ - ডিব্রুগড়) ৫ জুন, ২০২৩ তারিখে বিশেষ যাত্রা শুরু। ট্রেন নং ১৩২৪৮ (রাজেন্দ্র নগর - কামাখ্যা) ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ০৬ জুন, ২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু করছে। আরও, ট্রেন নং ০৭০৪৭ (ডিব্রুগড় - সেকেন্দ্রাবাদ) ০৮ জুন, ২০২৩ তারিখে ডিব্রুগড় ছেড়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ নির্ধারিত হবে। ডিব্রুগড় এবং এর মধ্যে বাতিল থাকবে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার কারণে রেক না পাওয়ায় সেকেন্দ্রাবাদ- ওড়িশা।

মালদায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বাইরে রয়েছে ঘুঘুর বাসা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জুন ঃ মালদায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বাইরে রয়েছে ঘুঘুর বাসা। আর তাতেই প্রতারিত হচ্ছে অনেক সাধারণ মানুষ । এইসব অসাধু চক্রগুলির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে প্রশাসনকে। বুধবার স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে এমনটাই মতামত জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। পাশাপাশি জমি বিষয়ক দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর ক্ষেত্রেও আরও কি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে সেই ব্যাপারে মালদা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স রুমে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, স্ট্যান্ডিং কমিটির ভূমি বিষয়ক কর্মকর্তা তথা পুরুলিয়ার বিধায়ক বিবেকানন্দ বাউরী। ছিলেন রতুয়ার তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখার্জি সহ অন্যান্য দলের বিধায়কেরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকেরাও। মূলতঃ এদিন স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর ওপরই মূলতঃ আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্লকের ভূমি রাজস্ব দপ্তরে গ্রামীণ এলাকার মানুষ জমি সংক্রান্ত বিষয়ে গিয়ে যাতে অসাধু চক্করের খপ্পরে না পড়ে, হয়রানি যাতে না হতে হয়, সেই বিষয় নিয়েও এদিনের এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়। তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, বিভিন্ন ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বাইরে কিছু অসাধু চক্র রয়েছে। এদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকার মানুষদের যাতে প্রতারিত না হতে হয় সেই বিষয়েও এদিন স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। জেলার বেশ কয়েকটি ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানান অভিযোগ উঠে আসছিল। যদিও তাদের বদলি হয়ে গিয়েছে। নতুন অফিসারেরা এসেছেন । আশা করছি এই সমস্যা এখন নেই। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার জমি, পুকুর বাগান থেকে যাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বেশি করে জোর দিতে পারে সে ব্যাপার নিয়েও মতামত বিনিময় করা হয়েছে। বর্তমানে যে পরিমাণ রাজস্ব সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকার পাচ্ছে, তার থেকেও যাতে বেশি রাজস্ব আদায় হওয়া সম্ভব কিনা তা এদিনের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের অসুবিধা হতে দেওয়া যাবে না, বিদ্যুৎ লাইন যেতে দিতে হবে সতর্ক বার্তা বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৭ জুন ঃ মানুষের অসুবিধা কোনো ভাবেই হতে দেওয়া যাবে না। তাই নিজের দলের বুথ সভাপতির কোনো ওজর আপত্তি শোনা হবে না। বিদ্যুৎ বিহীন বেশ কয়েকটি পরিবারকে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি, বুথ সভাপতিকে এবং বিভাগীয় দফতরকে জানালেন সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। প্রয়োজনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানান বিকাশ রায়চৌধুরী। ঘটনাচক্রে সিউড়ি পুরসভার পনেরো নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বুথ সভাপতি রাইহান খানের বাড়ির সীমানার মধ্যে বিদ্যুৎ দফতরের খুঁটি বসানো বহু পুরাতন আমল থেকেই। যেহেতু তার সীমানায় ইলেকট্রিকের খুঁটি পড়শি বিবাদের কারণে কাউকেই সেই খুঁটির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ করতে দিচ্ছেন। এরফলে বিদ্যুতের জন্য আবেদন করলেও, বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত ওই এলাকার বহু মানুষ। বর্তমানে এই গরমে অনেকের নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা। বাধ্য হয়ে তাঁরা সিউড়ি থানার দ্বারস্থ হন। অভিযোগও দায়ের করেন বুথ সভাপতি রাইহান সেখের বিরুদ্ধে। বিষয়টি সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর নজরে আসতেই তিনি তৎপর হন। দলীয় বুথ সভাপতিকে নির্দেশ দেন যে মানুষের বিদ্যুৎ আটকানো যাবে না। বুথ সভাপতি রাইহান সেখ বিয়ের অনুষ্ঠানে দুবরাজপুরে আছেন। ১০ তারিখের মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে। ফলে আশ্বস্ত হন এলাকার দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎহীন ছয়টি পরিবার। বিদ্যুৎ বিভাগের লাইন যেতে দেওয়ার ব্যাপারে, দলের বুথ সভাপতিকে, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর সতর্ক বার্তা দেওয়ায় প্রশংসা করেছেন এলাকার ক্ষুব্ধ মানুষ। বুধবার এই মানুষগুলো প্রতিবাদে বাচ্চা- বয়স্কদের নিয়ে পথ অবরোধে সামিল হন। এই পড়শি বিবাদের জেরে দীর্ঘ ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ছয়টি পরিবারের ভাগ্যে মেলেনি বিদ্যুতের সংযোগ। প্রতিবাদে ত্রিপল টাঙ্গিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন ছয়টি পরিবার। ভ্যাপসা গরমে দিশেহারা পরিবারের সদস্যরা বাচ্চা বয়স্ক সকলকে নিয়ে প্রতিবাদে নামেন। পরিবারের সদস্য দের অভিযোগ, সিউড়ির ১৫ নং ওয়ার্ডেই পুরাতন লাইন পাড়ার তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাইহান খানের বাড়ির সীমানা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিদ্যুৎবাহী তার। আর সেই কারণেই এই তৃণমূল নেতা দীর্ঘদিন ধরেই জোর পূর্বক গায়ের জোর ঘাটিয়ে ইলেকট্রিক তার নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। ফলে বিদ্যু সংযোগ পাচ্ছে না এই পরিবার গুলি। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান অঞ্জন কর এর ওয়ার্ড। পরিবারের সদস্য মাম্পি বিবি বলেন, যিনি বাধা দিচ্ছেন তার শেষ সীমানা পাঁচিল পেরিয়ে করা হবে তাতেও আপত্তি করা হচ্ছে । সবমহলে জানিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি । জেসমিনা বিবি বলেন, শাশুড়ির আমল কেটে গেল এখন আমাদের কিভাবে কাটবে । পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথা বলছি। যাতে বিদ্যুৎ হয়ে যায় তাই কোর্টে যাচ্ছি না । যদিও ঘটনার কথা শুনেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। তিনি কথা শুনেই অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার সাথে ফোনে কথা বলেন এবং আপ্ত সহায়ককে দ্রুত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে বলেন। প্রয়োজনে মাটির নিচে নিয়ে লাইন নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন।

জোড়া বিপত্তি। প্যান্টোগ্রাফ ভাঙল কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসের, চেন্নাইগামী করমন্ডল এক্সপ্রেসের এসি বিকল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জুন ঃ একই দিনে জোড়া বিপত্তি। প্যান্টোগ্রাফ ভাঙল কোল্ডফিল্ডের। চেন্নাইগামী করমন্ডলের এসি বিকলের অভিযোগ। উড়িষ্যার বালেশ্বরের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর করমন্ডল এক্সপ্রেস বুধবার বিকেল তিনটে কুড়ি মিনিটে ছাড়ে। যদিও সেই ট্রেনের এসি বিকল হয়ে যাওয়ায় বিপত্তি ঘটে। সাঁতরাগাছি স্টেশনে ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে এসি মেরামত করা হয়। ওই ট্রেনের বি-১, বি-২ ও বি-৩ কামরায় এসি বিকল হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর শালিমার থেকে সাঁতরাগাছিতে ট্রেন এসে দাঁড়ালে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরার যাত্রীরা ঘটনার প্রতিবাদ জানান। সাঁতরাগাছি স্টেশনেই এসি মেরামত করা হয়। এই কারণে প্রায় ২০ মিনিট ট্রেনটি সাঁতরাগাছি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর ফের ট্রেনটি চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন বিকেলে হাওড়ার বামনগাছি ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে যায় কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস। যাত্রীদের অভিযোগ, ট্রেনটি যাওয়ার পথে হঠাৎ করে একটি বড়ো ঝাঁকুনি হয়। এরপর ফ্ল্যাশ হয় ওই ট্রেনে। তারপরই ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা কিছু বুঝে ওঠার আগে ট্রেনটি থেমে যায়। জানা যায়, হাওড়া থেকে ছেড়ে যাবার পর ওই ট্রেনের ইঞ্জিনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যায়। এতেই ট্রেনটি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। রেল সূত্রে জানা গেছে, ১২৩৩৯ আপ হাওড়া-ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ার পরে বিকেল ০৫-৩২ মিনিট থেকে বামনগাছির কাছে আপ হাওড়া- বর্ধমান কর্ড লাইনে আটকে পড়ে। ট্রেনের ইঞ্জিনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙেই এই বিপত্তি ঘটে। ওই লাইনের ওভারহেড তারও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্যান্টোগ্রাফ সুরক্ষিত করতে এবং ওই লাইনে ওভারহেড পাওয়ার পুনঃস্থাপনের জন্য টাওয়ার ভ্যান সাইটে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচলের চেষ্টা করা হয়। পরে সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ ওই ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধ্যায় ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় করমন্ডলের প্রচুর যাত্রী হতাহত হয়েছিলেন। চারদিন পর বুধবার থেকে ফের যাত্রা শুরু করে করমন্ডল। নির্ধারিত সময় বিকেল ৩টে ২০ মিনিটেই শালিমার থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয় করমন্ডল এক্সপ্রেস। ছিল সেই একই ছবি। জেনারেল বগিতেও ছিল ঠাসাঠাসি ভীড়। উৎসাহের ঘাটতি ছিল না যাত্রীদের মধ্যে। কেউ গেলেন কাজের টানে। রুজিরোজগারের আশায়। কেউ যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য। ওই ট্রেনের এক মহিলা যাত্রী এদিন বলেন, চিকিৎসার জন্য ২ মাস আগে টিকিট কাটা হয়েছিল। ৩ জুন ডেট কনফার্ম হয়েছিল। দুর্ঘটনা হল। সেই কারণে তখন যাওয়া হল না। আমি অসুস্থ। কি করে ডাক্তার দেখাতে যাব কিছুই বুঝতে পারছি না। জেনারেল কম্পার্টমেন্টেই অগত্যা যেতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এখানে গেলে আরও অসুস্থ হয়ে যাব। ভয়বহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর মনে ভয় নিয়ে যাচ্ছি। মনে একটা আতঙ্ক আছে। তা সত্ত্বেও যেতে হচ্ছে জেনারেল কম্পার্টমেন্টে। করমন্ডলের জনৈক স্টাফ বলেন, নিরাপত্তার ব্যাপারে কখনোই কোনও আপোস করা হয়না। যাওয়ার সময় ৫ মিনিট দেরি হবে। কিন্তু যাত্রীদের নিরাপত্তা সবসময় গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের হাজার হাজার ট্রেন চলে। ১০০ শতাংশ যতক্ষণ না সন্দেহমুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি চালানো হয় না। এতদিন বাদে কোনও টেনশন নেই। যাই হোক না সবসময় আমরা প্রস্তুত থাকি।

দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে আম মেলায় ব্যাপক সাড়া মালদার সুবিখ্যাত আমের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জুন ঃ ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে শুরু হওয়া ১৫ দিন ব্যাপী আম মেলায় ব্যাপক সাড়া ফেলল মালদা জেলার সুবিখ্যাত বিভিন্ন প্রজাতির আম। গত বছরের মতো এই বছরও ভারতবর্ষের রাজধানীতে ব্যাপক সাড়া ফেলল মালদার আম। খুশি মালদা জেলার আম চাষি এবং ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ্য গত ৫ তারিখ ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী আম উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মালদা জেলার বিভিন্ন প্রজাতির আম এই প্রদর্শনীতে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য তাদের উপাদিত আম এই প্রদর্শনীতে নিয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা থেকে হিমসাগর, রাখাল ভোগ সহ ১০ ধরনের প্রায় ১৭ মেট্রিক টন আম দিল্লির এই মেলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে মেলার তৃতীয় দিন বুধবার দিল্লির হ্যান্ডলুম হাটে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, ইতিমধ্যে মালদা জেলার আম ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শুধু মালদা নয় পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া সহ গোটা রাজ্যের আমও বেশ সারা ফেলেছে এই মেলায়। আম মেলায় প্রায় ৮ টন আম তার মধ্যে শুধু মালদা জেলার প্রায় চার টন আম বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer(Electrical)/Lighting/ Zone-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) N.I.T. No.: KMC/LTG/CM/23-24/06
Name of the Work : **Repairing & renovation work for Bustee Lighting System at Sardar Para, Guski Para, Kasmiri Para Bustee & bustee surrounding area in Ward no. 133**; Estimated Amount : **Rs. 1,49,513.99**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(2) N.I.T. No.: KMC/LTG/CM/23-24/07
Name of the Work : **Operation & maintenance of electrical system at G.R. Maternity Home in Ward no. 134, under Borough-XV**; Estimated Amount : **Rs. 1,68,096.00**; Earnest Money : **Rs. 3,400.00**; Period of Completion : **365 Days**;

(3) N.I.T. No.: KMC/LTG/CM/23-24/08
Name of the Work : **Installation of street lighting arrangement at Dhankheti, Kasai Para, Chaina Para and surrounding areas in Ward no. 135**; Estimated Amount : **Rs. 3,59,336.93**; Earnest Money : **Rs. 7,200.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(4) N.I.T. No.: KMC/LTG/RS/23-24/07
Name of the Work : **Installation of pole with light fittings from Rail Line Road to Gandhi Maidan and others in Ward no. 138**; Estimated Amount : **Rs. 3,10,900.62**; Earnest Money : **Rs. 6,250.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(5) N.I.T. No.: KMC/LTG/RS/23-24/04
Name of the Work : **Improvement of street lighting system at Behala Para, Haji Ratan Lanes & Bye Lanes and others in Ward no. 139**; Estimated Amount : **Rs. 3,10,413.80**; Earnest Money : **Rs. 6,250.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(6) N.I.T. No.: KMC/LTG/RS/23-24/05
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Bustee areas of Panch Para, Mitha Talaw, Majar Para etc. in Ward no. 138, Borough-XV**; Estimated Amount : **Rs. 1,49,719.02**; Earnest Money : **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(7) N.I.T. No.: KMC/LTG/RS/23-24/06
Name of the Work : **Improvement of street lighting system by LED fittings at Jugi Para, Murry Road and others in Ward no. 138**; Estimated Amount : **Rs. 1,88,502.28**; Earnest Money : **Rs. 3,800.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(8) N.I.T. No.: LTGV/XIV/2/23-24/SSU
Name of the Work : **Supply of electrical accessories for S.S. Unit Office Building in Ward no. 130**; Estimated Amount : **Rs. 1,98,059.00**; Earnest Money : **Rs. 3,970.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **22.06.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4), **19.06.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 5 to 7), **15.06.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 8); The bid forms and other details are available on and from **12.06.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4), **10.06.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 5 to 7), **07.06.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no. 8); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 8).

The Executive Engineer(Electrical)/Lighting/ Zone-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:

N.I.T. No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/08/23-24
Name of the Work : **Development work of street lighting system by energy efficient LED fittings at Bikramgarh, Samajgarh, Aswininagar and other areas in Ward no. 95, Borough-X**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,233.18** (as per BOQ); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of completion of Bid : **16.06.2023 up to 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **05.06.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) N.I.T. No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/57 (1st call)
Name of the Work : **Repairing of road at different places of Baburam Ghosh Road, Chandi Ghosh Road and Chetla Road under Borough-X**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,95,313.97** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 9,950.00**; Period of Completion : **180 Days**;

(2) N.I.T. No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/52 (1st call)
Name of the Work : **Repair of road at different places of B.P. Township, Baishnabghata Patuli Connector under Borough-XII**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,97,355.31** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 9,950.00**; Period of Completion : **180 Days**;

(3) N.I.T. No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/31 (1st call)
Name of the Work : **Repairing of water trenches at different places of N.S.C. Bose Road, D.P.S. Road, Sahapore Colony, etc. under Borough-X**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,99,506.25** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid(s) : **21.06.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023 at 12 noon** in the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3).

The Executive Engineer(Electrical)/Lighting/ Zone-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

N.I.T. No.: LTG/53/44/V/Z-II/23-24
Name of the Work : **Supply & delivery of street light fittings at Khirod Vidya Binod Avenue & other sites in Ward no. 44**; Estimated Amount : **Rs. 4,99,547.80**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **21.06.2023 up to 4 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **07.06.2023 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

CORRIGENDUM

NIT No. **KMC/DG(S_D)/BDPS/MM/03/23-24 (1st Call) of S&D Deptt (BDPS)** published in this Newspaper (**Key No. 148/23-24**) on 18.05.2023. Last date and time of submission of Bid should be read as **12.06.2023 upto 12 noon** instead of 03.06.2023 on 12 noon. All other terms and conditions of the tender documents will remain unchanged.

241/23-24

বার্সেলোনার ওপর বিরক্ত মেসি, সিদ্ধান্ত চান দ্রুতই

লিওনেল মেসির বার্সেলোনার চেনা আঙিনায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়েও বেশ কিছুদিন ধরে কেবল গুঞ্জনই চলছে। শক্ত ভিত পাচ্ছে না তার কিছুই। আর্জেন্টাইন তারকার বাবা জর্জে মেসি জানিয়েছেন, এসব পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা 'বিরক্ত' তার ছেলে।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সংবাদমাধ্যম গোল ডটকম এর আগে জানিয়েছিল, লিওনেল মেসি সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালকে এক বছর অপেক্ষা করতে বলেছেন। বার্সেলোনাতে ফেরার ইচ্ছাটা প্রবল বলেই আল হিলালের আকাশচুম্বী প্রস্তাবকেও অপেক্ষায় রাখতে চান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। কিন্তু বার্সেলোনা কী করছে! কাতালান ক্লাবটি নাকি এখন পর্যন্ত মেসিকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবই দেয়নি। গতকালই তারা মেসির ব্যাপারে লা লিগার বেতনসীমা নীতির অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু দলটি এখন পর্যন্ত কাগজপত্র তৈরি করে উঠতে পারেনি। এদিকে মেসির এজেন্ট ও তাঁর বাবা জর্জে মেসি বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তার সঙ্গে বৈঠক শেষে বলেছেন, মেসি বার্সেলোনার ব্যাপারে খানিকটা বিরক্ত। বার্সার কাছ থেকে দ্রুতই সিদ্ধান্ত চান মেসি। লাপোর্তার সঙ্গে গতকাল আধঘণ্টার একটি বৈঠক করেন মেসির বাবা। বার্সেলোনা সভাপতির বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। তবে বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি জর্জে মেসি। বার্সেলোনায় মেসির ফেরা নিয়ে জর্জে বলেছেন, ''পুরো বিষয়টিই যথেষ্ট জটিল, এটা নির্ভর করছে অনেক ইস্যুর ওপর।'' একই সঙ্গে তাঁর কথা, ''মেসি বর্তমান ঘটনাপ্রবাহে বার্সেলোনার ওপর খানিকটা বিরক্ত।'' স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মুন্দো দেপোর্তিভো' জানিয়েছে, লা লিগা কর্তৃপক্ষ বার্সেলোনাকে গতকাল মেসির

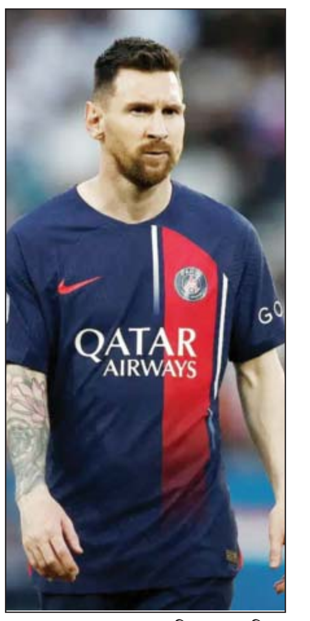

ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু বার্সেলোনা এখনো কোনো প্রস্তাব তৈরি করে উঠতে পারেনি। মেসিকে প্রস্তাব দেওয়ার আগে বার্সেলোনাকে কিছু বিষয় সমাধান করতে হবে। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে ছেড়ে দিয়ে বাজেট তৈরি করতে হবে। এই মুহূর্তে বার্সেলোনার যে আর্থিক পরিস্থিতি তাতে মেসিকে যেকোনো প্রস্তাব দেওয়াই তাদের জন্য বেশ কঠিন। বার্সা আর্জেন্টাইন তারকার বেতন দিতে পারবে কি না, তা নিয়েই সন্দেহ আছে। ক্যাম্প ন্যুওর পরিকল্পনা হলো, মেসিকে যে পরিমাণ অর্থই দেওয়া হোক, রবার্ট লেভানডফস্কি যে বেতন পান, তার চেয়ে অন্তত এক ইউরো হলেও মেসিকে বেশি দিতে চায় বার্সা। কিন্তু সেটি করতেও লা লিগার অনুমোদন লাগবে। এমন পরিস্থিতিতে বার্সেলোনার কাছ থেকে দ্রুতই সিদ্ধান্ত চান আর্জেন্টাইন তারকা। মেসির সামনে এখন বার্সেলোনা ছাড়া আরও দুটি বিকল্প খোলা। একটি তো সৌদি আরবের আল হিলাল, অন্যটি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগের ক্লাব ইন্টার মায়ামি। ডেভিড বেকহ্যামের মালিকানাধীন মায়ামি এরই মধ্যে মেসিকে ৫৪ বছর প্রতি ৫৪ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানিয়েছে ফোর্বস। মায়ামি চায় মেসির সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করতে। আর মেসি চান বার্সেলোনায় ফিরতে। আর্জেন্টাইন সাংবাদিক হার্নান কাস্তিলোর মতে, মেসি খুব সম্ভবত ইন্টার মায়ামিতেই যাবেন। দক্ষিণ ফ্লোরিডার এই ক্লাব মেসি ও তাঁর পরিবারের পছন্দও। মেসির স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো নাকি চান তাঁর স্বামী ইন্টার মায়ামিতে খেলুক। সেখানকার লাতিনবান্ধব পরিবেশ, সমাজ-সবই মেসি ও তাঁর পরিবারের বেশ পছন্দ।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে কালো আর্মব্যান্ড পরে নামলেন বিরাট-ওয়ার্নাররা

লন্ডন, ৭ জুনঃ কয়েকদিন আগে ওড়িশায় এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাহানাগা স্টেশনের কাছে চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেসের সঙ্গে মালগাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ গিয়েছে ২৮৮ জনের। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন ভারতীয় দল ছিল লন্ডনে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। আজ ওভালে শুরু হয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। সেখানেই দেখা গিয়েছে কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নেমেছে ভারতীয় দল। শুধু টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররাই নয়, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররাও কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলতে নেমেছে। ওড়িশার ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাতেই বিরাট-ওয়ার্নাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামলেন। ওড়িশার মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর ভারতীয় শিবিরে

পৌঁছানোর পর শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছিলেন বিরাটরা। এ বার ওভালে ওই দুর্ঘটনায় নিহত মানুষদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতাও পালন করেছেন দুই দলের ক্রিকেটারসহ স্টেডিয়ামে উপস্থিত সমস্ত দর্শকরা। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, ওভালে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের প্রথম দিনে খেলা শুরুর আগে ওড়িশা ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে ভারতীয় ক্রিকেট দল নীরবতা পালন করেছে। ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যুদের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। যাঁরা নিজের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায় টিম ইন্ডিয়া। ওই দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা জানাতে টিম ইন্ডিয়া কালো আর্মব্যান্ড পরেছে।

আইএফএ-র সভায় মদন মিত্র, দল ওঠানামার সিদ্ধান্ত গেল গভর্নিং বডিতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জুনঃ বহুদিন পরে আইএফএর সভা ঘিরে আবারও সাজো সাজো রব কলকাতা ময়দানে। আগে এমন উন্মাদনার মধ্যে ফুটবল নিয়ে সভা হতো। সেই জৌলুস ফেরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সংস্থার বর্তমান সচিব অনির্বাণ দত্ত। কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ও প্রথম ডিভিশন থেকে কতগুলি দলের অবনমন ও উত্থান হবে, সেই নিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য সভা সভায় প্রথম ডিভিশন থেকে কতগুলি দল প্রিমিয়ারে খেলবে সেই নিয়ে নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ক্লাবগুলোর দাবি প্রথম ডিভিশন থেকে ছয়টি দল প্রিমিয়ারে বিভাগে উত্থান ঘটুক। আর দুটি দলের অবনমন হোক। আইএফএ কর্তারা চান চারটি দল প্রিমিয়ারে খেলুক। আর চারটি দল নেমে যাক প্রথম ডিভিশনে। সেই নিয়ে সভা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আইএফএ সচিব জানিয়ে দেন এই নিয়ে

ডাকা হয়েছিল। এদিন বিকেলে সভায় যোগ দেন তৃণমূলের বিধায়ক মদন মিত্র। তিনি এর আগে কোনওদিন ফুটবলের সভায় যোগ দেননি। সিএবি-তে অবশ্য ক্রিকেট কমিটির সভায় যোগ দিয়েছিলেন অতীতে। তিনি নিজে বেলঘরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি। তাই ওই ক্লাবের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি হাজির ছিলেন এই জরুরী সভায়। মদন যেমন এসেছিলেন, তেমনি সভায় ছিলেন অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ। তিনি সুরুচি সংঘের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন। শ্রীভূমির পক্ষে মন্ত্রী সুজিত বসু অন্য একজনকে পাঠান। চলছে আইএফএ-র সভা। মধ্যমনি মদন। সিদ্ধান্ত হবে গভর্নিং বডিতে। এটা নিয়ে অনেকে ক্ষুব্ধ ছিলেন। যদিও বিষয়টি ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন অনির্বাণ। তিনি কিংবদন্তি প্রশাসক প্রদ্যোত দত্তের পুত্র। আইএফএ চাইছে আগামী তিন বছরের মধ্যে কলকাতা লিগের কাঠামো বদলে ফেলতে। এটির জন্য যে বাকি ইউনিট গুলোর অনুমোদন প্রয়োজন সেটিও বলা হয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা লিগ এবার শুরু হবে ২৫ জুন। প্রিমিয়ারের দলগুলিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। মোহনবাগানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে মহামেডান। ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে রয়েছে ভবানীপুরের মতো দল।

কুস্তি ফেডারেশনের মহিলা প্রধান চাই

অনুরাগ ঠাকুরের কাছে ৫ দাবি বজরং-সাক্ষীদের

নয়াদিল্লি, ৭ জুনঃ বুধবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক করলেন আন্দোলনরত কুস্তিগিররা। মন্ত্রীর কাছে তাঁরা পাঁচটি দাবি জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কুস্তিগিরদের সমস্যা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার জন্য, মঙ্গলবার গভীর রাতে টুইট করে তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অনুরাগ ঠাকুর। সেই আমন্ত্রণ স্বীকার করে, এদিন সকালে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিলেন বজরং পুনিয়া এবং সাক্ষী মালিক-সহ শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কুস্তিগির। হরিয়ানার বলালি গ্রামে আয়োজিত এক পঞ্চায়েতে যোগ দেওয়ার কথা থাকায়, আসতে পারেননি প্রতিবাদী কুস্তিগিরদের অন্যতম বিশিষ্ট মুখ ভিনেশ ফোগট। এর আগে শনিবার গভীর রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কুস্তিগিররা। অর্থাৎ, গত পাঁচ দিনে এই নিয়ে কেন্দ্রের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করলেন কুস্তিগিররা। সূত্রের খবর, এদিন ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠকে ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন-সহ মোট পাঁচটি দাবি করছেন। তাঁরা চাইছেন, কুস্তি ফেডারেশনের মাথায় একজন মহিলাকে বসানো হোক। তারা আরও দাবি জানিয়েছেন, ব্রিজভূষণ শরণ সিং বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য কুস্তি ফেডারেশনের কোনও পদে আসীন হতে পারবে না। এছাড়া, গত মাসে ভারতের নয়া সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিন বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য কুস্তিগিরদের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ যে মামলা করেছিল, সেই যাবতীয় মামলা প্রত্যাহার করার দাবিও জানিয়েছেন বজরং পুনিয়া-সাক্ষী মালিকরা। এই দাবিগুলির পাশাপাশি, এদিন ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে ফের একবার ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এক নাবালিকা-

সহ সাত মহিলা কুস্তিগির ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেছেন। মঙ্গলবার রাত ১২টা বেজে ৪৭ মিনিটে একটি টুইট করে অনুরাগ ঠাকুর বলেছিলেন, 'সরকার কুস্তিগীরদের সঙ্গে তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। আমি ফের কুস্তিগীরদের বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' এরপরই এদিন সকালে নয়া দিল্লিতে ক্রীড়ামন্ত্রী সরকারি বাসভবনে উপস্থিত হন কুস্তিগিররা। সেই জানুয়ারি মাস থেকেই ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন কুস্তিগিররা। পুলিশ তাঁদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে না চাওয়ায় তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। পাশাপাশি, ২৩ এপ্রিল দিল্লির যন্তর মন্তরে অবস্থান শুরু করেছিলেন। ২৮ মে নয়া সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিন, অনুমতি ছাড়াই নয়া সংসদ ভবনের উদ্দেশ্যে মিছিল করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু, পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় এবং আটক করে। বেশ কয়েকজন কুস্তিগিরের বিরুদ্ধে এফআইআর-ও দায়ের করে দিল্লি পুলিশ। এরপর অমিত শাহর সঙ্গে কথা বলার পর, বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিকরা তাঁদের রেলের কাজে যোগ দেন। তবে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরছেন না তাঁরা। সূত্রের খবর, কুস্তিগিরদের অধিকাংশ দাবিই মেনে নিতে ইচ্ছুক সরকার। শুধুমাত্র, ব্রিজভূষণকে গ্রেফতার করার বিষয়টি নিয়ে খচখচানি থেকে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবারই তাঁর উত্তর প্রদেশের গোন্ডার বাড়িতে হানা দিয়েছিল দিল্লি পুলিশের তদন্তকারী দল। বেশ কয়েকজনকে জেরা করা হয়। গত সপ্তাহে দিল্লি পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছিল, ব্রিজভূষণকে গ্রেফতার করার মতো উপযুক্ত প্রমাণ এখনও তাদের কাছে নেই।

রিয়াল মাদ্রিদ বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ফুটবল ব্র্যান্ড

মাদ্রিদ, ৭ জুনঃ ব্র্যান্ডমূল্য যাচাইয়ের গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'ব্র্যান্ড ফিন্যান্স ফুটবল ৫০'-এর সমীক্ষায় ফুটবল ক্লাবগুলোর মধ্যে ব্র্যান্ডমূল্যে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে শীর্ষ স্থান হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। একই প্রতিষ্ঠানের অন্য এক সমীক্ষায় অবশ্য রিয়ালকে কেউ সরাতে পারেনি। ব্র্যান্ড ফিন্যান্স ফুটবল ৫০-এর সমীক্ষায় টানা দ্বিতীয় বছর বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ফুটবল ক্লাবের ব্র্যান্ড হিসেবে সিংহাসন ধরে পারফরম্যান্স দেখে এই সমীক্ষা করেছে ব্র্যান্ড ফিন্যান্স ফুটবল ৫০। ইউরোপ, ব্রাজিল, চিন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ১০ হাজার ফুটবলপ্রেমীর তথ্য এই সমীক্ষায় কাজে লাগিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ব্র্যান্ডের শক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে, সমর্থক, খেলোয়াড় ও স্পনসর প্রতিষ্ঠানগুলো ক্লাবের প্রতি কতটা আকর্ষণ বোধ করে। বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করা টাকা মুনাফাসহ তুলে নেওয়ার ব্যাপারে ক্লাবের ওপর কতটা ভরসা রাখেন, সেসবও দেখা বিএমডব্লিউয়ের সঙ্গেও অফিশিয়ালি পরিবহন চুক্তিও রয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটির। বিনিয়োগ ফার্ম সিক্সথ স্ট্রিটের সঙ্গে ৩৬ কোটি ইউরোর চুক্তিও করেছে রিয়াল। এই চুক্তির অধীনেই সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর সংস্কার করা হবে। কাজটি শেষ হলে আরও কিছু ইভেন্ট সেখানে আয়োজন করা যাবে এবং তাতে রিয়ালের ব্র্যান্ডের আরও সম্প্রসারণ ঘটবে। শক্তিশালী ব্র্যান্ডের এই তালিকায় শীর্ষ ১০-এ ইংল্যান্ড থেকে জায়গা করে নিয়েছে ৬টি

রাখল মাদ্রিদের ক্লাবটি। ব্র্যান্ড ফিন্যান্স বিশ্বের নেতৃত্বস্থানীয় ব্র্যান্ডের দাম সমীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন খাতে বিশ্বের সেরা সব ব্র্যান্ডের দাম ও শক্তি সমীক্ষা করে আসছে ব্র্যান্ড ফিন্যান্স। প্রতি বছর একশোর বেশি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ব্র্যান্ড ফিন্যান্স। ফুটবল বাজারে বিনিয়োগ, অংশীদারদের ন্যায্যতা ও ব্যবসায়িক হয় ব্র্যান্ডের শক্তি যাচাইয়ে। আর এই সমীক্ষায় ৯৪.৮১০০ (০.৮ পয়েন্ট) পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ব্র্যান্ড ফিন্যান্স জানিয়েছে, বিভিন্ন স্পনসর চুক্তির কারণে রিয়ালের ব্র্যান্ডমূল্য আগের মতোই শক্তিশালী আছে। এমিরেটসের সঙ্গে নতুন করে স্পনসর চুক্তি করেছে রিয়াল। জার্মানির অটোমোবাইল প্রতিষ্ঠান ক্লাব। ৯৩.৩ পয়েন্ট নিয়ে রিয়ালের পরই ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব লিভারপুল। তৃতীয় বার্সেলোনা পেয়েছে ৯২.৬ পয়েন্ট। শীর্ষ ১০-এ ইংল্যান্ডের ৬টি, স্পেনের ২টি এবং জার্মানি ও ইতালি থেকে একটি করে ক্লাব জায়গা করে নিয়েছে। ফ্রান্সের লিগ আঁ থেকে পিএসজি শীর্ষ ১০-এ জায়গা করে নিতে পারেনি।

বেনজেমা এখন আমাদের, জানিয়ে দিল ইত্তিহাদ

মাত্র কদিন আগেই সৌদি প্রো লিগের শিরোপা জিতেছে আল ইত্তিহাদ। ২০০৯ সালের পর প্রথমবার! সেই আনন্দের রেশ থাকতে থাকতেই তাদের সময়টা আরও রঙিন হয়ে উঠল করিম বেনজেমার আগমণে। রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ফরাসি ফরোয়ার্ডকে দলে টেনে উচ্ছ্বাসের বন্যা বইছে জেদ্দার ক্লাবটিতে। তারা এটিকে বলছে ক্লাবের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাববিস্তারী চুক্তি। নতুন অধ্যায় শুরু করতে রোমাঞ্চ নিয়ে অপেক্ষায় বেনজেমা নিজেও।

রিয়াধ, ৭ জুনঃ অবশেষে গুঞ্জনই সত্যি হলো, সৌদি ক্লাব আল ইত্তিহাদের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ কিংবদন্তি করিম বেনজেমা। সংবাদ সংস্থা এএফপি ইত্তিহাদ ক্লাবের এক সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি আগেই জানিয়েছিল। এর আগে ইএসপিএন তাদের এক প্রতিবেদনে দাবি করেছিল, সৌদি আরবের ফুটবলে নাম লেখাচ্ছেন বেনজেমা যদিও সেই কথা তখন অস্বীকার করেছিলেন রিয়ালের প্রাক্তন এই ফুটবলার। এরপর রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তিও বলেছিলেন, ''কোনো সন্দেহ নেই' বেনজেমা থাকছেন। তবে এই মন্তব্য করার পরদিনই, অর্থাৎ ৪ জুন ফরাসি তারকার বিদায়ের খবর জানিয়ে দেয় মাদ্রিদের ক্লাবটি। গতকাল মঙ্গলবার বেনজেমাকে বিদায়ী সংবর্ধনাও দিয়েছে রিয়াল। বেনজেমার সঙ্গে আল ইত্তিহাদের চুক্তি ২০২৬ সাল পর্যন্ত। এই চুক্তি কত টাকার, তা ক্লাবের বিবৃতিতে উল্লেখ নেই। তবে দলবদল বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ইতালীয় সংবাদকর্মী ফ্যাব্রিজিও রোমানোর দাবি, বেনজেমা বছরে পাবেন ২০

কোটি ইউরো। ৩৫ বছর বয়সী বেনজেমা নতুন লিগে খেলা নিয়ে বেশ রোমাঞ্চিত, ''নতুন এক ফুটবল লিগ, নতুন দেশে খেলা নিয়ে আমি রোমাঞ্চিত। আল ইত্তিহাদের দুর্দান্ত এক ইতিহাস আছে। আমি ভাগ্যবান, ইউরোপে অনেক দারুণ কিছু অর্জন করতে পেরেছি। স্পেনে, ইউরোপে সম্ভাব্য সবকিছু জিতেছি। তাই আমার মনে হয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য এটাই সঠিক সময়।'' বেনজেমাকে বিশ্ব ফুটবলের আইকন দাবি করে আল ইত্তিহাদের প্রেসিডেন্ট আনমার বিন আবদুল্লাহ আল হেইলে বলেছেন, ''বর্তমান ব্যালন ডি'অর-জয়ীকে রিয়াল মাদ্রিদ থেকে কেনা ইত্তিহাদ ক্লাবের জন্য অনেক বড় মাইলফলক। করিম বেনজেমা একজন ফুটবল আইকন।'' ২০০৯ সালে রিয়ালে যোগ দেওয়া বেনজেমা স্প্যানিশ এই ক্লাবের হয়ে খেলেছেন ৬৫৪ ম্যাচে। গোল করেছেন ৩৫৪টি, রিয়ালের হয়ে এর চেয়ে বেশি গোল আছে শুধু ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। রিয়ালের হয়ে বেনজেমা জিতেছেন ৫টি চ্যাম্পিয়নস লিগ, ৪টি লা লিগা ও ৩টি কোপা দেল রের শিরোপা। সৌদির ফুটবলে যোগ দিয়ে বেনজেমা রোনাল্ডোর পথেই হাঁটলেন। সৌদি প্রো লিগের দল আল নাসরে গত জানুয়ারিতে যোগ দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগে লিওনেল মেসির যোগ দেওয়া নিয়েও গুঞ্জন চলছে। সেখানকার ক্লাব আল হিলাল আর্জেন্টাইন তারকাকে বড় অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে। যদিও সংবাদমাধ্যম গোল ডট কম জানিয়েছে, মেসি আল হিলালকে এক বছর অপেক্ষা করতে বলেছেন। তবে আল হিলাল কর্তৃপক্ষ মেসির সঙ্গে দ্রুতই চুক্তি সারতে চায়। গত রবিবার চুক্তির জন্য ক্লাবের বেশ কয়েকজন প্যারিসেও গিয়েছিল, এএফপিকে ক্লাবের দুটি সূত্র যা নিশ্চিত করেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501